চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 69 Wednesday, 8 February, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৬৯ সংখ্যা ❋ ২৪ মাঘ, ১৪২৯, বুধবার, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ত্রিপুরা থেকে মমতার তোপ

'এসবিআই-এলআইসি নিভে গেলে পেনশন, পিএফ পাবেন?'

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ত্রিপুরার সভা থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি বাজেট প্রসঙ্গ টেনেও এদিন কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''যেদিন এলআইসি নিভে যাবে, এসবিআই নিভে যাবে, আপনাদের টাকা ভবিষ্যতে জন্য কেউ পেনশন পাবেন, কেউ পিএফ পাবেন বলে রেখেছিলেন। সেই টাকাগুলো আর ফেরত পাবেন? নোটবন্দিতে কালো টাকা ফেরত এসেছে?'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''দোলা সেন, সুস্মিতা দেবের গাড়ি ভেঙে দিয়েছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর অত্যাচার হয়েছে। বুলেটপ্রুফ গাড়ি থাকায় সেবার তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। অভিষেক, সুস্মিতা সহ সবার নামে কেস করেছে। কেস তো সবার নামে হয়েছে। ডবল ইঞ্জিন সরকারের দেখা নেই। ওদের দেখা মেলে ভোট আসলেই। এখানে বাম-কংগ্রেস জোট হয়েছে। আর আমাদের রাজ্যে বাম-কংগ্রেস জোট বিজেপির সহযোগিতা করে। এখানে একজন কংগ্রেসের নেতা আছেন। যিনি ভোট আসলেই দল বদলান।'' বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''কী ডাবল ইঞ্জিন চালাবে এখানে? ফুড সাবসিডি বাজেটে কেটে নিলে কেন? রেশন ব্যবস্থা তুলে দেবে বলে। আয়কর ব্যবস্থা কি করেছে দেখেছেন? রাজনীতি ও ধর্ম আলাদা রাখি। কাল মাতাবাড়ি মন্দিরে গিয়েছিলাম। আগেও যা দেখেছিলাম এখনও তাই। যাও আমাদের দক্ষিণেশ্বর ও কালীঘাটে। দেখে আসো আমরা কি করে দিয়েছি। আর তোমরা একটা মাতাবাড়িকে সাজাতে পারো না। কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সাহায্য করে না।'' মমতা আরও বলেন, ''এই সিপিএম-এই কংগ্রেস আর আগের মতো নেই। আমি আগেই বলেছিলাম সিপিএম, আসলে কংগ্রেসের বি টিম। আজ সেটাই প্রমাণ হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি না হলে, বাংলায় বদল হত না। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের পয়সা দেয় না। আমাদের টাকা নিয়ে চলে যায়। যে দল ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের টাকা দেয় না, তারা ভোট চায় কোন লজ্জায়। আমাদের ওখানে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। কেউ কোনও ভুল করলে আইন তার ব্যবস্থা নেবে।'' ত্রিপুরায় সভা থেকে এদিন সেখানকার শাসকদল বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ত্রিপুরার তৃণমূল নেতৃত্ব রোড শো করেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''যাঁরা আজকে এই রোড শোতে পা মেলালেন, তাঁরাই যদি ১৬ তারিখ আমাদের ভোট দেন, তাহলেই তো বিজেপি ত্রিপুরা থেকে ভোকাট্টা হয়ে যাবে। সকলের কাছে চিরকৃতজ্ঞ আমরা। আগামী ৭ দিন আমাদের জোর লড়াই দিতে হবে। দাঁতে দাঁত কামড়ে, মাটি কামড়ে দলের কর্মীদের পরে থাকতে হবে। একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করছে বিজেপির বিরুদ্ধে।'' তিনি আরও বলেন, ''রাজনৈতিক কর্মসূচি করছে লাগাতার তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী বদল করেছেন ওরা। আমি আগেই বলেছিলাম বিপ্লব দেব নয়, উনি বিগ ফ্লপ দেব। তার তিন মাসের মধ্যেই বদল করেছেন। প্রার্থী যেই হোক। আপনারা ভোট দিন দলীয় প্রতীক জোড়াফুল দেখে। তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র বিকল্প। বামেদের হার্মাদরা এখন বিজেপি সেজে গা জোয়ারি করছে। বাম-কংগ্রেস বিকল্প নয়। বিকল্প হল তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র।'' অভিষেক আরও বলেন, ''ত্রিপুরা কেন বারবার বঞ্চিত হবে? আমরা ত্রিপুরায় রুপশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডারের কথা বলেছি। বাংলার মতোই হবে এখানে উন্নয়নের মডেল। আমরা খালি ভাষণ দিই না। আমরা যা বলি, আমরা তার কথা রাখি। আমার গাড়ি ভাঙচুর করেছে। সুস্মিতা দেবের গাড়ি ভাঙচুর করেছে। মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে রেখেছিল। আমি খোয়াই থানায় গিয়ে দলের কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছি। আক্রান্ত হলে হাসপাতালে ভর্তি নেয় না।'' অভিষেক এদিন বলেন, ''এরা ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বলে। এদের কাছে ডাবল ইঞ্জিন মানে একটা ইঞ্জিন সিবিআই, একটা ইঞ্জিন ইডি।। আগামী মার্চ মাস থেকে দুয়ারে গুন্ডা নয়, দুয়ারে সরকার চাই। জোড়া ফুলে ভোট দেওয়া মানে, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের মুখে গণতান্ত্রিক থাপ্প। মারা।''

'আমায় ফাঁসি দিয়ে দিক, জেলে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি', আদালতে বললেন মানিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ফের মেজাজ হারালেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হয় মানিক ভট্টাচার্যকে। আদালতে ঢোকার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন তিনি। তখনই মেজাজ হারান মানিক। সাংবাদিকদের উদ্দেশে কার্যত তুই-তোকারি করে মানিক বলেন, ''আগে ডিভিশন বেঞ্চের অর্ডার নিয়ে আয়...।'' নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ও মানিক ভট্টাচার্যকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হয়। মানিককে সশরীরে হাজির করানো হয়। বাকি দু'জনের হাজিরা ছিল ভার্চুয়ালি। সে সময়ে আদালতের ঢোকার মুখে মেজাজ হারান মানিক। এদিন শুনানির সময়ে আদালত কক্ষে সাংবাদিকদের খবর নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন মানিক। তিনি বলেন, ''মিডিয়া প্রকাশ করল কাল সিবিআই আমার কাছে গিয়েছিল। পাসপোর্ট নিয়ে ভুল তথ্য দিচ্ছে।''

মানিকের প্রশ্ন, ''আমার দুটো পাসপোর্ট থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার কেন ধরলো না? কাল সিবিআইকে আমি দেখিয়েছি।'' এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, চলতি মাসের এক তারিখেই সিবিআই কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছে মানিক ভট্টাচার্যের নামে দুটো পাসপোর্ট রয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে এমন তথ্য পেয়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তিনি বলেছিলেন ''ছিঃ ছিঃ''। সেই খবরটিই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মানিক। এরপরই এদিন আদালতে ক্ষোভ উগরে তিনি বলেন, ''যাঁরা বলছেন, তাঁরা আমায় ফাঁসি দিয়ে দিক। আমি কারাগারে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি।'' মানিকের হয়ে তাঁর আইনজীবী বলেন, ''আমার মক্কেলের নদিয়ায় বাড়ি আছে। যাদবপুরের ফ্ল্যাট আছে। এই সব ইডিকে জানিয়েছি।'' কিছুটা বিমর্ষ হয়ে মানিক বলেন, ''আমার মান সম্মান সব জলাঞ্জলি দিচ্ছে। মামলা ডিভিশন বেঞ্চে যায়নি। আমি একজন মানুষ। আমি আর কত সহ্য করব?'' মানিক নিজের পক্ষে বলতে থাকেন, ''৬৬০ স্কোয়ারফিটের একটা ফ্ল্যাট আছে যাদবপুরে। পরে ১১০০ স্কোয়ারফিটের একটা ফ্ল্যাট কিনেছি, ফ্যামেলি বেড়েছে তাই।'' সেই প্রসঙ্গে উঠে আসে মানিকের নদিয়ার বাড়ির কথাও। আইনজীবী বলেন, ''নদিয়ায় বাড়ি আছে। ওটা যদি লন্ডন টেকওভার করে, তবে আমার লন্ডনে বাড়ি আছে।'' তিনি আরও বলেন, ''এক জন সিঙ্গল বেঞ্চের জজ এই সব বলছেন।'' প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই নিয়োগ মামলার শুনানিতে মানিক প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি মন্তব্য করেছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি সেদিন সিবিআই-কেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''কত বার লন্ডনে গিয়েছেন মানিক ভট্টাচার্য? তাঁর বাড়ির ঠিকানা জানেন? আমি বলতে পারি। শুনবেন? লন্ডনে তাঁর বাড়ির পাশে কার বাড়ি জানেন?'' লন্ডনের বাড়ি প্রসঙ্গেই এদিন মন্তব্য করেন মানিক। এদিন আদালত থেকে জেলে ফেরার পথে আহত হন মানিক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার বিকেলে আদালত থেকে বেরিয়ে প্রিজন ভ্যানে চাপেন মানিক। প্রেসিডেন্সি জেলে যাওয়ার পথেই তিনি আহত হয়েছেন বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, তাঁর মুখে, বুকে ও মাথায় আঘাত লেগেছে। তবে আঘাত কতটা গুরুতর তা এখনও স্পষ্ট নয়।

'প্রশ্ন তোলার এক্তিয়ার ওঁর নেই', বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে নিশানা স্পিকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ বিশ্বভারতীর জমি বিতর্কের আঁচ এবার বিধানসভায়। বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরুর আগের দিনই বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অমর্ত্য সেনকে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে এদিন নিশানা করলেন স্পিকার। তাঁর বক্তব্য, চিঠিতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, জমির নথি নিয়ে যেভাবে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তা উপাচার্যের এক্তিয়ার-ভুক্ত নয়। বিশ্বভারতীর উপাচার্য জমি দখলের অভিযোগ তুলে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে চিঠি দিয়েছিলেন। এরপরই অমর্ত্য সেনের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনসমক্ষে জমির নথিও তুলে দিয়ে এসেছেন তিনি। মঙ্গলবার সেই বিতর্ক প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উপাচার্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অধ্যক্ষ। তিনি বলেন, ''উনি যা করেছেন, তা না করলেই পারতেন। এই ধরনের বক্তব্য যদি রেখে থাকেন, তাহলে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে নিজে জমির কাগজ দিয়ে এসেছেন, সেই কাগজের বৈধতা নিয়ে কথা বলার এক্তিয়ার ওঁর আছে কি না আমার জানা নেই। এভাবে বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা ধৃষ্টতা।'' সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডলকে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী যে মেইল করেছেন, সেই প্রসঙ্গেও এ দিন মন্তব্য করেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মেইলে যে ধরনের বয়ান ব্যবহার করা হয়েছে, তার সঙ্গে উপাচার্যের শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনও সামঞ্জস্য নেই বলেও মন্তব্য করেছেন স্পিকার। অনুমান করা হচ্ছে, বুধবার থেকে যে বাজেট অধিবেশন শুরু হবে, সেই অধিবেশনেও কক্ষের মধ্যে বিশ্বভারতীর জমি বিতর্ক নিয়ে আলোচনা হতে পারে। গত ২৪ জানুয়ারি অমর্ত্য সেনকে চিঠি দিয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। সেই চিঠিতেও অমর্ত্য সেন বিশ্বভারতীর ১৩ ডেসিমেল জায়গা দখল করে রেখেছেন অভিযোগ তুলে অবিলম্বে সেটা ফিরিয়ে দেওয়ারও আবেদন করা হয়। এরপরই অমর্ত্য সেনের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আশাকর্মীদের ডেপুটেশন ঘিরে তুলকালাম স্বাস্থ্যভবন চত্বর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ আশাকর্মীদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার সল্টলেক স্বাস্থ্যভবন চত্বর। আশাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় মঙ্গলবার। এদিন বিভিন্ন জেলা থেকে আশাকর্মীরা জমায়েত করেন স্বাস্থ্যভবনের সামনে। ১২ দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের ব্যানারে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্যভবন চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। আটকে যায় যানচলাচল। এরপরই তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশ পরিস্থিতি মোকাবিলায় নামলে ঝামেলা চরমে ওঠে। বিক্ষোভকারীদের আশাকর্মীরা জানান, ''আমাদের প্রধান দাবি হল ২১ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে। স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদা দিতে হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় যে বাজেট হয়েছে, সেখানে আমাদের বঞ্চনা করা হয়েছে। আমাদের দিকটা কেন্দ্রকে দেখতে হবে। একের পর এক কাজের বোঝা আমাদের মাথার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এসব চলবে না।'' আশাকর্মীদের দাবি, তাঁদের যাঁরা কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের ১ লক্ষ টাকা দিতে হবে। সাতদিনের মধ্যে এই টাকা দিতে হবে। একাধিক দাবি নিয়ে এদিন সমবেত হয়েছেন তাঁরা। এদিকে এই গোলমালের মাঝে এক

আশাকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, ''আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই বসতে চেয়েছিলাম। কেন্দ্র আমাদের বাজেটে কিছুই দিল না। আজ আমরা স্বাস্থ্যভবনে ডেপুটেশন দিতে এসেছিলাম। কথা বলছি, ভিতরে যাওয়ার জন্য টিম তৈরি করছি, আমাদের আটকে দিল। প্রথম থেকেই আটকে দেওয়ার মনোভাব পুলিশের।'' এরপরই রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। আশাকর্মীদের দাবি, পুলিশি অনুমতি ছিল তাঁদের। তাই তাঁরা এই ডেপুটেশন দিতে আসেন। আশাকর্মীদের অভিযোগ, দিনের পর দিন তাঁদের দিয়ে নানারকম কাজ করানো হয়। করোনা পরিস্থিতিতে তাঁরা সারাদিন মাঠেঘাটে থেকে কাজ করেছেন। দায়িত্ব থেকে তাঁরা পিছু হঠেননি। এমনকী সম্প্রতি আবাস যোজনার কাজেও তাঁদের ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাস্থ্যদফতরের কাজের জন্য আশাকর্মী। অথচ সেই দফতরের বাইরে গিয়েও কাজ করতে হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের। অথচ তারপরও বঞ্চনার থেকে মুক্তি মেলেনি। এরপরই এদিন স্বাস্থ্যভবনে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি। আর তা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে স্বাস্থ্যভবনচত্বর।

মুম্বই বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ফোন!

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ উড়িয়ে দেওয়া হবে বিমানবন্দর। এমনই হুমকি ফোনে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছে মুম্বই বিমানবন্দরে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিগোষ্ঠীর তরফেই এই হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে ফোনের ওপারে থাকা ব্যক্তি জানিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে মুম্বই বিমানবন্দরের কর্মী থেকে আধিকারিকদের মধ্যে। বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি আসার খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে ছত্রপতি শিবাজি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ থেকে মুম্বই পুলিশ। কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা বিমানবন্দর। তবে হুমকি ফোন করা ওই ব্যক্তির এখনও হদিশ মেলেনি। পুলিশ জানায়, মুম্বই বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়া হবে বলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছেই হুমকি ফোন এসেছিল। যে ব্যক্তি হুমকি দিয়েছিল, সে নিজেকে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছে। সে জানিয়েছে, তার নাম ইরফান আহমেদ শেখ। ফোন নম্বর ট্র্যাক করে তার খোঁজ শুরু হয়েছে। মুম্বই বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। প্রতিটি যাত্রী থেকে তাঁদের জিনিসপত্রে জোর তল্লাশি চালানো হচ্ছে। মুম্বই বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ১০টা নাগাদ ছত্রপতি শিবাজি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে একটি ফোন আসে। সেই ফোনের ওপারে থাকা ব্যক্তি নিজেকে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য বলে পরিচয় দেয় এবং রীতিমতো হুমকির সুরে জানায়, বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়া হবে। তারপর সন্দেহজনক কিছু কোড শব্দও ব্যবহার করে ওই ব্যক্তি। এরপর সে ফোন রেখে দেয়। রাত দুপুরে বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার ওই হুমকি ফোন আসার পরই নড়েচড়ে বসে কর্তৃপক্ষ। খবর পৌঁছয় মুম্বই পুলিশে। এই ঘটনায় পুলিশ সংবিধানের ৫০৫(১) ধারায় ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে এবং মুম্বই বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বাড়ায়।

'গাইনোকোলজি প্রবলেম' নিয়ে আদালতে অর্পিতা! ভার্চুয়াল শুনানিতে 'বিস্ফোরক' পার্থও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ আবারও আদালতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি ছিল ব্যাঙ্কশাল আদালতে। ভার্চুয়ালি পেশ করানো হয় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে। সেসময় নিজের শারীরিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন অর্পিতা। তিনি জানান, তার জেলে মেডিক্যাল হেল্প পাচ্ছেন না। তাঁকে স্ত্রী রোগের শুধু 'পেইন কিলার' দেওয়া হচ্ছে। তাঁর আইনজীবী বলেন, ''অর্পিতার স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। পেটে ব্যথা হচ্ছে। জেলে ওঁকে শুধু পেনকিলার দেওয়া হচ্ছে। ওঁর চিকিৎসার প্রয়োজন।'' বাইরের হাসপাতাল থেকে মেডিক্যাল টিম যাতে তাঁর চিকিৎসা করে, তার আবেদন জানান তিনি। এদিন আদালতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, ''আমি জানি, আমি নির্দোষ। মিডিয়া ট্রায়াল চলছে। আমার সামাজিক সম্মান অবক্ষয় হচ্ছে।'' মানসিক নির্যাতনেরও অভিযোগ তোলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবীকে। একদা রাজ্যের প্রথম সারির মন্ত্রী ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রভাব এবং দাপট দুটোই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু জেলবন্দি হওয়ার পর সবই গিয়েছে তাঁর। এখন তিনি প্রায় সাত মাস জেলবন্দি। ইডি তাঁকে গ্রেফতার করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে বিচারাধীন বন্দি তিনি। কিন্তু মামলায় জামিনে মুক্তির অপেক্ষা ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। বাড়ছে বন্দিদশার মেয়াদ। বৈভবের জীবন হাতছাড়া হয়ে এখন আধা অন্ধকার গারদে থাকতে হচ্ছে। আর তার জেরে পার্থবাবু এখন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। ভেঙে পড়েছেন তিনি। এবার সেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ই বড় দাবি জানালেন বিচারকের সামনে। একইভাবে শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে প্রয়োজনীয় কেয়ারের আবেদন এই মামলার অপর মূল অভিযুক্ত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়েরও। বিচারক যদিও জানিয়েছেন, ''আমার এটা এক্তিয়ার নেই... আমি কেয়ার নিতে বলতে পারি জেলকে।'' আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিনেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের শুনানি।

তুরস্ক, সিরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ৫০০০ পার

তুরস্কে ত্রাণ ও চিকিৎসকদের দল পাঠাল ভারত, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সেদেশের

আঙ্কারা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ চার দিক অন্ধকার। কনকনে ঠান্ডা। বরফ পড়ছে। তার মধ্যে বড় বড় চাঁই সরিয়ে উদ্ধার কাজ ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে তুরস্কে। আর সে কারণে বেড়ে চলেছে মৃত্যুর সংখ্যা। সোমবারের পর থেকে স্বজনহারা হাজার হাজার মানুষ। ২০ বছরের এক ছাত্র হাউহাউ করে কেঁদে বলে উঠলেন, ''আমারও একটা পরিবার ছিল, ওই মাটির নীচে।'' মঙ্গলবার দুপুরে পঞ্চম বার কেঁপে উঠল তুরস্ক। তার জেরে ধসে পড়ল আরও কিছু বহুতল, বাড়ি, হাসপাতাল। তার জেরে আরও হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া হলেন। জখম হলেন। তুরস্ক এবং সিরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা ৫,০০০ ছাড়াল। আহত প্রায় ২০ হাজার। যে ক'টা হাসপাতালে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে আর তিলধারণের জায়গা নেই। সোমবার ভোরবেলা তুরস্ক এবং সিরিয়ায় প্রথম ভূমিকম্পটি হয়। রিখটার স্কেলে তার মাত্রা ছিল ৭.৮। তার জেরে ভেঙে পড়েছিল হাজার হাজার বহুতল। দেশের কোনও হাসপাতালে এক চিলতে জায়গা খালি নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র আশঙ্কা, দুই দেশে ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়াতে পারে ২০ হাজার। চাপ বাড়াচ্ছে তুরস্কের চরম ঠান্ডা। উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে। এই পরিস্থিতিতে রাতে উদ্ধারকাজ চালানো এক প্রকার অসম্ভব। বিপাকে ঘরছাড়ারা। ঘর হারিয়ে চরম ঠান্ডায় সারা রাত খোলা আকাশের নীচে কাটাতে হচ্ছে তাঁদের। ঠান্ডাতেও প্রাণহানি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা। উদ্ধারকারীরা মনে করছেন, এই ঠান্ডার কারণে ধ্বংসস্তূপের নীচে আটক থাকা লোকজনের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায়

পরিস্থিতি আরও খারাপ। যুদ্ধের কারণে এমনিতেই সেখানে উদ্বাস্তু শিবিরে দিন কাটাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। সম্প্রতি সেখানে থাবা বসিয়েছিল কলেরা। তাতে মারা গিয়েছেন বহু মানুষ। এ বার গোদের উপর বিষফোঁড়া ভূমিকম্প। মঙ্গলবার তুরস্কের হাতে শহরে একটি বহুতলের ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে বার করা হয় ৭ বছরের এক শিশুকে। মুখে, চুলে, জামায় শুধুই ধুলো। উদ্ধারের পর তার প্রথম প্রশ্ন, ''আমা মা কোথায়?'' জবাবটা অবশ্যই জানা নেই উদ্ধারকারীদের। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল গাজিয়ানতেপ, কাহরামানমারাস। এই দুই শহর এখন ধুলোয় মিশে গিয়েছে। একটি বহুতলও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। দুই শহরে ২০ লক্ষ মানুষের বাস ছিল। কত জন মারা গিয়েছেন, সেই হিসাব এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। ওই শহর ঘুরে সাংবাদিক মেলিসা সলমন বললেন, ''আমরা ভেবেছিলাম পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'' সেই আতঙ্ক কাটিয়ে এখনও ঘরে ফিরতে পারেননি মুস্তাফা কোয়িঙ্কু। পাঁচ সন্তান এবং স্ত্রীকে নিয়ে সোমবার থেকে গাড়িতেই কাটাচ্ছেন ৫৫ বছরের মুস্তাফা। তুরস্কের সানিলিউরফা শহরে বাস ওমর এল কুনেইদের। ভূমিকম্পে পরিবারের সকলকে হারিয়েছেন ২০ বছরের পড়ুয়া। তাঁর কথায়, ''আমার একটা পরিবার ছিল। এখন ধ্বংসস্তূপের নীচে।'' ধ্বংসস্তূপে আটকে ছিলেন এক বান্ধবীও। কুনেইদ বলেন, ''মঙ্গলবার সকাল ১১টা পর্যন্ত ফোনে কথা হয়েছে ওঁর সঙ্গে। তার পর সব শেষ। আর কোনও উত্তর নেই ওঁর। ও এখন ওই ধ্বংসস্তূপের নীচেই।'' এদিকে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত তুরস্কের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। ইতিমধ্যেই ভূমিকম্প বিধ্বস্ত তুরস্কতে ত্রাণও পাঠানো হয়েছে। পাঠানো হয়েছে উদ্ধারকারী ও চিকিৎসকদের দল। এজন্য ভারতকে 'প্রকৃত বন্ধু' বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল তুরস্ক। পাশাপাশি ধন্যবাদও জানানো হয়েছে রিসিপ তায়েপ এরদোগানের দেশের তরফে। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্কে উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য ভারত থেকে রওনা দিল উদ্ধারকারী দলের প্রথম ব্যাচ। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলাকারী দল (এনডিআরএফ)-এর এই ব্যাচটির সঙ্গে রয়েছে ত্রাণসামগ্রী, ওষুধপত্র এবং মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি। নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত ডগ স্কোয়াডও। ত্রাণ সামগ্রী ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে মঙ্গলবারই আদানা পৌঁছেছে প্রথম ভারতীয় সি ১৭ বিমান। তুরস্কের পাশাপাশি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত সিরিয়াও। তুরস্ক এবং সিরিয়ার এই বিপর্যয়ে দু'দেশে পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত।

মুখ্যমন্ত্রী মমতার নির্দেশ মেনে এবার 'দুয়ারে পিজি'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ জেলার বাসিন্দারা যাতে আরও ভাল চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন, তার জন্য শহরের চিকিৎসকদের গ্রামে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসএসকেএমের চিকিৎসকদের গ্রামে গ্রামে যাওয়ার কথা বলেছিলেন তিনি। সেই নির্দেশ মেনেই এবার শুরু হল 'দুয়ারে পিজি' কর্মসূচি। মঙ্গলবারই এসএসকেএমে পৌঁছল বাস, যাতে চেপে জেলায় যাবেন চিকিৎসকেরা। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি দু নম্বর ব্লকে শিবির করবেন এসএসকেএমের ৩৪ জন চিকিৎসক। বুধবার ও বৃহস্পতিবার দু দিনের শিবির হবে সেখানে। গ্রামের বাসিন্দারা ওই শিবিরে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারবেন। গত জানুয়ারিতে এসএসকেএম হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠান থেকেই প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে পরিষেবা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি ঘটায় জুনিয়র চিকিৎসকদের বিশেষ তৎপর হওয়ার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তুরস্কে সপ্তাহব্যাপী শোক ঘোষণা

আঙ্কারা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ তুরস্কে শক্তিশালী ভূমিকম্পে বহু মানুষ হতাহত হয়েছে। সোমবার ভোরের দিকে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ভূমিকম্পের ঘটনায় প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান সাত দিনব্যাপী জাতীয় শোক ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, তুরস্ক ভূমিকম্পে হতাহতদের জন্য সাত দিন শোক পালন করবে।সোমবার ভোর থেকে সন্ধ্যার মধ্যে তিনবার বড়সড় ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তুরস্ক, কম্পন অনুভূত হয় সিরিয়াতেও। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.৮, ৭.৬ ও ৬.০। মঙ্গলবারও হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তুরস্ক। তুরস্কে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৩,৩৮১ জনের, তুরস্কের ১০টি প্রদেশে বিপুল সংখ্যক এই প্রাণহানি। তুরস্কে আহত হয়েছেন ২০ হাজারের বেশি মানুষ। এই ভূমিকম্পে প্রতিবেশী দেশ সিরিয়াতেও বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। ভূমিকম্পের ঘটনায় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান সাত দিনব্যাপী জাতীয় শোক ঘোষণা করেছেন।ভূমিকম্পের ঘটনায় এক টুইটে প্রেসিডেন্ট এরদোগান ঘোষণা দেন, সাত দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করা হল। তিনি বলেন, আমাদের সরকারি ও বিদেশি সব দফতরের পতাকা ১২ ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্যন্ত অর্ধনমিত রাখা হবে।এর আগে এরদোগান আরেক টুইটে ভূমিকম্পের ভুক্তভোগীদের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, আশা করছি দ্রুতসম্ভব আমরা কম ক্ষয়ক্ষতিসহ দুর্যোগটি একসঙ্গে কাটিয়ে উঠব। অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য ইউনিট সতর্ক রয়েছে। ভারত, আমেরিকা, রাশিয়াসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যে তুরস্ক ও সিরিয়াকে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।

মানিক ভট্টাচার্যর ২ লাখ টাকা জরিমানা বহাল

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃপ্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি জেলবন্দি মানিক ভট্টাচার্যর ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ বহাল রইল। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেও তাতে রেহাই পেলেন না মানিক। সাত দিনের মধ্যে জরিমানার ওই টাকা দিতে হবে তাঁকে। হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে সেই টাকা দিতে হবে। ছয় বছরেও পরীক্ষার ফল না জানানোয় জরিমানার কোপে পড়েন মানিকবাবু।স্বল্পমেয়াদি তহবিল হিসেবে গচ্ছিত থাকবে ওই টাকা। ডিভিশন বেঞ্চে মামলার ফল মানিকের পক্ষে গেলে সুদ সহ টাকা ফেরত পাবেন প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি। গত সোমবার নয়া নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। ডিভিশন বেঞ্চে আপিল মামলা করেন মানিক ভট্টাচার্য। তাতে বলা হয়, ২ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ আপাতত মুলতবি রাখুক সিঙ্গেল বেঞ্চ। আবেদন ফিরিয়ে জরিমানা নির্দেশ বহাল রাখেন বিচারপতি।

শুরু হল শহীদ বসন্ত বিশ্বাসের স্মৃতির মেলা

নদিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ গত সোমবার শহীদ বসন্ত বিশ্বাসের ১২৯ তম জন্মদিন উপলক্ষে ২১ তম বসন্ত মেলা শুরু হয়। ওই মেলায় বসন্ত বিশ্বাসের জন্মভূমি পোড়াগাছা গ্রাম ছাড়াও আশপাশের এলাকার অনেকে আসেন। প্রভাতী অনুষ্ঠানে প্রচুর মানুষের সমাগম হয।জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শহীদ বসন্ত বিশ্বাসের জন্মদিন উপলক্ষে আযোজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বসন্ত মেলার সভাপতি বাসুদেব বিশ্বাস। শুরু হয় বিপ্লবীর নামাঙ্কিত বসন্ত মেলা। মেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ পুলকেশ শীল জানান, শহীদের আবক্ষ মূর্তিতে মালা দেন মেলা কমিটির সকল সদস্য, লোকাল স্কুলের শিক্ষক শিক্ষকা ছাত্রছাত্রীরা এবং গ্রামবাসী বৃন্দ। শুরু হয় গনদৌড়, বাইকযাত্রা।মেলার সম্পাদক বিশ্বনাথ ভৌমিকের নেতৃত্বে বসন্ত মেলার উদ্বোধনে আমন্ত্রিত ছিলেন শহীদ এর বংশধর ও রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। মেলা চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রতি সন্ধ্যায় দেশাত্ববোধক সংগীত, নৃত্য পরিবেশন করবেন শিল্পীরা।বসন্ত মেলা কমিটির এবং গ্রামের মানুষের অনেকের অনুযোগ, বসন্ত বিশ্বাস আজও সরকারের কাছে অনেকটাই উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছে। স্থানীয়রা চান, বসন্ত বিশ্বাসের ভগ্নপ্রায় বাড়িটির সংস্কার করা হোক।প্রসঙ্গত, বসন্ত বিশ্বাসের জন্ম নদিয়া জেলার পোড়াগাছায়। তাঁর বাবার নাম মতিলাল বিশ্বাস। নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দানকারী প্রধান নেতা দিগম্বর বিশ্বাস তার পূর্বপুরুষ, মেজদাদু। স্ত্রীলোকের পোশাকে লীলাবতী নাম নিয়ে কিশোর বসন্ত দিল্লির রাজপথে ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জকে শোভাযাত্রার মধ্যে বোমা

আদানি ইস্যুতে সংসদ উত্তালই, হইহট্টগোলে দফায় দফায় মুলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন

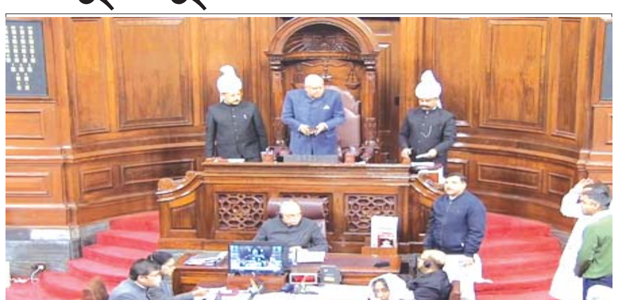

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃশান্তি ফিরছেই না সংসদে, আদানি ইস্যুতে বিরোধীদের হইহট্টগোলের কারণে মঙ্গলবারও উত্তাল হল সংসদের উভয়কক্ষ। কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলের স্লোগান ও হইহট্টগোলের কারণে প্রথমে দুপুর বারোটা অবধি মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। পরে অধিবেশন শুরু হলেও, একই পরিস্থিতি বজায় থাকে। আর তাই দুপুর দু'টো অবধি মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশন ও লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায় দুপুর ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত।আদানি ইস্যুতে আলোচনার দাবিতে অন। বিরোধীরা, এ বিষয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি অথবা সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন বিরোধীরা। মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর আদানি ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানান বিরোধীরা। ক্রমেই হইহট্টগোল বাড়তে থাকে, তাই বারোটা অবধি লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। একই চিত্র ছিল রাজ্য সভাতেও। বিরোধীদের হই হট্টগোলের কারণে এদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার দফায় দফায় মুলতুবি হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। রাজ্যসভায় এদিন ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী সাংসদরা। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্যসভায় এসে আদানি ইস্যুতে জবাব দিতে বলেন বিরোধী সাংসদরা।

এবার কর্মীছাঁটাই বোয়িং-য়ে, চাকরি যাচ্ছে এইচআর ম্যানেজার সহ প্রায় ২০০০ কর্মীর

ওয়াশিংটন, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃএবার কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটতে চলেছে আমেরিকান মাল্টিনাশানাল বিমান কোম্পানি বোয়িং। লোকসান কমাতে এইচআর ম্যানেজার সহ প্রায় দুই হাজারের মত কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সংস্থা।সংস্থার তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, সার্বিক ও সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত। এখনও পর্যন্ত দুই হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করার কথা ভাবা হয়েছে। কোন কোন দফতরের কর্মী কমিয়ে দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিকল্পনা করা হয়নি। পরিকল্পনায় রয়েছে সংস্থার অর্থ দফতর এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন দফতরের কর্মী সংখ্যা হ্রাস করার। যদিও এখনও কাউকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেওয়া হয়নি। ছাঁটাইয়ের নোটিশ জারি হলেই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দেওয়া হবে।তবে সংস্থা সূত্রে পাওয়া খবর উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা এপি জানিয়েছে, বোয়িং-য়ের মানব সম্পদ দফতরের শীর্ষকর্তা এবং তাঁর দফতরের কর্মীদের একটি বিশাল অংশ কাজ হারাতে চলেছেন। আগামীদিনে তারা মূলত আউট সোর্সিংয়ের ওপর জোর দেবেন। যে সব পদ খালি হবে, সেই সব পদের জন্য তারা আউট সোর্সিং করবে। এই বিষয়ে তারা বেঙ্গালুরুস্থিত টাটা কনসাল্টিং সার্ভিসেসের সঙ্গে আগামীদিনে কথা বলবে। এক প্রস্থ তাদের সঙ্গে বোয়িংয়ের কথা হয়েছে। আর্থিক মন্দার কথা মাথায় রেখে বহু সংস্থাই কর্মী ছাঁটাই করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও সংস্থার এইচ আর ম্যানেজার চাকরি হারানোর খবর পাওয়া যায়নি।প্রসঙ্গত, দি বোয়িং কোম্পানী একটি আমেরিকান মাল্টিনাশানাল কর্পোরেশান, যারা বিমান, রোটোরক্রাফ্‌ট, রকেট, ও স্যাটেলাইট পরিকল্পনা, তৈরি এবং বিক্রয় করে। এই কোম্পানী ভাড়া এবং পণ্য সমর্থন সেবা প্রদান করে। বোয়িং সর্ববৃহ আন্তর্জাতিক বিমানের নির্মাতাদের মধ্যে অন্যতম।

সিপিএমের ডুবন্ত জাহাজে পা দিয়ে কংগ্রেস বড় ভুল করেছে, রোড শো-য় অংশ নিয়ে বললেন অমিত শাহ

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রোড শো দিয়ে গত সোমবার নির্বাচনী প্রচার শেষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগরতলা শহরে আশ্রম চৌমুহনি থেকে শুরু করে মঠ চৌমুহনি এসে তাঁর রোড শো সমাপ্ত হয়েছে। ওই পথে প্রচুর লোক সমাগমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দৃঢ়তার সাথে বলেন, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার ত্রিপুরায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কারণ সিপিএমের ডুবন্ত জাহাজে পা দিয়ে কংগ্রেস অনেক ব। ভুল করেছে। তাতে আখেরে বিজেপিই লাভবান হবে।এদিন তাঁর সাথে রোড শো-য় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা এবং প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। অমিত বলেন, ত্রিপুরার উন্নয়নে বিজেপি দারুণ কাজ করেছে। বিশেষ করে জনজাতি কল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তাঁর দাবি, পৃথক রাজ্যের দাবি এখন অযৌক্তিক। কারণ, গত পাঁচ বছরে বিজেপি জোট সরকার জনজাতিদের কল্যাণে বহু পদক্ষেপ নিয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, বামেদের ২৫ বছরের শাসনে জনজাতিদের উন্নয়ন হয়নি। তাই, পাঁচ বছর পূর্বে পৃথক রাজ্যের যৌক্তিকতা ছিল।অমিত শাহ বলেন, কংগ্রেস সিপিএমের ডুবন্ত জাহাজে পা দিয়ে বিরাট ব। ভুল করেছে। নির্বাচনে বামেদের সাথে কংগ্রেসও ডুববে। তাতে আখেরে বিজেপিই উপকৃত হবে। তিনি দৃঢ় তার সাথে বলেন, ত্রিপুরায় ডাবল ইঞ্জিনের সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবেই।

ডিএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি এসইউসিআই (সি)-এর

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মহার্ঘভাতার দাবিতে লাগাতার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত সোমবার এসইউসিআই (সি) দলের রাজ্য সম্পাদক মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়েছেন।দলের সম্পাদক চন্ডীদাস ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মহার্ঘ ভাতা ও স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে শহীদ মিনার ময়দানের লাগাতার ধর্ণা ও আমাদের দাবী' শীর্ষক চিঠিতে লিখেছেন, আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, গত ১১ দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্তরের সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ডাক্তার, নার্স সহ ৩৪টি সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারের প্রাঙ্গনে, বকেয়া সহ কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা এবং সর্ব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সরকারি দফতর সমূহে শূন্য পদে স্বচ্ছ ও স্থায়ী নিযোগের দাবিতে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।ইতিমধ্যে রাজ্যব্যাপী গত ২৭ জানুয়ারি গণছুটি ও ১ফেব্রুয়ারি কর্মবিরতি সফল হয়েছে। শুধু তাই নয়, আগামী কর্মসূচীও ঘোষিত হয়েছে। অথচ দু ঃখের হলেও সত্য, এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকার এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।এই প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সিপিএম

তেলেঙ্গানা সরকার ২.৯০ লক্ষ কোটি টাকার করমুক্ত বাজেট পেশ

হায়দরাবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার তেলেঙ্গানা সরকার ২.৯০ লক্ষ কোটি টাকার করমুক্ত বাজেট পেশ করলেন তেলেঙ্গানার অর্থমন্ত্রী টি. হরিশ রাও। সোমবার ২০২৩-২৪-র জন্য বাজেট পেশ হয়। আজ,বুধবার ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বাজেট নিয়ে আলোচনা শুরু হবে। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তেলেঙ্গানায.ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) সরকারের এটিই শেষ বাজেট।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে.কে. চন্দ্রশেখর রাওয়ের সভাপতিত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য রাজ্য বাজেট অনুমোদিত হয়েছিল। গত সোমবার শেষ বাজেট পেশ করে, অর্থমন্ত্রী টি. হরিশ রাও বলেন, ২০২৩-২৪-এর বাজেটে প্রস্তাবিত মোট ব্যয় হল ২,৯০,৩৯৬ কোটি টাকা, রাজস্ব ব্যয় ২,১১,৬৮৫ কোটি টাকা এবং মূলধন ব্যয় ৩৭,৫২৫ কোটি টাকা। যা আগের বাজেটের চেয়ে প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকা বেশি।তেলেঙ্গানার অর্থমন্ত্রী হরিশ রাও বলেন, দলিতবন্ধু প্রকল্পের জন্য ১৭,৭০০ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজ্য সরকার কৃষি বিভাগের জন্য প্রায় ২৬,৮৩১ কোটি টাকা, পশুপালন ও মস্য বিভাগের জন্য ২,০৭১ কোটি টাকা ব্যয় করবে। রাজ্য সরকার বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। রাস্তা ও ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মোট ২,৫০০ কোটি টাকা এবং পঞ্চায়েত রাজ রাস্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর সেতু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া যুবককে উদ্ধার করল পুলিশ

কলকাতা, ৭ ফব্রুয়ারি ঃ গত সোমবার বিদ্যাসাগর সেতু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া এক যুবককে উদ্ধার করল পুলিশ।কলকাতা পুলিশ এখবর জানিয়ে ফেসবুক পেজে লিখেছে, সকাল আন্দাজ ১১.২৫। ডিআরও সাউথ ডিভিশন থেকে লালবাজার কন্ট্রোল রুমে খবর আসে, দ্বিতীয় হুগলি সেতু অর্থা বিদ্যাসাগর সেতুর ওপর দ্বিতীয় পাইলন-এর কাছে পথচারীদের জন্য বসানো ব্যারিয়ারের বাইরের দিক থেকে ঝুলছে এক ব্যক্তি, দেখে মনে হচ্ছে বয়স আন্দাজ ২৫, উদ্দেশ্য স্পষ্টতই নদীতে ঝাঁপ দেওয়া।খবর পেয়েই কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ, হেস্টিংস থানা, এবং বিপর্যয় মোকাবিলা শাখা (ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ বা ডিএমজি)-র কাছে তা চালান করে দেওয়া হয় কন্ট্রোল রুম থেকে, ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রিভার ট্র্যাফিক পুলিশ ও পিসিআর-২১ কর্মীরাও।পুলিশ, ট্র্যাফিক পুলিশ, ডিএমজি, সমস্ত শাখার কর্মীরাই ওই ব্যক্তিকে নিরস্ত করে নামিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকেন।

ভূমিকম্পের পর সিরিয়ার কারাগার থেকে পালাল ২০ বন্দী

ইস্তানবুল, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃসিরিয়ার তুরস্ক সীমান্তবর্তী অঞ্চলের স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের একটি কারাগারে বন্দীরা বিদ্রোহ করেছে। সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেছেন ২০ জন।কারাগারটিতে ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড দ্য লেভান্ট (আইএস আইএল) বা আইএসআইএস যোদ্ধারা বন্দী ছিল।তুর্কি সীমান্তের কাছে রাজো শহরের ওই কারাগারে অন্তত ২ হাজার বন্দী রয়েছে। তাদের মধ্যে আইএসআইএস'র এক হাজার ৩০০ যোদ্ধা রয়েছেন বলে সন্দেহ করা হয়। সেখানে কুর্দি নেতৃত্বাধীন বাহিনীর যোদ্ধাও রয়েছে। তাদের মধ্যেই ২০ জন কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বেশ কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সূত্র বন্দীদের পালানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।রাজো কারাগারের কর্মকর্তা বলেছেন, ভূমিকম্প আঘাত হানার পর শহরে এর প্রভাব পড়ে। কারাগারের ভেতর বন্দীরা বিদ্রোহ শুরু করে। তারা কারা অভ্যন্তরের কিছু অংশ নিযন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এর মধ্যেই সুযোগ বুঝে ২০ জন পালিয়ে গেছেন। তারা আইএসআইএল জঙ্গি বলে ধারণা করা হচ্ছে।সোমবার ভোর সোয়া চারটার দিকে প্রবল ভূমিকম্প আঘাত হাতে তুরস্ক ও সিরিয়ায়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭.৮। এরপর আরও বেশ কয়েকটি আফটার শক অনুভূত হয়। এ ঘটনায় সিরিয়ায় এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১,৪৫১ জনের ও আহত হয়েছেন ৩,৫৩১ জন।-

বিশ্বে উর্ধ্বমুখী করোনার দৈনিক সংক্রমণ-মৃত্যু, ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ১ লক্ষ ৭ হাজার ৩৮৫ জন

ওয়াশিংটন, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ উর্ধ্বমুখী বিশ্বজুড়ে গত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রণ ও মৃত্যু। দৈনিক সংক্রমণ যেমন ফের লাখের গণ্ডি ছাড়িয়েছে তেমনই দৈনিক মৃত্যু প্রায় ৯০০ ছুঁইছুঁই। তবে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে দৈনিক সুস্থতার হার। দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে জাপানকে পিছনে ফেলে দিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে জার্মানি।মঙ্গলবার সকাল দশটার সময়ে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ' -এর তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘন্টায় বিশ্বজুড়ে মারণ ভাইরাসে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন এক লক্ষ ৭ হাজার ৩৮৫ জন। মহামারির প্রকোপ শুরু হওয়ার পরে এ নিয়ে মারণ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত হলেন ৬৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮১২ জন। মারণ ভাইরাসের ছোবলে আরও ৮৯৫ জন প্রাণ হারানোয় বিশ্বে করোনার বলি হয়েছেন ৬৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪১৫ জন। প্রাণঘাতী ভাইরাসকে হারিয়ে নতুন করে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৩৭০ জন। অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি সাত লক্ষ ৪৫ হাজার নয় জনে।দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে গত ২৪ ঘন্টায় জাপানকে পিছনে ফেলে শীর্ষে উঠে এসেছে জার্মানি। ইউরোপের দেশটিতে একদিনে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৯ হাজার ৬৪৬ জন আর প্রাণ হারিয়েছেন ১৬৪ জন। জাপানে মারণ ভাইরাসের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছেন আরও ১২৪ জন। নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৫ হাজার ৬১২ জন। তাইওয়ানে আরও ১৬ হাজার ৬৪০ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। প্রাণ হারিয়েছেন ৬৩ জন। ব্রাজিলে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৯ হাজার ৮২৮ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ৭৮ জনের। অন্যদিকে ভারতের নয়াদিল্লিতে ,ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯ জন, বিগত কয়েকদিন ধরে করোনা-আক্রান্ত কোনও রোগীর মৃত্যু হয়নি।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১ হাজার ৭৭১-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫১,০২৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৪৬,৮৩,৫৪৩।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৫৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৫৯,৩০,৭৫৮। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,২৯,৫০৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বিজেপি সরকারের পেশ করা প্রতিটি বাজেট মূলত দরিদ্রদের স্বার্থেঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ বিজেপি সরকারের পেশ করা প্রতিটি বাজেট মূলত দরিদ্রদের স্বার্থে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে বিজেপির সংসদীয় পার্টির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই বাজেটকে কেউ নির্বাচনী বাজেট বলছেন না। যদিও, পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের আগে এই বাজেট ছিল শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সার্বিক উন্নযন এবং সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর স্বার্থই বাজেটের প্রস্তাবনাগুলিকে চালিত করেছে।মঙ্গলবার সকালে বৈঠকে বসে বিজেপির সংসদীয় পার্টি। এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভিবাদন জানান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। বৈঠকে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা পরে জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। তিনি বলেছেন, যখনই আমরা বাজেট পেশ করি, বাজেটের বিরোধিতা করার জন্য সর্বদা কিছু মানুষ থাকেন, তবে এবার যারা বিজেপির আদর্শের বিরোধী তাঁরাও বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বৈঠকে একথা উল্লেখ করেছেন। প্রহ্লাদ যোশী আরও বলেছেন, কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের সঙ্গে কথা বলার জন্য সাংসদদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারের ভালো উদ্দেশ্য জনগণকে জানানো উচিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় নীতির প্রতিবাদ, ১১ দফা দাবিতে দেশজুড়ে ৭২ ঘণ্টা রেশন ধর্মঘট শুরু

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার থেকে দেশ জুড়ে ৭২ ঘন্টার রেশন ধর্মঘট। অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার ফেডারেশন এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। মোট ১১ দফা দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ধর্মঘট চলছে।এর মধ্যে মূল তিন দাবি১) প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যান অন্ন যোজনায় ৫ কিলো চাল গম জানুয়ারী থেকে বন্ধ।২) দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে রেশনের মাধ্যমে ডাল, তেল, চিনি সরবরাহের দাবি।৩) রেশন ডিলারদের ন্যুনতম মাসিক ৫০ হাজার টাকা আয়ের গ্যারান্টি দিতে হবে।রাজ্যের মোট ২০,২৮১ জন রেশন ডিলারের মধ্যে ফেডারেশনের অধীনে থাকা ১৭,১২১ জন ডিলার মঙ্গলবার দোকান খোলেন নি। অর্থা রাজ্যের প্রায় আট কোটি উপভোক্তা ৭২ ঘন্টা রেশন তুলতে পারবেন না।রাজ্যের পাশাপাশি দেশের মোট ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার রেশন ডিলারও এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী পীযুষ গোয়েলের কাছ থেকে দাবি নিয়ে ইতিবাচক সাড়া না মিললে আগামি ২২ মার্চ সংসদ ভবন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে।

বিজেপি-কে সতর্কতা তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি সাবধানে প্রার্থী নির্বাচন করার ব্যাপারে বিজেপি-কে ফের সতর্ক করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়।টুইটারে তিনি লিখেছেন, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে প্রবল বিজেপি হাওয়া সত্ত্বেও বিজেপি হারল। তার কারণ বিজেপির স্থানীয় সর্বাধিনায়ক অভিনেত্রীদের নিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল, আর তার প্রধান ধামাধরা মেরে দেব, পুঁতে দেব, মৃতদেহের লাইন লাগিয়ে দেব বলে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছিল। তারপর যেখানে বলা হচ্ছিল, উনিশে হাফ একুশে সাফ, সেখানে মাত্র ৭৭টা (এখন ৬৯টা) আসন পাওয়া গেল তখন পুঁতে দেবার মাস্টার বলে বেড়াতে লাগল, তিনের থেকে সাতাত্তর করেছি, নাকের বদল নরুন পেলাম, টাক ডুমাডুম ডুম!অপর টুইটারে লিখেছেন, এবার পঞ্চাযেত্ নির্বাচন বিজেপির অগ্নিপরীক্ষা। সাবধানে প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে, বিজেপির নীতিতে যাঁরা আন্তরিক আস্থা রাখেন তাঁদেরই অগ্রাধিকার দিতে হবে। সুমন কাঞ্জিলালের দলত্যাগ থেকে দল যেন শিক্ষা নেয়। নীতি-আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে অর্ধশিক্ষিত নির্বোধ অথবা তৃণমূল-সিপিএম থেকে আসা ধান্দাবাজ লোকেদের উপর পার্টি চালাবার দাযিত্ব দিলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পার্টি মুছে যাবে।প্রতিক্রিয়ায় নেটনাগরিকদের অনেকে মন্তব্য করেছেন। দেবদুলাল ব্যানার্জী লিখেছেন, আপনি সম্মানিত ও শিক্ষিত। তবু বলি যতটুকু হয়েছিল দিলীপ ঘোষ এর জন্য আর আজকের অবস্থার জন্য দায়ী দুই অমিত ও নাকি সুরে দিদি ও দিদি গান। এখন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সেই ইন্দিরা ও জোতির গোপন প্রেম এর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বাঙালির দরকার নিজস্ব দল, বড়োবাজারের দল নয়।স্বপন চক্রবর্তী লিখেছেন, আপনার বক্তব্যর প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন রেখেই বলছি যে, নিজেদের অর্থাৎ দলের হিন্দুত্ব এজেন্ডা পশ্চিমবাংলায় বিস্তার লাভ করাতে হলে প্রথমে রাজ্যের ক্ষমতায.অধিষ্ঠিত হতে হবে। বাংলায় ক্ষমতা দখল করতে হলে সাময়িক কিছু কিছু বিষয়ে সমঝোতা করতে হবে। একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে সব বিষয়েই।বিবেক রায়চৌধুরী লিখেছেন, বিয়ে দেওয়ার আগে পাত্রপাত্রীর বাবা মা বা পরিবারকে যেমন দেখতে হয় তেমনি ভোটে দাড় করানোর আগেও তাদের বাবা মা ও পরিবারকে দেখা হোক। কারন চোর ছ্যাচরদের ছেলেমেয়েরা তাদের জাত একবার চেনাবেই.....বুঝে নিন।অনন্ত সেন লিখেছেন, মাননীয় তথাগত রায় মহাশয়, আপনি যা বলেছেন সেটা হচ্ছে দলের ক্ষমতা লাভের আগের পর্ব। এখন দল ক্ষমতায় আছে,আর ক্ষমতায় থাকলেই কিছু না কিছু বিরোধীতা থাকবেই। যত শক্তিশালী দলে ই হোক না কেন তাকে টিকে থাকতে হলে সমঝোতার রাস্তায় হাঁটতে হবে। এখন দল ক্ষমতার চিটে গুড়ে আটকে আছে। সোমনাথ গুপ্ত লিখেছেন, যেখানে আপনাদের বিরোধী দলনেতা তৃণমূল থেকে লিজে নেওয়া, সেখানে এসব কথা বলা কি যুক্তিযুক্ত?

মা সারদা সেবাশ্রম সংস্থার উদ্যোগে গত রবিবার (৫ইফেব্রুয়ারি) হাওড়ার ৪১ নং ওয়ার্ডের মধ্যে ২৭ নং দক্ষিণ বাকসাড়ায় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য সচেতন শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐদিন স্বাস্থ্য সচেতন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, এই সংস্থার সম্পাদক শ্রী সুমন মুখার্জি মহাশয়। থানামাকুয়া মডেল হাই স্কুলের প্রাক্তন হেড স্যার প্রবাল নস্কর। এই সংস্থার সদস্য শ্যামল খাটুয়া(তাপস) এবং কলকাতা হাইকোর্টের 'ল ইয়ার' মৃদুল ঘোষ মহাশয়। এছাড়া আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। নিজস্ব চিত্র।

ঝাড়খন্ডঃপশ্চিম সিংভূমে ফের আইইডি বিস্ফোরণ, আহত একজন সিআরপিএফ জওয়ান

চাইবাসা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃঝাড়খন্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলায় আইইডি ফেটে ফের বিস্ফোরণ। এবার বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন সিআরপিএফ-এর ৬০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের একজন জওয়ান। মঙ্গলবার তল্লাশি অভিযানের সময় এই আইইডি বিস্ফোরণ হয়। আহত জওয়ানকে উদ্ধার করে রাঁচির হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।পশ্চিম সিংভূমের গোইলকরা থানা এলাকার হাথিবুরু জঙ্গলে অভিযানের সময় মঙ্গলবার আইইডি বিস্ফোরণ হয়। ওই বিস্ফোরণে সিআরপিএফ-এর একজন জওয়ান আহত হয়েছেন। ওই জওয়ানকে রাঁচির হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আকাশপথে ওই জওয়ানকে রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৮ ফেব্রুয়ারি ঃরবিবার, ২৪মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৮ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৪ মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৬.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৩শতকরা এবং ২৬শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৪মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ২৯মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করা প্রত্যাখ্যান করুন। অসুস্থতা প্রতিহত করার এটি একটি ক্ষমতাশালী প্রতিরোধ।।
বৃষ রাশিঃ আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মিথুন রাশিঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। সরকারি চাকরি সুযোগ।
কর্কট রাশিঃচাপ উপেক্ষা করা প্রয়োজন। এটি খুব দ্রুতগতিতে তামাক এবং মদের মত মারাত্মক মহামারীতে পরিণত হচ্ছে। শুভ
সিংহ রাশিঃপরিশ্রমের বিকল্প নেই। সন্তান হতে পারে আজকে।
কন্যা রাশিঃহতাশাপূর্ণ মনোভাব উপেক্ষা করা উচিত কারণ এটি শুধু যে আপনার সম্ভাবনা হ্রাস করবে তাই নয়, তার পাশাপাশি শারীরিক সমন্বয়কেও নষ্ট করবে।
তুলা রাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। বিবাহের যোগ হবেই
বৃশ্চিক রাশিঃআর্থিক সংকট হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
ধনু রাশিঃ ঘরে কাজ করার সময় বিশেষ যত্ন নিন। ঘরের কাজের জিনিসগুলির যে কোন অসাবধান ব্যবহার আপনাকে কিছু সমস্যায় ফেলতে পারে। অর্থ সঞ্চয় হবে।
মকর রাশিঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। জীবনে উন্নতি হবে
কুম্ভ রাশিঃকথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে।
মীন রাশিঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে ট্যাগ করে যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপির তরফ থেকে অপপ্রচার চলছে তার তীব্র নিন্দা তৃণমূল নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে ট্যাগ করে যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপির তরফ থেকে অপপ্রচার চলছে তার তীব্র নিন্দা করলো তৃণমূল কংগ্রেসের নমঃ শূদ্র ও উদ্বাস্তু সেল। তাদের অভিযোগ, ভোট এলেই প্রতিবার বিজেপি কুৎসা করতে মাঠে নেমে পড়ে। ত্রিপুরা ভোটের আগেও ঠিক এইভাবেই বিজেপি কুৎসা করতে নেমে পড়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের তরফ থেকে এই অভিযোগ করা হয়। পাশাপাশি তাদের বক্তব্য, গত ৩১ তারিখ মালদার সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ভুলবশতঃ করা মন্তব্যকে ট্যাগ করে যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপির তরফ থেকে অপপ্রচার করা হচ্ছে তার তীব্র নিন্দা করছি। বিজেপি সব সময় ভোটের আগে কুসা অপপ্রচার করতে মাঠে নেমে পড়ে। মতুয়া সমাজের উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী যা করেছেন এমন উন্নয়নের আগে কেউ করেনি। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সদরের সভাপতি কল্যাণ ঘোষ জানান, আগামী দিনে ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট তৈরি হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে হাওড়ায় প্রতিটি কেন্দ্রে ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট তৈরি হবে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা রাজ্য সরকার দেবে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেস নমঃ শুদ্র, উদ্বাস্তু সেলের সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সেন বলেন, সামনে ত্রিপুরা ভোট। তার আগে বিজেপি কুৎসা করতে মাঠে নেমে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মালদার সভায় মতুয়া সমাজের ধর্মগুরুর সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ভুলবশতঃ কিছু বলে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেটাকে নিয়ে ট্যুইট করে বলা হল মতুয়া সমাজের আবেগ নিয়ে উনি খেলছেন। এটাকে নিয়ে যদি বিজেপি রাজনীতি করে তাহলে তৃণমূল এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেবে না। বিজেপিকে বুঝতে হবে মতুয়া, নমঃশুদ্রদের নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না। মতুয়া, নমঃশুদ্র, উদ্বাস্তুদের জন্য অনেক কিছু মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। কন্যাশ্রী, কলেজ, কৃষ্ণনগরে মতুয়াদের বিশ্ববিদ্যালয় সহ একাধিক উন্নয়ন হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এমনকি বড়মার চিকিৎসার খরচ করেছে এই রাজ্য সরকার। মতুয়া সমাজের যাবতীয় উন্নয়ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য ঘটেছে। সিএএ, এনআরসির ভয় দেখিয়ে নাগরিকত্বের তকমায় আর সেই লুঠ করতে পারবে না। শান্তনু ঠাকুর আর একবিন্দু জমি ফিরে পাবে না।

ল' ক্লার্কদের ধর্ণা, অবস্থান বিক্ষোভ বারুইপুর মহকুমা আদালতে

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বারুইপুর মহকুমা আদালতে ল-ক্লার্কদের ধর্ণা, অবস্থান ও কর্মবিরতি পালন। মঙ্গলবার সকাল থেকে এই কর্মবিরতির ফলে সমস্যায় আদালতে আসা সাধারণ মানুষ। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য গত ৩১ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ ল-ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েসনের বারুইপুর কোর্ট শাখার একটি বৈঠক চলছিল তাদের জন্য বরাদ্দ ঘরে। যা তারা নিজেরাই তৈরি করেছেন বলে তাদের দাবী। মিটিং চলাকালীন আচমকা সেই ঘরে এসে বারুইপুর দেওয়ানী আদালত শাখার সভাপতি মোশারফ হোসেন খান ও সম্পাদক সোহাগ খামারু মারধর করে ও ১০ হাজার টাকা কেড়ে নেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদেই মঙ্গলবার সকাল থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাদের দাবী ক্ষমা চাইতে হবে। এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত দেওয়ানী আদালত শাখার পক্ষ থেকে সভাপতি বা সম্পাদক কেউই প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি।

আতমা সংগঠনের পক্ষ থেকে সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীদের ফল মিষ্টি বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার আতমা স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা শাখার প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে অসুস্থ মানুষের দ্রুত আরোগ্য কামনায় সংগঠনের উদ্যোগে ফলমূল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। অন্যান্যদের মধ্যে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার বিভিন্ন কৃষি আধিকারিকগণ, আতমা প্রকল্পের সাথে যুক্ত সকল কর্মীগণ। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না সংগঠনের এরূপ পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানান, তিনি রোগীদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে তাদের হাতে ফল মিষ্টি তুলে দেন।

নিখুঁত ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট আছে, হাইকোর্টে জানাল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রের দেওয়া রাজ্যের বরাদ্দ টাকা খরচের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট আছে রাজ্যের। এই সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মঙ্গলবার এই দাবি করলাম। এই অর্থ নয়ছয় করার অভিযোগ করে আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলা ওঠে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভারদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানেই রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ক্যাগ রিপোর্টের ওপরে ভিত্তি করে রাজ্যের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেই ক্যাগ রিপোর্ট এখন বিবেচনার জন্য বিধানসভায় আছে। আর সেই রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে গত বছরের ১৭ মার্চ। প্রকল্পের জন্য সমস্ত টাকা খরচের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট আছে। তাঁর দাবি, প্রয়োজনে যথা সময়ে সেই সব সার্টিফিকেট পেশ করা হবে। আগামী ১৩ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি। আদালতের নির্দেশ, তার আগে রাজ্যকে নিজের বক্তব্যের হলফনামা জমা দিতে হবে। এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, যেহেতু ক্যাগ রিপোর্ট বিধানসভায় জমা আছে বিবেচনার জন্য, তাই এই নিয়ে আজ মামলা শুনলে তার বিচার সঠিক হবে না। এখন অপেক্ষা রাজ্যের হলফনামা জমা দেওয়ার দিনের।

আদিবাসী ভোট টানতে বাড়তি উদ্যোগী তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আদিবাসীদের সারি এবং সারনা ধর্মকে মান্যতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তার আগে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি প্রস্তাব এনে এই দুই ধর্মকে মান্যতা দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করবে সরকার পক্ষ। গত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী ভোট ব্যাঙ্কের সিংহভাগ দখলে চলে গিয়েছিল বিজেপির। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে বেশ কিছুটা ফেরাতে সাফল্য পেয়েছিল তৃণমূল। গত বছর দেশের রাষ্ট্রপতি পদে আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত দ্রৌপদী মুর্মুকে বসিয়েছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার। তার পর থেকে গেরুয়া শিবির ধরে নিয়েছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসী ভোট আগামী লোকসভা নির্বাচনে তাদের ঝুলিতে আসতে চলেছে। সেই বিষয়টির দিকে তাকিয়ে রাজ্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের সারি এবং সারনা ধর্মকে মান্যতা দিতে চলেছে বলেই মত রাজনৈতিক বৃত্তে থাকা ব্যক্তিদের একাংশের। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কার্য বিবরণী কমিটির বৈঠক শেষে এই প্রস্তাবনার কথা জানিয়ে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বলেন, আদিবাসীদের দীর্ঘ দিনের দাবি মেনে সারি এবং সারনা ধর্মকে মান্যতা দেবে রাজ্য সরকার। আদিবাসীরা প্রকৃতার্থে এই ধর্মাবলম্বী। কিন্তু তাঁদের হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়েছে। আদিবাসীদের দাবি মেনে স্বীকৃতি দিতে চায় রাজ্য সরকার। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাবের সঙ্গে এই প্রস্তাবটিও আনবে শাসক পক্ষ। বিধায়ক সংখ্যার জোরে এই প্রস্তাবটি পাশ করানো হবে। ওই দিন বিধানসভা অধিবেশনে যোগ দিতে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রয়াত প্রাক্তন সিপিআইএম বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ৮৫ বছর বয়সে মারা গেলেন প্রাক্তন সিপিআইএমের তিনবারের বিধায়ক কালি বিশ্বাস। তিনি হরিপাল বিধানসভার তিনবারের বিধায়ক ছিলেন। মঙ্গলবার দুপুর বারোটার সময় পরলোক গমন করেন, হরা পশ্চিম ব্রাহ্মণ পাড়ার নিজের বাসভবনে। কালিবাবু মাস দুয়েক থেকে বিছানার শয্যাশায়ী ছিলেন। কালিবাবুর মৃতদেহে মাল্য দান করেন সিপিআইএম নেতা দুলাল ভৌমিক, কালিবাবুর বাড়িতে আসেন হরিপালের বিধাযক করবী মান্না সিঙ্গুরের বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, কালিবাবুর মৃতদেহে মাল্যদান করে তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। এছাড়াও সিপি আই এম নেতৃবৃন্দ।

জয়নগর সহ আশেপাশের এলাকায় গৃহস্থের বাড়িতে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘ দিন ধরে জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন এলাকায় গৃহস্থের বাড়িতে চুরির অভিযোগ আসছিল জয়নগর থানার পুলিশের কাছে। পুলিশ অভিযানে নেমে মাঝে মধ্যেই ধরছিল একাধিক চোরকে। আর এবার জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে জয়নগর থানার এস আই দিগন্ত মন্ডল ও এস আই সায়ন ভট্টাচার্য্য সহ পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় দক্ষিন বারাসত থেকে ধরা পড়ে গেল একটি চোর। সোমবার দক্ষিন বারাসত ভট্টাচার্য্য পাড়ার চন্দন মন্ডলের বাড়িতে কেউ না থাকায় চুরি করতে এসে এলাকার মানুষের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে একটি চোর। তবে তার সাথে থাকা আর একটি চোর ততক্ষনে চম্পট দেয়। আর ধরা পড়া চোরটিকে ততক্ষণে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকার মানুষ। আর জয়নগর থানার পুলিশ ধৃত কে জিজ্ঞেসাবাদ করে কয়েকদিন আগে বহড়ু থেকে এক গৃহস্থের বাড়িতে চুরির কিনারা করে ফেলে। ধৃতের নাম সেখ রাকেশ অরফে বেজি। ধৃতের বাড়ি ঢোলা থানার মিলন মোড় এলাকায়। ধৃতকে সঙ্গে নিয়ে ধৃতের বাড়ি থেকে বহড়ু থেকে চুরি যাওয়া দুটি সোনার হার ও নগদ ৫ হাজার

টাকা উদ্ধার করে জয়নগর থানার পুলিশ। গত বছর জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের তিলি পাড়া এলাকায় অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক অময় প্রামানিকের অনুপস্থিতে তাঁর বাড়িতে চুরির ঘটনায় এই চোরটি গ্রেফতার হয়েছিল। তার পরে জেল হেফাজত কাটিয়ে আবার চুরির পথে নেমে পড়ে ধৃত সেখ রাকেশ অরফে বেজি। মঙ্গলবার ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে নেয় জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে রেখে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

অর্থলগ্নি সংস্থার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির নিলাম ঘোষণা, আশায় ক্ষতিগ্রস্তরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ৬টি অর্থলগ্নি সংস্থার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির নিলাম আহ্বান করে নোটিশ জারি হল। অল বেঙ্গল চিট ফাণ্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হরেছে। সংগঠনের মতে, আনুমানিক ১৩০৩২ কোটি টাকার নিলাম হতে পারে। বিচারপতি শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদার এক সদস্যের কমিটির তরফে এই নিলামের নির্দেশ দেওয়া হয়। আগামী ৩ মার্চ বেলা ১১ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত (১) ভিবজিওর গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, (২)এম পি এস গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, (৩) প্রয়াগ গ্রুপ কোম্পানিজ, (৪) মাল্টিপারপাস বায়স গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, (৫) ওয়ারিস গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, (৬) টাওয়ার গ্রুপ অফ কোম্পানিজ- এই ৬ সংস্থার জমি, ফ্ল্যাট, এ্যাপার্টমেন্ট এবং কমিটির অধিগ্রহণ করা সম্পদ বিক্রি করবেন। ঘোষণায় বলা হয়েছে, অধিগ্রহন করা সম্পত্তি যারা কিনতে এবং দেখতে চান, তাঁরা ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঘোষণায় উল্লেখিত সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হতে হবে। এই নিলাম নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলা কয়েকদিন আগে চিটফান্ড বেঞ্চে উঠেছিল। আমানতকারীদের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে বেঞ্চের কাছে লিখিত আবেদনে জানানো হয় কমিটির অতীতে নিলাম করা বিভিন্ন সম্পত্তি কোন অদৃশ্য যোগসাজশে অর্ধেক বা তারও কম দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বেঞ্চ এই বিষয়ে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সর্বোচ্চ দাম দেওয়া ব্যাক্তিকেই জমি ও বিভিন্ন সম্পত্তি বিক্রি করতে হবে। গত ৩১ জানুয়ারি বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখার্জির বেঞ্চ এই ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। অল বেঙ্গল চিট ফাণ্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী এ কথা জানিয়ে এক বিবৃতিতে মঙ্গলবার বলেন, কমিটির প্রচেষ্টাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা জানেন ২০১৩ সালে ঘটে যাওয়া স্বাধীনতার পরে সর্ববৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারি হোল চিটফান্ড কেলেঙ্কারি। সেই সময় থেকে এরাজ্য সহ সারা দেশে ক্ষতিগ্রস্ত লাখ লাখ মানুষ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ছিল সবথেকে বেশি টাকা লুঠ হওয়া রাজ্য। এ রাজ্যেই আনুমানিক ২.৫ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। টাকা লুঠ হয়েছে আনুমানিক ২.৭৫ লাখ কোটি। সেই সময় গড়ে ওঠা আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার ৫ শো কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও, সেই টাকা পুরোটা বঞ্চিত হয়নি। সেই সময় এই টাকা সংগ্রহের জন্য তামাক জাতীয় সামগ্রীর উপর ১০ কর ধার্য হয়েছিল। তারও সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। রাজ্য সরকার বিচারপতি শ্যামল সেনের নেতৃত্বে এক সদস্যের একটি কমিশন তৈরি করেছিলেন। স্বল্প সময়ে ১৯ লক্ষ আবেদন জমা পরেছিল। হঠাৎ রাজ্য সরকার কমিশনটি কোনও কারন না দেখিয়ে তা বন্ধ করে দেন। তার রিপোর্ট আজ পর্যন্ত দিনের আলো দেখেনি। সেই সময় হাইকোর্টে অসহায় মানুষ, কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কয়েক হাজার মামলা দায়ের করেন। লাখ লাখ মানুষের চরম অসহায়তা দেখে, সেই সময়ে হাইকোর্টের বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলাগুলি ১০০ বছরে সমাধান হবে কিনা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁরই উদ্যোগে হাইকোর্টে চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে আলাদা বেঞ্চ তৈরি হয়েছিল। সাথে সাথে বিচারপতি শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদার এক সদস্যের কমিটি তৈরি করেছিলেন। রাজ্য সরকার শুরু থেকে সাহায্য না করায় ও পরবর্তীতে করোনা অতিমারি এসে যাওয়ায় কমিটির কাজে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। বিগত বছরে কমিটি মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে। মঙ্গলবার সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয় নিলামের ঘোষণা। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় কমিটি ও রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করছি। উভয় সরকার ২০১৯ সাল থেকে চিটফান্ড কেলেংকারীতে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরতের ও সমস্যা ১২০ দিনের মধ্যে সমাধানের আশ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় (২০১৯ এর ২৬ জুন) সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। বিচারপতি শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদার কমিটির পক্ষে লাখ লাখ মানুষের কয়েক লক্ষ কোটি টাকার সমস্যা মেটানোর বাস্তবিক অর্থে কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ গ্রহন করলে, এই বিশাল সমস্যা সমাধান হতে পারে। আমাদের সংগঠনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার গত ১০ বছরে শিল্পপতিদের ১৪ লাখ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋন ও ১৩ লক্ষ কোটি টাকা কর মকুব করেছেন। রাজ্য সরকার খেলা, মেলা, উৎসবে শত শত কোটি টাকা দিচ্ছেন। আমাদের সংগঠন গভীর উদ্বেগের সাথে মনে করে সময়ের দীর্ঘসূত্রতায় কোটি কোটি মানুষের টাকা ও বিচার হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমাদের সংগঠনের দৃঢ় দাবী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি ও প্রক্রিয়া উভয় সরকার পূরন করুন। ইতিমধ্যে বিগত ৯ বছরে সহস্রাধিক মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। লাখ লাখ মানুষ তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সাদ্দাম-সঙ্গীদের বিরুদ্ধে তদন্তভার নিচ্ছে এনআইএ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলা থেকে গ্রেফতার হওয়া দুই আইএস জঙ্গি সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে তদন্ত করছিল কলকাতা পুলিশ । এবার সেই মামলার তদন্তভার নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ। সম্প্রতি কলকাতা থেকে সাদ্দাম ও সঙ্গীদ নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। একই মামলায় মধ্যপ্রদেশ থেকে আব্দুল রাকিব কুরেশি নামে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই মামলায় মঙ্গলবার তদন্তের আবেদন জানিয়েছে এনআইএ। এদিনই কেঃন্দ্রীয় সংস্থার তরফ থেকে এফআইআর করে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে তদন্তভার গ্রহণ করছে এই সংস্থা। ইতিমধ্যে একাধিকবার এসটিএফের দফতরে গিয়ে তিনজনকে জেরা করেছে এনআইএ। এবার তাঁদের গ্রেফতার করে হেফাজতে নিতে চলেছে এনআইএ। গত জানুয়ারি মাসেই হাওড়া থেকে আইএস জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে মহম্মদ সাদ্দাম নামে যে যুবককে গ্রেফতার করা হয়। এরপরই গ্রেফতার হন সইদ আহমেদ। তাদের ব্যবহার করা টেলিগ্রাম চ্যানেলের মেসেজ থেকে একের পর এক তথ্য উঠে আসে গোয়েন্দাদের হাতে। সেই সূত্র ধরেই আব্দুল রকিব কুরেশিকে গ্রেফতার করা হয় মধ্য প্রদেশ থেকে। তাঁরা দিল্লি ও রাজধানী সংলগ্ন এলাকায. দুই ব্যক্তির ওপর হামলার ছক কষেছিলেন বলেও জানতে পারেন গোয়েন্দারা। দীর্ঘদিন ধরেই যে তাদের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, তেমন প্রমাণ এসেছে কলকাতা পুলিশের হাতে। আরও জানা গেছে, ধৃত মহম্মদ সৈয়দ নাকি হাওড়া পুরসভায় ঠিকাদার হিসাবে কাজ করতেন, নেহা কনস্ট্রাকশন নামে একটি সংস্থাও খুলেছিলেন তিনি। তাঁর আইনজীবীই একথা জানিয়েছিলেন আদালতে। অর্থাৎ তাঁদের কর্মকাণ্ডের জাল যে অনেক দূর ছড়িয়েছিল, তা অনুমানযোগ্য। তদন্ত চলাকালীনই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নির্দেশ আসে। সেই মতো এদিন তদন্তভার গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু করল এনআইএ।

বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব আনছে সরকার পক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সরকার পক্ষ বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব আনতে চলেছে। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে আজ থেকে শুরু হতে চলা বাজেট অধিবেশনে এই প্রস্তাব আনা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন ১৩ই ফেব্রুয়ারী অধিবেশনে এই প্রস্তাব আনার পরে তা নিয়ে আলোচনা হবে। রাজ্যকে ভাঙ্গার চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে সরকার পক্ষ লক্ষ্য করায় সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব আনা হচ্ছে। উল্লেখ্য এর আগে ২০১৭ সালেও বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। তখন কংগ্রেস ছিল প্রধান বিরোধী দল। এইদিকে বাজেট অধিবেশনের আগে অধ্যক্ষ আজ সর্বদলীয় বৈঠকে মিলিত হন। পরিষদীয় রীতিনীতি মেনে অধিবেশনের কাজকে সুষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সব শাসক ও বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানান। বৈঠকে বিরোধী বিজেপি ও আই এস এফ যোগ দেয়নি। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য আগামী ১৫ তারিখে আগামী অর্থ বছরের বাজেট পেশ করবেন।

উর্দ্ধমুখী তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতায় আবার কিছুটা তাপমাত্রা বাড়ল, সোমবারের তুলনায় মঙ্গলবার আরও কিছুটা চড়ল তাপমাত্রার পারদ। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। পূর্বাভাস মতোই মঙ্গলবার তাপমাত্রার পারদ চাল উত্তর এবং দক্ষিণ- দুই বঙ্গেই। শীতের আমেজও একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি মঙ্গলবার ভোরের দিকে কুয়াশার দাপট দেখা গিয়েছে কলকাতা ও লাগোয়া বিভিন্ন জেলায়। কুয়াশার জন্য দৃশ্যমানতা একেবারে তলানিতে পৌঁছে যায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কিছু দিন কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রার পারদ চড়তে পারে। ফলে উধাও হয়ে যাবে শীত, ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা। কোনও কোনও জেলায় আবার কুয়াশা থাকতে পারে। নতুন করে আবার শীত পড়বে কি-না, সে বিষয়ে এখনই কিছু জানাচ্ছেন না আবহবিদরা। দক্ষিণবঙ্গে শীত উধাও হলেও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এখনও শীত রয়েছে। তবে, তাপমাত্রার পারদ ঊর্দ্ধমুখী।

ভুয়ো কল সেন্টারে হানা, আটক ২

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভুয়ো কল সেন্টার খুলে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ এবার হাওড়ায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়ার ইছাপুরের একটি আবাসনে হানা দেয় হাওড়া সিটি পুলিশের একটি দল। সেখান থেকেই আটক করা হয় ২ জনকে। সেখান থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় বেশ কিছু জিনিসও। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে জানতে পারে ব্যাঁটরা থানা এলাকার ইছাপুরের এক বাড়িতে চলছিল ওই অবৈধ কারবার। সেই খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়া সিটি পুলিশের একটি দল সেখান অভিযান চালিয়ে ২ জন কল সেন্টার কর্মীকে আটক করে পুলিশ। এদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ খালের জল জল থেকে মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ থানার বাতানোর এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম সংকর মালিক ৫০ বয়স। বাড়ি বাতানাল গ্রামে। সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তিগত সোমবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল ওই ব্যক্তি। রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করার পরও তার খোঁজ মিলেনি। মঙ্গলবার বেলা একটা নাগাদ পাতা নল এলাকার পেট্রোল পাম্পের ধারে একটি খালের জলে তার মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসীরা। এরপর আরামবাগ থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনার স্থলে গিয়ে মৃতদেরকে উদ্ধার করে। মৃতের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। পরিবারের লোকজন এসে সনাক্ত করে।

তিনটি শিল্প এবং আর্থিক করিডর তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত তিনটি শিল্প এবং আর্থিক করিডর তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করছে। এই করিডরের যে সব জমিকে শিল্পের উপযোগী করে তোলা যাবে না, সেগুলিকে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই জমিতে চাষাবাদ করার জন্য গরীব ভূমিহীন কৃষকদের পাট্টা দেওয়া হবে। নবান্নে মুখ্যসচিব হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদী শিল্প দফতরের সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে ভূমি, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোটো শিল্প দফতরের সচিবরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, রঘুনাথপুর- ডানকুনি, ডানকুনি -তাজপুর এবং ডানকুনি - কল্যাণী এই তিনটি করিডরের আওতায় তিন ধরণের জমি রয়েছে। বন্ধ সরকারি সংস্থার হাতে থাকা বড় মাপের জমি শিল্পের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। ছোট জমি বিশেষ করে যে সব জমির সঙ্গে সড়কও রেল যোগাযোগ রয়েছে, অথচ বিদ্যুৎ পানীয় জলের মত পরিকাঠামো নেই সেগুলিকে ছোট শিল্প তালুকে পরিণত করার উপযোগী করে তোলা হবে। শিল্প করিডোরে থাকা জমির মানচিত্র সহ একটি পোর্টাল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগ্রহী শিল্প সংস্থা ওই পোর্টাল থেকে পছন্দমত জমি বেছে নিতে পারবেন। পাশাপাশি শিল্প স্থাপনের জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে দেওয়া যেসব জমি দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে , ভূমি দফতর সেই সব সংস্থাকে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফের নোটিশ পাঠাবে। অবিলম্বে শিল্প স্থাপন না করলে ওই জমি ফিরিয়ে নেওয়া হবে বলে নোটিশে স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে।

মদ ও মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল

দুরন্ত বার্তা, রায়দীঘি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বিহারে মদ নিষিদ্ধ আর এই রাজ্যে দুয়ারে মদ বিক্রি করে রাজ্য সরকার শুধু মুনাফা লুটে চলেছে। আর এর ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে গোটা সমাজ আর তারই প্রতিফলনে সমাজে বাড়ছে অপরাধের সংখ্যা তাই এগুলো বন্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে এস ইউ সি আই সহ একাধিক সংগঠন। মঙ্গলবার মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রায়দীঘি শাখার পক্ষ থেকে মদ ও মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে, এবং কোম্পানির ঠেক এলাকায় মদের কারখানা বন্ধ করার প্রতিবাদে রায়দীঘি থানা, রায়দীঘি আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ এবং ময়রার মহল থেকে রায়দীঘির গোলপার্ক পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়। প্রায় দেড় শতাধিক মহিলা এদিন এই বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করেন। এদিন এর নেতৃত্ব দেন নাজিরা খাতুন, অঙ্গীরা শিকারী, সুচিত্রা শিকারী, হীরা হালদার সহ অন্যান্য নেত্রীরা। এই ব্যাপারে সংগঠনের পক্ষ থেকে নাজিরা খাতুন বলেন, বিহারের মতন রাজ্য যেটা পারে আমাদের রাজ্য কেন সেটা পারবে না। অবিলম্বে মদ বিক্রি বন্ধ করতে হবে। নাহলে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

পৌরপ্রধানের বিরুদ্ধে মিছিল পৌরসভা ঘেরাও কর্মসূচি পৌর সদস্যের

বনস্পতি দে, হুগলি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বৈদ্যবাটি পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের পৌর সদস্যরা চাঁপদানি বিধানসভার বিধায়ক অরিন্দম গুইন এর কাছে উন্নয়নের টাকার জন্য দরবার করেছিলেন, বিধায়ক সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী সাথে কথা বলে টাকার অনুমোদন পান সেই কথা তিনি বৈদ্যবাটি পৌরসভার পৌরপ্রধান কে জানান, পৌরপ্রধান সেই মোতাবেক যে সমস্ত পৌর সদস্যরা বিধায়ককে দরবার করেছিলেন তাদের সে কথা জানান, এই বিষযটা নিয়েই আপত্তি তোলেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর সদস্য সহ আরো প্রায় ১০ জন পৌর সদস্য যার মধ্যে রয়েছেন সিআইসি হেলথ মহুয়া ভট্টাচার্য্য ও উপ-পৌর প্রধান শান্তনু দত্ত, ও আর এক সিআইসি মেম্বার সমর বাগচী। সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধিরা সকলে মিলে পৌর প্রধানের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন এই মর্মে স্পেশাল উন্নয়নের টাকা যখন আসছে কয়েকজন পৌর সদস্যই পাচ্ছেন, আমরা সেই টাকা থেকে বঞ্চিত, কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের পৌর সদস্য হরিপদ পালের নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিল এবং পৌরসভা ঘেরাও করে প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়। এবং এ বিষয়ে তিনি বলেন, পৌর প্রধানের সাথে কথা হয়েছে তিনি বলেছেন এরপর থেকে উন্নয়নের টাকা এলে বৈদ্যবাটি পৌরসভার ২৩ টি ওয়ার্ডের পৌর সদস্যদের ডেকে আলোচনা করে তারপর কাজ হবে। কোনরকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পৌরসভা ঘিরে ছিল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের অন্তর্গত পুলিশ এবং আধিকারিকরা।

কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখার্জি, নতুন লাইনে মেট্রো চলবে ফেব্রুয়ারিতেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ জোকা-তারতলার পর এবার মেট্রো চলবে রুবির মোড় অর্থাৎ রুবির মোড় পর্যন্ত। চলতি মাসেই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতেই কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন থেকে রুবি মোড় পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু হয়ে যাচ্ছে। রুবি মোড়ের মেট্রো স্টেশনটির নাম হেমন্ত মুখার্জী স্টেশন। কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির তরফ থেকে মঙ্গলবারই অনুমতি মেলে। সম্প্রতি কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি এই করিডরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন। তারপরই অনুমতি মিলল। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরার সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন। মেট্রো সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত এই করিডরের কাজ চলছে। এই করিডরে আপাতত রুবি পর্যন্ত মেট্রো চালু হবে। ক্রমে এই কাজ শেষ করা হবে। ধাপে ধাপে মেট্রো স্টেশনগুলির বাকি কাজ শেষ হলেই গড়িয়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে। কলকাতার দক্ষিণের বাসিন্দারা এর ফলে বিশেষ উপকৃত হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। আপাতত ৫ কিলোমিটার মেট্রো পরিষেবা শুরু হতে চলেছে। বিমানবন্দর পর্যন্ত এই লাইনটি হল কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইন। অরেঞ্জ লাইনে আপাতত জোকা- তারাতলা পার্পল লাইনের ধাঁচেই পরিষেবা শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ এই লাইনে থাকবে এক রেক এক প্লাটফর্ম পরিষেবা।

৯ দফা দাবিতে এআইএমএসএস-এর বিক্ষোভ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ৯ টি দাবিতে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি সংসদ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। তারই পরিপূরক হিসাবে মঙ্গলবার জেলায় জেলায় তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হল। এদিন কলকাতার ওয়েলিংটন স্কয়ার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল যায় কলেজ স্ট্রিট মোড়ে। কিছু সময়ের জন্য সেখানে অবস্থান কর্মসূচি করে। বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রুনা পুরকাইত এবং কলকাতা জেলা সম্পাদক অনন্যা নাইয়া। দেশজুড়ে নারী নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ বন্ধের দাবিতে, নারী ও শিশু নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার দাবিতে, গণমাধ্যমে অশ্লীলতার প্রচার ও পর্নোগ্রাফি বন্ধের দাবিতে, মদ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করার দাবিতে, শিক্ষা স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে, আশা অঙ্গনওয়াড়ি আইসিডিএস প্রভৃতি স্কিমের কর্মীদের মাসিক বেতন অন্ততপক্ষে ২৫,০০০ টাকা করার দাবি সহ মোট ৯টি দাবিতে এআইএমএসএস-এর এই অভিযান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৬৯ সংখ্যা, বুধবার, ২৪ মাঘ, ১৪২৯

ভূমিকম্পের কারণ কি

বিপদের সময়ে যারা পাশে থাকে তারাই প্রকৃত বন্ধু। এটাই সাধারণত দেখা যায়। কিন্তু এই সময় প্রকৃত বন্ধু দেখা মেলা ভার। এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে ভারতকে পাশে পেয়ে ধন্যবাদ জানাল তুরস্ক। ভূমিকম্পের পরেই সাহায্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। মানতেই হবে মোদির দক্ষতা। তিনি কতদূর পর্যন্ত ভাবেন। এর পরেই ভারতকে ‘দোস্ত’ বলে সম্বোধন করে ধন্যবাদ জানান তুরস্কের রাষ্ট্রদূত ফিরাত সুনেল। বস্তুত তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্প নিয়ে চর্চা চলছে সবত্র। নিহত মানুষের সংখ্যা রীতিমত বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) কর্মকর্তারা আভাস দিয়েছেন, নিহত মানুষের সংখ্যা ২০ হাজারে গিয়ে ঠেকতে পারে। তিনি বলেন, হিন্দি ও তুর্কি দুই ভাষাতেই প্রচলিত শব্দ দোস্ত। তাই তুর্কি প্রবাদ ব্যবহার করে ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সুনেল। কেঁপে ওঠে তুরস্ক, প্রভাব পড়ে প্রতিবেশী দেশ সিরিয়াতেও। উদ্ধারকাজ শুরু হতেই লাফিয়ে লাফিয়ে মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে জরুরি বৈঠকে বসে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ১০০ জনের উদ্ধারকারী দল পাঠানো হবে তুরস্কে। ডগ স্কোয়াড, ত্রাণ সামগ্রী ও ওষুধ পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু হয়। প্রথম বিমানটি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে সেখানে। দ্বিতীয় বিমানটিতে রয়েছে জরুরিকালীন চিকিৎসার সমস্ত সরঞ্জাম। এছাড়া ভারতীয় বায়ুসেনার আরও ২ টি বিমান পাঠানো হয়েছে। এই ঘোষণার পরেই ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়ে টুইট করেন ভারতে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত ফিরাত সুনেল। তিনি লেখেন, ‘দোস্ত’ শব্দটি তুর্কি ও হিন্দি দুই ভাষাতেই ব্যবহার করা হয়। আমাদের তুর্কি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, দোস্ত কারা গুনদে বেল্লি অলুর। তার অর্থ, বিপদের সময়ে যারা পাশে দাঁড়ায় তারাই প্রকৃত বন্ধু। ভারতকে অনেক ধন্যবাদ। বিপর্যয়ের পর আমরা যখন সাহায্য চেয়েছিলাম, সবার আগে এগিয়ে এসেছিল ভারত। অন্যদিকে, বিপদের সময়েও ভারতের সঙ্গে অসহযোগিতা বজায় রাখল পাকিস্তান। ভারতের উদ্ধারকারী দলের বিমানকে নিজেদের আকাশসীমায় ঢুকতে দিল না শাহবাজ শরিফের সরকার। মানবিক সাহায্যের বিষয়টি বিবেচনা করেও ভারতের বিমানকে অনুমতি দেয়নি পাকিস্তান। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এমন আচরণ করল ভারতের প্রতিবেশী দেশ। ২০২১ সালে তালিবানের হাতে কাবুলের পতনের পরে আফগানিস্তানে ত্রাণ পাঠিয়েছিল ভারত। সেই সময়ও ঘুরপথে কাবুল পৌঁছেছিল ভারতের বিমান। ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তুরস্কের গাজিয়ানতেপ শহরের কাছে। ভূপৃষ্ঠের ১৭ দশমিক ৭ কিলোমিটার গভীরে ছিল এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। ভূমিকম্পের পর অর্ধশতাধিক পরাঘাত হয়। ভূমিকম্প কি কারণে হয়-অনেক আগে পৃথিবীর সব স্থলভাগ একত্রে ছিল। পৃথিবীর উপরিভাগে কতগুলো অনমনীয় প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত বলে ধীরে ধীরে তারা আলাদা হয়ে গেছে। এই প্লেটগুলোকেই বিজ্ঞানীরা বলেন টেকটোনিক প্লেট। টেকটোনিক প্লেটগুলো একে অপরের সঙ্গে পাশাপাশি লেগে থাকে। কোনো কারণে এগুলোর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হলেই তৈরি হয় শক্তি। এই শক্তি সিসমিক তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। যদি তরঙ্গ শক্তিশালী হয়, তাহলে সেটি পৃথিবীর উপরিতলে এসে পৌঁছায়। আর তখনো যদি যথেষ্ট শক্তি থাকে, তাহলে সেটা ভূত্বককে কাঁপিয়ে তোলে। এই কাঁপুনিই মূলত ভূমিকম্প। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোনো স্থানে ভূকম্পনের জন্য ফল্ট লাইনের বড় ভূমিকা তাকে। ভূত্বকের বিশাল খণ্ডকে টেকটোনিক ফল্ট বলা হয়। আর দুটি টেকটোনিক প্লেটের মধ্যে থাকা ফাটলকে ফল্ট লাইন বলা হয়। তুরস্কের পূর্ব আনাতোলিয়ান ফল্টের অবস্থান অ্যারাবিয়ান প্লেট ও আনাতোলিয়ান প্লেটের মাঝে। পূর্ব আনাতোলিয়ান ফল্টকে বহু আগে থেকেই খুবই বিপজ্জনক উল্লেখ করে সতর্ক করেছিলেন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা।গতকালের ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে তুরস্কের প্রায় ১০০ কিলোমিটার ফল্ট লাইন ভেঙে গেছে। এ কারণেই সৃষ্ট ভূমিকম্পটি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। আর এই ফল্টের কাছাকাছি থাকা ভবনগুলো মাটিতে মিশে গেছে। প্রায় ৮৪ বছর পর গতকাল তুরস্কে আবারও এই ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ভূকম্পনবিদ স্টিফেন হিকস বলেন, এর আগে ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে তুরস্কের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। ওই সময় ৩০ হাজার মানুষের মারা গিয়েছিল। ভূমিকম্প হলে কি কি করা প্রয়োজন- আবহাওয়াবিদরা বলছেন ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া খুব জটিল বিষয়। কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকম্পকে সরাসরি নির্ণয় করা যায় না। তবে গবেষণার মাধ্যমে সম্ভাব্য পূর্বাভাস ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থান নির্ণয় করা যায়, যা জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধে সহায়তা করে। ভূমিকম্পবিষয়ক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সরকারের সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকাটা অত্যন্ত কলকার। ভূমিকম্পে ভবনের নিচে চাপা পড়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়। তাই সম্ভাব্য ভূমিকম্পের প্রস্তুতি ও ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যুৎ ও গ্যাসলাইন বন্ধ করার নিয়ম পরিবারের সবার জেনে রাখতে হবে। ঘরের ওপরের তাকে ভারী জিনিসপত্র না রাখা, পরিবারের সব সদস্যের জন্য হেলমেট রাখতে হবে। পরিকল্পিত বাড়িঘর নির্মাণের জন্য বিল্ডিং কোড মেনে চলতে হবে। ভূমিকম্প হলে যা করতে হবে- ধীরস্থির ও শান্ত থাকতে হবে, বাড়ির বাইরে থাকলে ঘরে না যাওয়াই ভালো। একতলা ভবন হলে দৌড়ে বাইরে চলে যেতে হবে। বহুতল ভবনের ভেতরে থাকলে টেবিল বা খাটের নিচে যেতে হবে কাচের জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে। লিফট ব্যবহার করা যাবে না। উঁচু ভবনের জানালা বা ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা করা ঠিক হবে না। ভূমি ধসে পড়ার আশঙ্কা আছে এমন উঁচু ভূমি থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। ভূমিকম্পের সময় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ভূমিকম্পের পর কি করার দরকার-ক্ষতিগ্রস্ত ভবন থেকে ধীরস্থির ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বের হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। রেডিও টেলিভিশন থেকে জরুরি নির্দেশা শুনে তা মেনে চলতে হবে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন লাইনে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না, পরীক্ষা করে প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে সম্ভব হলে উদ্ধারকাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। অস্থায়ী আশ্রয়স্থলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

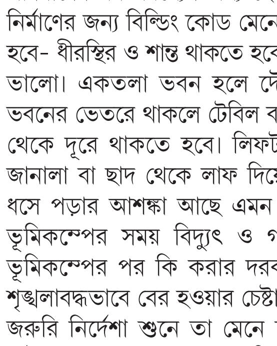

আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল।

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না।

আদানিকে নিয়ে বিরোধিতার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী

আদানি কাণ্ডকে কেন্দ্র করে সোচ্চার হয়েছেন রাহুল গান্ধি

রবীন্দ্রকুমার শীল

কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদানি কেলেঙ্কারী প্রকাশ হতেই সারা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক শিবিরে হইচই পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল যে দেশের মানুষ একেবারে এ ব্যাপারে উদাসীন। তারা কিন্তু কোনও কথা বলছে না। আদানি কাণ্ড কলকাতা শেয়ার বাজারকে কতখানি প্রভাবিত করেছে তা নিয়ে কোনও সংবাদপত্রে খবর নেই বলতে গেলে চলে। সবাই চুপ করে রয়েছে। ইতিমধ্যে আদানি কাণ্ডকে কেন্দ্র করে বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধি সোচ্চার হয়েছেন। বিরোধীরা একত্র হয়ে সংসদ অচল করে দিয়েছে। আদানি কাণ্ড একন আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রে সংবাদ হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। দেশের শেয়ার বাজার ওঠানামায় আদানির কাণ্ডের প্রভাব ইতিমধ্যে পড়ে গিয়েছে। তার হাত থেকে রেহাই পেতে এখন শিল্পমহল তৎপর। এদিকে সংবাদপত্রে দেশের জনগণের কোনও মতামত গ্রহণ করে প্রকাশ হয়নি। আদানি কাণ্ড নিয়ে দেশের জনগণ কী ভাবছে তার কোনও প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়নি। তবে অধিকাংশ জনগণ বলতে শুরু করে দিয়েছে দেখে আর কি হবে। বহু দুর্নীতি তো হলো। কত্ব আর্থিক কেলেঙ্কারী হল। কিন্তু কোনও কিছুই সুরাহা হতে দেখা গেল না। যে তিমিরে রয়েছে সেই তিমিরে থেকেই গেল। সরকার কিন্তু বলেছিল তিমির থেকে দেশকে উদ্ধার করবে। তা সত্যি তারা করতে পেরেছে? তার কোনও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বিদেশে সরকার জনগণের কাঝে দায়বদ্ধ থাকে। আর ভারতের সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ আছে বলে মনেই করে না। একবার সরকার গঠন করতে পারলে জনগণ নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। বিরোধী বলতে শুরু করে দিয়েছে যে এলআইসি এবং স্টেট ব্যাঙ্ককে বাধ্য করানো হয়েছে আদানি গোষ্ঠীতে লগ্নি করতে। সেই খবর প্রকাশ হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী তা করিয়েছেন। তিনি শ্রীলঙ্কার একটি প্রকল্প তৈরি করতে সেখানকার সরকারের কছে আবেদন করেছিলেন আদানিকে দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে। আদানি গোষ্ঠীকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর হাত ছিল। আদানিকে শক্তিশালী শিল্পপতি গড়তে প্রধানমন্ত্রী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এটা বলা যেতে পারে বলে বিরোধী দল নেতা রাহুল গান্ধি মনে করেন। তবুও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চুপ করে রয়েছেন। তিনি আদানির ব্যাপারে কোনও কথা বলছেন না। যখনই কোনও কেলেঙ্কারী ফাঁস হতে শুরু করে তখন প্রধানমন্ত্রী চুপ করে থাকেন। তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় না।

এবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে রাফালের সময়ে রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থা হ্যালকে বঞ্চিত করার অভিযোগ তুলে সংসদ অচল করে দিয়েছিল রাহুল সহ বিরোধী দলের নেতারা। কিন্তু সেই অভিযোগ ধোপে টেকে নি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মিথ্যা যতই বড় হোক, যত বারই বলা হোক যত বড় ব্যক্তিই বলুন, এক দিন না একদিন মিথ্যে অভিযোগের পর্দা ছিঁড়ে সত্য সামনে চলে আসে।’ প্রধানমন্ত্রী সরাসরি রাফালের নাম করেননি। রাহুলের নামও তিনি করেননি। বিজেপি দশিবির থেকে বলা হয়েছে, রাফাল কেনার সময়ে যেমন অনিল আম্বানি সুবিধা পাইয়ে অভিযোগ ধোপে টেকেনি, এবার গৌতম আদানিকে সুবিধা পাইয়ের দেওয়ার অভিযোগ সত্যি নয় বলে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ২০১৯ সালে লোকসভার নির্বাচনের আগে রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনার ব্যাপারে অনিল আম্বানি সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে ছিল। অভিযোগ করেছিল কংগ্রেস। তারা অভিযোগ করেছিল যে হ্যালকে (হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড) কে বঞ্চিত করে রাফাল কেনা হয়েছে। কর্নাটকের হ্যালের হেলিকপ্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, হ্যালকে অজুহাত করে আমাদের সরকারের ওপরে নানা মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছিল। মানুষকে উস্কানি দেওয়া হয়েছিল। সংসদ অচল করে দেওয়া হয়েছিল। এখন হ্যালের হেলিকপ্টর কারখানা চালু হচ্ছে। কোনটা সত্য তা বাস্তব নিজেই বলবে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি আদানিদের আর্থিক প্রতারনা করার অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন। সরকার আতঙ্কিত। সেই কারণে সরকার এই ব্যাপারে কোনও আলোচনা চায় না। সংসদে

আলোচনা হলে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা তা প্রকাশ হয়ে পড়বে বলেই সরকার এটা করতে চায় না। লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। ভারতের আর্থিক পরিকাঠামোকে দখল করা হয়েছে। পণ্ডিত নেহরুর সময়ে শিল্পপতিরা ছিলেন। তারা কিন্তু এতখানি সাহস পায়নি। সরকার শিল্পপতিদের ওপরে নির্ভর করে সরকার পরিচালনা করতো না। শিল্পপতিরাই সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকতো। এখন সরকার শিল্পপতিদের দিতে তাকিয়ে থাকে। শিল্পপতিরা তো এখন সরকারকে চোখ রাঙাতে শুরু করে দিয়েছে। সরকারের হাতে পয়সা নেই। শিল্পপতিদের কাছে পয়সার জন্য গিয়ে উপস্থিত হতে হচ্ছে। শিল্পপতিদের তোয়াজ করে সরকার চলে। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধির সময়ে শিল্পপতিরা প্রধানমন্ত্রীকে ভয় পেতো এবং সমীহ করে চলতো। কিন্তু এখন আর সেটা দেখতে পাওয়া যায় না। সরকার শিল্পপতিদের ধরে রাখতে তাদের পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট তৈরি করে। এবারে বাজেটে নতুন কোনও শিল্প গড়ার কথা নেই। বলা হয়েছিল রাফাল কারখানা স্বদেশে তৈরি করা হবে। তার জন্য ফ্রান্স সরকারকে বলা হয়েছে। কিন্তু সেই কথা বাজটে একবার উল্লেখ করা হয়নি। স্বদেশি শিল্প গড়ে তোলার কোনও আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল না। বেশ কয়েকটি নতুন সুপার ফাস্ট ট্রেন তৈরি করা হয়েছে যেগুলি ধরতে গেলে আগেকার মতোই। ‘বন্দে ভারত’কে গতিশীল করা একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। যদিও যাত্রীদের কিছু বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এর বেশি আর কিছুই নয়। চিন যা করতে পারে ভারত তার করতে পারছে না। জাপান যা করতে পারে ভারত তার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে না। জাপান চিন থেকে ভারত প্রায় বিশ বছর পিছিয়ে রয়েছে। আমেরিকার থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে রয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আর্থিক কেলেঙ্কারী। উপরতলার আর্থিক কেলেঙ্কারী দেশটাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। ভারতের আর নিজস্ব বলে কিছুই নেই। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করতে গেলে সেই বিদেশের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হচ্ছে। ভিয়েতনাম যা উন্নতি লাভ করতে পেরেছে তা কিন্তু ভারত করতে পারলো না। দেশের জনগণকে না খাইয়ে রেখে কোনও সময়ে মহান হওয়া যায় না সেটা কিন্তু কেউ বুঝতে পারছে না। অবাক হওয়ার পালা। আর্থিক অপরাধীরা বিদ্যি বিদেশে গিয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের কোনও ভয়ডর বলে কিছুই নেই। বিদেশের ব্যাঙ্কে তাদের এখনও প্রচুর টাকা রয়েছে তা আজীবন ধরে তারা খেয়ে পড়ে চলতে পারবে। ললিত মোদি, বিজয় মালিয়া, বিনয় মোদিকে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কোনও আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা আর ভারতে মতো দেশে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। সিবিআই এর ওপরে কলকাতা হাইকোর্ট ভরসা রাখতে পারছে না। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার ওপরে সাধারণ মানুষের একটি ভরসা ছিল। সেই ভরসা এখন আর নেই বলতে গেলে চলে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমান করিয়ে দিয়েছেন যে সিবিআই দিয়ে কোনও তদন্ত করানো খুবই মুশকিল। সিবিআই এর ওপরে ভরসা রেখে মামলা করতে গেলে সেই মামলা কবে শেষ হবে তা বলা খুবই মুশকিল। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন দুর্নীতির মূল পাণ্ডাকে গ্রেফতার করতে পারছে না। কেন পারছে না তার তার জবাব দিতে গিয়ে সিবিআই বলেছে তিনি খুবই প্রভাবশালী এংব তার বিরুদ্ধে তথ্য জোগাড় করা হচ্ছে। সেগুলি গ্রহণ করে সাজাতে বেশ সময় লাগবে। ছোট দুর্নীতির ব্যাপারে যদি সিবিআই এই ধরনের কথা বলে থাকে তাহলে আদানির আর্থিক কেলেঙ্কারীর তদন্ত করতে গিয়ে সিবিআই কত বছর সময় লাগাবে তা কেউ কি কোনও কল্পনা করতে পেরেছেন? একটি জীবন পাড় হয়ে যাবে তবুও তদন্ত শেষ হবে না। সেই কারণে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সিবিআইয়ের ওপরে মানুষ আর ভরসা করতে পারছে না। এদিকে বিজেপে দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে এবারের বাজেটের ইতিবাচক দিকগুলিকে নিয়ে জনগণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। আগামী লোকসভায় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্য নিয়ে বিজেপি দলের নেতারা এখন প্রচারাভিযানে অংশ গ্রহণ করতে চান। তারা আদানিকে নিয়ে কোনও রকম কথা বলতে ইচ্ছুক নন সেটা পরিস্কার করে দিয়েছে। আদানি কেলেঙ্কারীর সঙ্গে বিজেপি দল জড়িত নয় সেটা বোঝতে হবে। আদানি যদি সত্যিকারের কোনও কেলেঙ্কারী করে থাকে তাহলে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। বিজেপি দল তাকে কোনও সময়ে রক্ষা করবে না এটা পরিস্কার। প্রধানমন্ত্রী এই রকম নীতি নিয়ে চলেন। তিনি আর্থিক কেলেঙ্কারী শিল্পপতিদের সঙ্গে মেশেন না। তবে শিল্পপতিদের সঙ্গে সখ্যতা প্রধানমন্ত্রীর থাকতে পারে। তাবলে কেলেঙ্কারী করতে থাকবে আর প্রধানমন্ত্রী তা সহ্য করতে থাকবেন সেই প্রধানমন্ত্রী মোদি নন এটা পরিস্কার হওয়ার দরকার রয়েছে। আদানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেবি এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। সুতরাং এই নিয়ে সরকারের কিছুই বলার থাকে না। বিরোধীরা অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে যে আদানিকে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার জন্য সরকার থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে আদানি গিয়েছিল বন্দর শিল্প গড়ার জন্য। সেখানেও সমুদ্র বন্দর এর নাম করে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। শিল্পপতিরা এখন আর তাদের ব্যক্তিগত টাকা দিয়ে শিল্প গড়ে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রয়াত্ত আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে শিল্প গড়তে থাকে। সেই কারণে শিল্প গড়তে বেশি সময় লাগে এবং আবার দেখতে পাওয়া যায় বহু সময়ে সেই সব শিল্প তৈরি করতে আইনী জটিলতায় একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবারের রাজেটে তো সুদহীন ঋণের কথা বলা হয়েছে। তাহলে আদানির মতো শিল্পপতিদের একেবারে পোয়া বারো বলা যেতে পারে। তারা যা ঋণ গ্রহণ করেছে তা পরিশোধ করবে কোনও সুদ ছাড়া। ঋণ গ্রহণ করলে কোনও সুদ দিতে হবে না এই রকম একটি পরিস্থিতি তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে। এবারে বাজটে এটা করা হয়েছে এই সব দুর্নীতিগ্রস্ত শিল্পপতিদের রক্ষা করতে। এটা না করতে পারলে শিল্পপতিদের রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব। একন যে বাজেট হতে শুরু করে দিয়েছে তা সবই শিল্পপতিদের দিকে তাকিয়ে। ইন্দিরা গান্ধির সময়ে শিল্পপতিরা বাজটে প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু এখন বর্তমান সরকারকে শিল্পপতিরা অতি সহজেই প্রভাবিত করতে পারছে যা দেশের পক্ষে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে দেখা দিয়েছে।

রাশিয়া আবার নতুন করে ইউক্রেন আক্রমণ করার কৌশল করেছে

রাশিয়া আবার নতুন করে ইউক্রেন আক্রমণ করার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ইউক্রেন গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে বড়সড় ধরনের হামলার ছক কষতে শুরু করে দিয়েছে মস্কো। এর মধ্যেই ইউক্রেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানকে বসানো হচ্ছে। যদিও জেলেনস্কি সরকার এ ব্যাপারে কোনও সরকারি বিবৃতি দেয়নি। রদবলদের সংবাদ আসতেই সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলেছেন আইন প্রণেতা ডেভিড আরাখামিয়া। বিষয়টি সামনে আসার পর জানতে পারা গিয়েছে যে দুর্নীতির অভিযোগেই এই অপসারণ। জানা গিয়েছে এবারে প্রতিরক্ষা দফতরের থেকে সরিয়ে আলেক্সি রেজকোনিভকে কৌশলগত শিল্প দফতরের ভার দেওয়া হচ্ছে। নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হতে চলেছেন দেশের বর্তমান সামরিক গোয়েন্দা প্রধান কিরিলো বুখারোভ। গোয়েন্দা প্রধানকে আনার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পুতিনের কৌশলের সঙ্গে কট্টর দেওয়া। পুতিনের সঙ্গে টক্কর দিতে গেলে অতিরিক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির খুবই প্রয়োজন। পুতিন গোয়েন্দা প্রধান ছিলেন। তিনি দেশের গোয়েন্দাদের ওপরে নির্ভর করে রাশিয়া পরিচালনা করে থাকেন। এবারে ইউক্রেনের সামরিক শক্তির পরিচালনা করবেন সেখানকার গোয়েন্দা প্রধান। তার ফলে পুতিনকে আর সমানে দিকে এগিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। পুতিন যাতে বেশি দূর অগ্রসর না হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই গোয়েন্দা প্রধানকে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী করা হচ্ছে। যুদ্ধের সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে আমেরিকার পেন্টাগণও ইউক্রেনের এই সিদ্ধান্ততে স্বাগত জানিয়েছে। তারা বলেছে পুতিনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে আর একজন দক্ষ গোয়েন্দা প্রধানের কাজ ছিল ইউক্রেন সেনাদের পরিচালনা করা। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। ২০২১ সালে প্রতিরক্ষা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন রেজনিকোভ। একটি সময়ে পশ্চিমী দেশগুলির কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অন্য দিকে একের পর এক দুর্নীতি নিয়ে নাকাল হচ্ছিল তাঁর মন্ত্রক। গত মাসের শেষ দিকে দ্বিগুণ দামে খাদ্য চুক্তি সই কররা ফলে তঁর মন্ত্রকের এক শীর্ষ অফিসারকে সরে যেতে হয়েছিল। তকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া করেন নি রেজনিকোভ। তিনি বলেছেন তাঁর অবস্থান সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ভালো করেই জানেন। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষমন্ত্রী একজন গোয়েন্দা প্রধান হচ্ছে জেনে খুশি হয়েছে ব্রিটেন, জার্মান, ফ্রান্স সহ বেশ কয়েকটি দেশ। তারা নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে নয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তিনি স্বয়ং যুদ্ধাঞ্চলগুলি ঘুরে দেখবেন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ইউক্রনকে যুদ্ধে জিততে গেলে বিশ্ব গোয়েন্দাদের খবরের ওপরে বেশি করে নজর দিতে হবে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে গোয়েন্দা যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। নতুন যুদ্ধরীতি গ্রহণ করতে হবে। এদিকে পুতিন এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোনও কথা বলেননি। তবে মস্কো গোটা পরিস্থিতির ওপরে নজর রাখছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

জার্মানদের আগে নাৎসি বলে গায়ে দাগ দিয়েছিল রাশিয়া। রুশ কমিউনিস্টরা সারা বিশ্ব জুড়ে

জার্মান নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করছে। গোটা ইউরোপ নাৎসি বাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তারা রাশিয়াকে এখন নয়া নাৎসি বলে ঘোষণা দিয়েছে। রাশিয়ার বর্তমান আচরণ নাৎসিদের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয় সেটাই প্রচার করছে গোটা ইউরোপ। আমেরিকা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে নাৎসি নেতা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে হিটলারকে নাৎসি নেতা বলে গ্রহণ করেছিল রাশিয়া। তারা জার্মান দেশের অর্ধেক দখল করে নিয়ে ছিল। পূর্ব জার্মানকে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক শোষন যন্ত্রে ফেলে পিষতে শুরু করে। ভাগ্য ভালো ছিল পশ্চিম জার্মানদের। পশ্চিম জার্মান আমেরিকার দখলে চলে যাওয়ার ফলে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট পুতিন সেই পুরানো রুশ প্রভাবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করছেন। তিনি রাশিয়ার সমাজতন্ত্রকে সারা বিশ্বে কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে তার পরিকল্পনা করছেন। পুতিনকে এখন বেশ কয়েকদিন শারীরিক কারণে গোপনে বসবাস করতে হচ্ছে। চিকিৎসার জন্য তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করছেন। জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়া বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একজন হত্যাকারী। তাকে ক্ষমা করা উচিত নয়। যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য করা উচিত। গোটা ইউরোপ রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে যুদ্ধপরাধী বলে গণ্য করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা কিন্তু পুতিনকে রেহাই দেবে না। যতদিন পুতিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে থাকবেন ততদিন কিন্তু গোটা ইউরোপ জুড়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা থাকবে। রাশিয়াকে এখনই সহজে নিস্কৃতি দিতে চায় না ইউরোপের জনগণ। পুতিনকে যুদ্ধপারাধী বলে ঘোষণা করতে রাষ্ট্রপুঞ্জ এর কাছে আবেদন করেছে। এদিকে পুতিন আর দেশের জনগণের সমানে বেশি বের হচ্ছেন না। তিনি ক্রেমলিনের ভিতরে বসে রয়েছেন। সেখান থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করার চেষ্টা করছেন। তবে এবারে ইউক্রেনের শক্তির কাছে রুশ বাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছে। সহজে রুশ সেনার কোনও কিছুই দখল করতে পারছে না। মারিয়ুপোল দখল করতে গিয়ে তারা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। ইউক্রেনের সেনাদের গেরিলা আক্রমণের ভয়ে পিছিয়ে আসছে রুশ সেনারা। রুশ সেনারা ভারি ভারি অস্ত্র ব্যবহার করছে। এদিকে নেটো বাহিনী ইউক্রেনের পক্ষে না নামলেও তারা কিন্তু অস্ত্র দিয়ে ইউক্রেন সেনাদের সাহায্য করছে। তার ফলে রাশিয়া বাহিনীর বিশাল ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাশিয়াকে বারবার এক পা এগিয়ে দিয়ে দুই পা পিছনে ফেলে আসতে হচ্ছে। ইউক্রেন দখল করা এবং দখল করে রাখাটা কিন্তু খুবই কঠিন ব্যাপার। বহু স্থান দখল করেও সেখান থেকে রুশ সেনাদের পালিয়ে আসতে হয়েছে ইউক্রেন সেনাদের গেরিলা আক্রমণের ভয়ে। বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাশিয়ার সেনারা সুবিধা করতে পারছে না। এমনকী রাশিয়া সেনারা বহু নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে রাশিয়ার ওপরে গোটা বিশ্ব একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলার ফলে ইউক্রেনের দিকে পাল্লা ভারি হতে শুরু করেছে। আমেরিকা, জার্মান, ব্রিটেন এখন অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। বিশেষ করে ক্ষেপনাস্ত্র ধ্বংস করার অস্ত্র। রুশ ক্ষেপনাস্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার অস্ত্র ইউক্রেন সেনাদের হাতে তুলে দেওয়ার ফলে রাশিয়া বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট বলে দিয়েছেন, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন কিন্তু রাশিয়াকে শান্তিতে থাকতে দেবেন না। তিনি রাশিয়ার শেষ দেখে ছাড়বেন। এদিকে জেলেনস্কি ইহুদি হওয়ার কারণে ইজরায়েল খুবই চিন্তিত। আবার ভ্লাদিমির পুতিনের পুর্ব পুরুষ জাতিতে ইহুদি। ফলে ইজরায়েল কারোর পক্ষ হয়ে কথা বলতে পারছে না। যুদ্ধ থামনোর চেষ্টা করা ছাড়া ইজরায়েলের আর করার কিছুই নেই। রাশিয়া স্কুল ধ্বংস করতে শুরু করে দিয়েছে। হাসপাতাল ধ্বংস করেছে। কারখানা ধ্বংস করছে। নিরীহ মানুষদের হত্যা করছে। রাশিয়ার তরফ থেকে বলা হয়েছে এগুলো অপপ্রচার। রাশিয়ার বিরুদ্ধে গোটা ইউরোপ অপপ্রচার করতে শুরু করেছে। রাশিয়ার গায়ে নাৎসি স্টিকার লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে ইউরোপ এবং আমেরিকার জনগণ। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের স্ত্রী জিল বাইডেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের স্ত্রী ওলেনা জেলেনস্তির সঙ্গে কথা বলেন। মাতৃ দিবস উপলক্ষ্যে তারা কথা বলেছেন। যুদ্ধে নারী এবং শিশুদের রক্ষা করার বিষয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন স্ত্রী কিভ শহরে আসায় সেখানকার বাসিন্দারা তাঁকে স্বাগত জানায়। সেখানে বহু নারী এবং শিশুরা উপস্থিত ছিল। রাশিয়ার তরফ থেকে প্রচার করা হয়েছিল ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং তাঁর স্ত্রী ওলেনা জেলেনস্কি কিভ ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছেন। এই ভুল প্রচারের উত্তর দেওয়া হল বলে সংবাদ মাধ্যম মারফত সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেওয়া হল। এদিকে জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়ার নাৎসি নেতা পুতিনের পতনের আগে পর্যন্ত তিনি লড়াই অব্যাহত রাখবেন। যুদ্ধ চলবে। ইউক্রন যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধ থামানোর দায় তাদের, ইউক্রেনের নয়।

টাকা বরাদ্দের ফলক বসলেও হয়নি ঢালাই

কাঁচা রাস্তায় যাতায়াত গ্রামবাসীর

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাস্তার ধারে সরকারি প্রকল্পের রংচঙে ফলকই সার! কাঁচা রাস্তা একটুও পাকা হয়নি! সেই ফলকে স্পষ্ট হরফে লেখা রয়েছে কাজ শুরুর তারিখ, অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ। কিন্তু রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ আর শুরু হয়নি। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই রাস্তা নিয়েই রাজনীতি শুরু হয়েছে বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের জগদল্লা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। তৃণমূল পরিচালিত এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঞ্জুরিয়া গ্রামে গত বছর কেন্দ্রের মনরেগা প্রকল্পের আওতায় পাকা রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে সোমবার মাঞ্জুরিয়া গ্রাম পরিদর্শনে যান বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা। বিধায়ককে সামনে পেয়ে গ্রামবাসীরা জানান, ফলক বসানোই সার, রাস্তার কাজ কিছুই হয়নি। অভিযোগ পেয়ে সরকারি প্রকল্পের ফলক ও এলাকার ভিডিওগ্রাফি করেন বিজেপি বিধায়ক। বিজেপি বিধায়কের দাবি, প্রকল্পের কাজ না করেই তুলে নেওয়া হয়েছে প্রকল্পের টাকা। পঞ্চায়েতের দাবি, একশো দিনের প্রকল্পে টাকা না মেলায় ফলক দিয়েও প্রকল্পের কাজ শুরু করা যায়নি। বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের জগদল্লা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঞ্জুরিয়া গ্রামে গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা ঢালাই করার জন্য ২০২১ -২২ অর্থবর্ষে মোট ২ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৮৩ টাকা বরাদ্দ করে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত। সরকারি টাকায় ওই প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত ফলক লাগানো হয় মাঞ্জুরিয়া গ্রামের প্রান্তে। ফলকে প্রকল্পের কাজ শুরুর তারিখ উল্লেখ করা হয় ২০২২ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু বছর ঘুরতে চললেও ওই প্রকল্পের কাজ আজও হয়নি। প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত ফলক রাস্তার ধারে উল্টে পড়েছে, গ্রামের কাঁচা রাস্তার হাল বদলায়নি এতটুকুও। প্রকল্পের কাজ শুরু করার দাবিতে গ্রামবাসীরা একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের দরজায় কড়া নাড়লেও লাভ না হওয়ায় হতাশ। বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীদের মুখে ঘটনার কথা শোনেন। এর যাবতীয় দায় চাপালেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। বিধায়কের দাবি প্রকল্পের কাজ না করে ওই প্রকল্পের বরাদ্দ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিধানসভায় সরব হওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিধায়ক। বিজেপি বিধায়কের দুর্নীতির অভিযোগকে নাটক বলে উল্লেখ করে জগদল্লা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছবি ঘোষ বলেন, উনি এখন গ্রামে গ্রামে আসছেন। সামনে ইলেকশন তো। উনি একটা নাটক করছেন। এনআরইজিএস থেকে এটা হয়ে আছে। কেন্দ্র টাকা দিলেই রাস্তা হবে। গ্রামবাসীরা চাইছেন দ্রুত রাস্তা পাকা হোক। ওই এলাকার এক বাসিন্দা মানিক লাল রায় বলেন, ফলক লাগিয়েছে। অথচ একটা দানাও পড়েনি। বিডিও সাহেবকে বলেছি। বলছে হবে হবে। টাকা এলে হবে। কবে টাকা আসবে? আমরা গরিব মানুষ বলে কি আমাদের রাস্তার কোনও প্রয়োজন নেই? গোটা ঘটনায় প্রধানের সুরেই সুর মিলিয়েছেন বিডিও।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে মহড়া মুকুটমণিপুরে

দেবনাথ মোদক, খাতড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়া জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের উদ্যোগে খাতড়া মহকুমা প্রশাসন ও এনডিআরএফ-এর সহযোগিতায় মকড্রিল অনুষ্ঠিত হল মুকুটমণিপুরে। মঙ্গলবার মুকুটমণিপুর জলাধারে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আধিকারিক প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত, খাতড়া মহকুমার বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আধিকারিক তাপস রায়, এনডিআরএফ সেকেন্ড ব্যাটেলিয়ান কলকাতার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট অভিষেক গৌরব, সেচ দপ্তরের আধিকারিক গৌরব ভৌমিক, পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী, খাতড়া মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আধিকারগণ। জানা যায়, এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বন্যা কবলিত মানুষদের কিভাবে উদ্ধার করা যাবে ও মোকাবিলায় নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি বন্যায় কিভাবে দুর্গত মানুষদের উদ্ধার কাজ চালানো হয় সেই বিষয়ে একটি মকড্রিল এক্সারসাইজের কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এনডিআরএফের বিভিন্ন আধিকারিক এবং কর্মীরা ও সিভিল ডিফেন্সের ভলেন্টিয়ার ও আপদ মিত্রের কর্মীরা। একটি সামগ্রিক, একাধিক দুর্যোগ মোকাবিলা ভিত্তিক, প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রশমন ও আগাম প্রস্তুতি গড়ে তুলে দুর্যোগ কিভাবে মোকাবিলা করা যায় তার আগাম প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

হলদিয়া মেলায় হকারদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ গত ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে হলদিয়ার রাণীচকে সতীশচন্দ্র সামন্ত ট্রেড সেন্টারের প্রগতি ময়দানে হলদিয়া মেলা শুরু হয়েছে। মেলা চলার কথা ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কিন্তু তার মাঝেই মেলা বয়কটের ডাক দিচ্ছে মেলায় স্টলের বিক্রেতা থেকে হকাররা। মঙ্গলবার দুপুরে এমনই ছবি ধরা পড়লো। বিক্ষোভকারীদের দাবি, মেলা প্রতিদিন রাত্রি সাড়ে ৯ থেকে ১০টার মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে ভালো নামকরা শিল্পী না থাকায় মেলায় লোক আসছে না। তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মেলার দোকানে বিক্রি হচ্ছে না। মেলায় আগত স্টলের কর্মীদের খাওয়ানোর পয়সা উঠছে না। ফলে এদিন তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন মেলা প্রাঙ্গনে। তাদের দাবি, মেলায় রাত্রিকালীন অনুষ্ঠানের সময়সীমা বাড়াতে হবে এবং নামীদামি শিল্পী দিয়ে রাতে অনুষ্ঠান করতে হবে। শুধু স্থানীয় ও কলকাতার শিল্পী দিয়ে অনুষ্ঠান করলে হবে না। এই বিষয়ে মেলা কর্তৃপক্ষ কিছু মন্তব্য করতে চায়নি।

উপাচার্যর ঔদাসিন্যে হলো না মাঘ মেলা

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ চিরাচরিত ঐতিহ্যমণ্ডিত মাঘ মেলা হলো না শ্রীনিকেতনে। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব হলো মেলা ছাড়াই। চিরাচরিত এই মেলায় বরাবরই ভিড় জমান দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকরা। এই মেলা চলে তিনদিন। শুধু এবারই ব্যাতিক্রম। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ থেকে ৯৭ বছর আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রাম বাংলার কৃষিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এই মেলার সূচনা করেন। সেই সময় কৃষকরা নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করতেন এই মেলায়। সেই ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে পারলো না বিশ্বভারতী। ২০১২ সাল থেকে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট দায়িত্ব নেয়। এবার তাদের দিকে আঙুল তুলে দায় ঝেড়ে ফেলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। মেলার অন্যতম আকর্ষণ হতো কৃষি প্রদর্শনী। শুধু বীরভূম জেলার নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের চাষ বাসের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন। সকালে শ্রী নিকেতনের কুঠি বাড়িতে চলতো মানুষের আনাগোনা। শান্তিনিকেতনের সমাবর্তন উৎসবে যেমন পড়ুয়াদের হাতে নিদর্শন পত্র তুলে দেওয়া হয়, শ্রীনিকেতনের এই উৎসবে শিল্প সদনের পড়ুয়াদের হাতে তেমনি নিদর্শন পত্র তুলে দেওয়া হয়। শান্তিনিকেতনের ভাষায় এই উৎসব আদতে মিনি সমাবর্তন। এদিন উৎসব শুরু হওয়ায় আগে প্রতিটি ভবনের প্রধানরা বিভাগীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। আর এই মেলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষজন তাদের হাতের তৈরী জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেন। যদিও এবার তা হয় নি। এদিন উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় অন্ধ্রপ্রদেশের উপাচার্য টিভি কাট্টিমানি, প্রধান অতিথি আইএসআই প্রাক্তন ডিরেক্টর পদ্মশ্রী শঙ্কর কুমার পাল। মাঘ মেলা দেখতে না পাওয়ায় তিনি আক্ষেপ করেন। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, এই মেলার ইতিহাস পুরানো। কিন্তু এই মেলা যাদের করার কথা তারা এগিয়ে না আসায় হলো না। যদিও আমাকেই দায়ী করা হচ্ছে। পৌষমেলা করতে গিয়ে আমাদের আদালতের শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে। হস্তশিল্পী আমিনুল হোদা বলেন, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ছাড়া বিশ্বভারতীর করার কোনো এলেম নেই। শিল্পীদের ক্ষতি হলো। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, গ্রামীন মেলা শুধুমাত্র বিকি কিনির জন্য নয়। এটা কখনই ভাবেন নি কবিগুরু। কবিগুরু গ্রামবাংলার মানুষের ভাবনা, সংস্কৃতি আদান-প্রদানের জন্য এই মেলার সূচনা করেন। ১৯২২ সাল থেকে কবিগুরু গ্রাম বাংলার মানুষদের নিয়ে শ্রীনিকেতনে কাজ শুরু করেন। নিজেকে প্রকাশিত করার মাধ্যম এই মেলা।

তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে আগুন

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নন্দীগ্রামের কালীচরণপুরে এক তৃণমূলর কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। অভিযোগের তির বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ গেরুয়া শিবির। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে নন্দীগ্রাম কালীচরণপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রামের এক নম্বর ব্লকের কালীচরণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মঙ্গলবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ তৃণমূলের কর্মী সঞ্জয় দাসের বাড়িতে আগুন লাগে। বিজেপির বিরুদ্ধে এই আগুন লাগানোর অভিযোগ করা হয়। সঞ্জয়ের অভিযোগ, ভোরে আচমকাই বোমাবাজির আওয়াজ পান পরিবারের সদস্যরা। সেই আওয়াজ শুনে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দেখেন তাঁদের নির্মীয়মাণ মাটির বাড়িতে আগুন জ্বলছে। এলাকার লোকজনদের চিৎকার করে ডেকে তাঁরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। ততক্ষণে পুরো বাড়ি পুড়ে যায়। তৃণমূলের অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি। তাদের দাবি, জায়গা নিয়ে পারিবারিক গণ্ডগোলের কারণে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঞ্জয়ের অভিযোগ, আগে বিজেপি করতাম। এখন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছি। তারই হয়তো প্রতিশোধ নিতেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে বিজেপি। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে শাসক-বিরোধী গণ্ডগোল। এদিনের এই ঘটনায় ফের একবার তা প্রমাণিত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপিতে ভাঙ্গন। কোচবিহার জেলায় বিজেপির দখলে থাকা একমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত ঘোকসাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সহ একজন পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন। কোচবিহার জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের হাত থেকে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাজু সরকার এবং পঞ্চায়েত সদস্য অধীর সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন। কোচবিহার জেলার ১২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে এই একটি মাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে বিজেপির দখলে রয়েছে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪ জন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি নয়টি আসনে জয়লাভ করে এবং তৃণমূল কংগ্রেস পাঁচটি আসনে জয়লাভ করে। স্বাভাবিকভাবেই গ্রাম পঞ্চায়েতটি দখল করে বিজেপি। এবার বিজেপির সেই নয় জন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে উপপ্রধান সহ আরও এক জন পঞ্চায়েত সদস্য আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় সমান সমান।

সাইকেলে মাটি সংরক্ষণের বার্তা

দুরন্ত বার্তা, ইটাহার, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সাধারণ মানুষকে মাটি সংরক্ষণের বার্তা দিতে সাইকেলে ভারত ভ্রমণকারী এক যুবক এসে পৌছালেন ইটাহারে। এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারের জাতীয় সড়কে সুরেন্দ্র যাদব নামে এক যুবকের দেখা মিলল। তার বাড়ি মধ্যপ্রদেশের বিরপুরা গ্রামে। ২০২২ সালের ২৬ মার্চ তামিলনাড়ুর কোয়েমবাটুর থেকে তার এই সচেতনতার যাত্রা শুরু হয়। বিগত ১১ মাসে দেশের ১৯টি রাজ্যের বুক চিরে সাইকেল নিয়ে প্রায় ২২ হাজার কিলোমিটারের অধিক যাত্রা পথ অতিক্রম করে আজ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারে এসে পৌছান। এদিন ইটাহারে আসতেই রাস্তায় সাধারণ মানুষরা তাকে পথ আটকে অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জানান। মূলত, বর্তমানে মাত্রাতিক্ত রাসায়নিক ও কেমিক্যাল প্রয়োগের ফলে মাটির স্বাস্থ্য সংকটে। তাই মাটির দূষণ রোধ করে সাধারণ মানুষকে মাটিকে সংরক্ষণ করার বার্তা দিতেই সাইকেল নিয়ে তার এই দেশ ব্যপী সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান।

চিকিৎসা করাতে হাসপাতালে উদয়ন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ মন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক বা পিএ মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে ফোনে জানান, উদয়নবাবু চিকিৎসার জন্য মেডিকেলে আসতে চান। সেই মতো বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের সতর্ক করা হয়। কর্তৃপক্ষের তরফে যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এদিন বেলা সোয়া ১২টা নাগাদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর কনভয় মেডিকেলে ঢোকে। তিনি শ্বাসকষ্ট ও কাশি হচ্ছে বলে জানালে সঙ্গে সঙ্গে কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান সহ তাঁর পুরো টিমকে সেখানে ডাকা হয়। ইসিজি সহ অন্য শারীরিক পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মন্ত্রীর তেমন কোনও সমস্যা নেই। কিছু ওষুধ ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উদয়ন বলেন, আমি নিজের চিকিৎসার জন্যই মেডিকেলে এসেছিলাম। উত্তরকন্যায় মিটিং শেষ করে এখানে আসি। নিজের চিকিৎসার পাশাপাশি মেডিকেলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোঁজ খবরও নিয়েছি।

স্টেশনে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কারখানায় ডিউটিতে যাওয়ার পথে স্টেশনেই পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সকালে হলদিয়া বন্দর স্টেশনে। মৃত শ্রমিকের নাম কার্তিক গোপাল দাস (৩০)। তিনি নন্দীগ্রামের বাসিন্দা। কাজ করতেন হলদিয়া এক্সাইড ব্যাটারি কারখানায়। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে হলদিয়া মেলা দেখার পর মেলাতেই বিশ্রাম নিয়েছিলেন গোপাল। মঙ্গলবার সকালে ট্রেন ধরার জন্য ট্রেন ধরতে আসেন হলদিয়া বন্দর স্টেশনে। স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীরা জানান, হঠাৎই জল খেতে গিয়ে পড়ে যান তিনি। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে দুর্গাচক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু চিকিৎসকরা জানান তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং. এসটি-ওটি-ডিআরএম-সিগএনএফ_২০২৩ তারিখ ০৩.০২.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল এবং টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (সিও)/খড়্গপুর-৭২১ ৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, সেগুলি দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে খোলা হবে। কাজের বিবরণ ঃ খড়্গপুর ডিআরএম বিল্ডিং কনফারেন্স রুম-এ টেলিকম সুবিধা সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনা করার কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১২,০২,৫১৮.০৮ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ২৪,১০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ নেই। খোলার তারিখ ঃ ০২.০৩.২০২৩। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ০৩ মাস। দাখিল করার তারিখ ঃ ০২.০৩.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট। আগ্রহী টেন্ডার দাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে ও অনলাইনে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। [illegible] প্রষ্টব্য ঃ সমস্ত দরদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-1086)

RASAPUNJA GRAM PANCHAYAT
UNDER THAKURPUKUR MAHESHTALA DEV. BLOCK
RASAPUNJA, BISHNUPUR, SOUTH 24 PGS
E-Tender Notice

Application are invited from bonafied contractors/agencies vide NIT bearing **memo nos are- 704/RGP/2023, dated-08/02/2023** of the undermentioned for"CC ROAD" works under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: **15/02/2023, 11:00 am**, Date of Opening **17/02/2023, 11:00 am.** For details, please see **www.etender.com**.

Sd/- Prodhan
Rasapunja Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

Office of the Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 22-PS/Ch1/2022-23 dt: 07/02/2023.** Last Date of Bid Submission: **16/02/2023, 18.00 Hrs.** Date of Opening: **20/02/2023, 11.00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Executive Officer
Mashat, Hooghly

e-Tender Notice

Pradhan, Maju Gram Panchayat under Jagatballavpur Block, Howrah, has invited e-Tender vide **NIT No. : Maju GP/144/MNB(LWM)/2022-23, Maju GP/145/MNB(LWM)/2022-23, Maju GP/147/MNB(LWM)/2022-23, Maju GP/148/MNB(LWM)/2022-23, Maju GP/149/MNB(LWM)/2022-23, Maju GP/150/MNB(LWM)/2022-23, Maju GP/151/MNB(LWM)/2022-23, dated 06/02/2023.** Last Date of Submission of Bid : **15/02/2023 upto 4.00 pm.** Bid Opening Date on **17/02/2023 at 2.00 pm.** For more information please visit the website **: https//www.wbtenders.gov.in**

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
"Centre Point", 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor, Room No. 306, Kolkata- 700001
CIN: L67120WB1982PLC035476

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered Office of the Company on 14th February, 2023 at 1:00 P.M. inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2022.

With reference to notice of Board Meeting as above, this is to further inform you that as per the Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the trading window for dealing in the securities of the Company will be closed for all directors / KMP/ officers /designated employees of the Company till 16th February, 2023.

For Pronto Industrial Services Ltd.
Suraj Ratan Bagree
Wholetime Director
DIN: 02515173
Place: Kolkata
Date: 07.02.2023

শ্যামা ইনফোসিস লিমিটেড
CIN : L24235MH1996PLC057150
রেজি. অফিস ঃ ৩য় ফ্লোর, প্লট নং. ৩৯৫/ ৯৭, রুইয়া বিল্ডিং, কলবাদেবী, মুম্বই-৪০০০০২
ফোন. (০৩৩) ২২৪২০৭৫১
ই-মেলঃ shyamainfosys57@gmail.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.shyamainfosys.co.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ যে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ (ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে) বিবেচনা এবং রেকর্ড গ্রহণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২।

আরও 'কোড অফ কণ্ডাক্ট' অনুসারে যা সজ্জিত অধীন সেবি (পিআইটি) ধারা, ২০১৫ ট্রেডিং উইন্ডো ইতিমধ্যে বন্ধ হয়েছে ডিরেক্টর, প্রশাসনিক আধিকারিক, সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং পদাধিকারীদের জন্য কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ট্রেডিংয়ে ১ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে এবং বন্ধ থাকবে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ঘোষিত হওয়া পর্যন্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২।

শ্যামা ইনফোসিস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /- সমীর বিশ্বাস
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 07834469
স্থান ঃ মুম্বই
তারিখ ঃ ০৮.০২.২০২৩

নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

এটি জনগণের জন্য একটি সাধারণ তথ্য, যাতে দীর্ঘদিন ধরে গুয়াহাটির পার্সেল অফিসে পড়ে থাকা সংযোগহীন ও বিতরণহীন চালানের নিষ্পত্তির জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এগুলি প্রকাশ্য নিলামের দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে, যা ১৫-০২-২০২৩, ২৮-০২-২০২৩, ১৫-০৩-২০২৩, ২৮-০৩-২০২৩, ১২-০৪-২০২৩, ২৬-০৪-২০২৩, [illegible] [illegible]

ডিসিএম, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস — ঝাঁসি ডিভিশন

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), এন.সি. রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন সিলকরা "ওপেন টেন্ডার" অনলাইন মাধ্যমে (ই-টেন্ডারিং) নিম্নলিখিত কাজের জন্য।

বিস্তারিত বিবরণ	ই-টেন্ডার নং.	আনুমানিক মূল্য	বায়না মূল্য
ভিজিএলবি ওয়াশেবল অ্যাপ্রন মেরামতি পিএফ নং. ২, পিএফ নং. ৩, পিএফ নং. ৪ এবং পিএফ নং.৭ ভিজিএলবি স্টেশনে।	জেএইচএস-ইঞ্জি-সি-২০২৩-২০	৭৮৪৬৬৪৮.০৪	১৫৬৯০০.০০

টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ২৮.০২.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা। **গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়ার পর মেয়াদ / সম্পাদনের তারিখ ঃ** ০৬ মাস। টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে ২৮.০২.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। -বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং দরপত্র জমা করতে দয়া করে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট-**www.ireps.gov.in**।

189/23 FA

PUNISOLE GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O. PUNISOLE, BLOCK-ONDA,
DIST.-BANKURA
NIeT No:-01/PGP/2022-23
Dated:-07.02.2023

Last date of submission-on or before **15/02/2023 (up to 06.00 PM).** Date of Opening-**20/02/2023 (From 12.00 Noon).** (For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**)

Sd/- Pradhan
Punisole Gram Panchayat

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-তরলীকরণে

নিলামের জন্য গনবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারীর তরফে জনস্বার্থে বিজ্ঞাপিত করা যায় যে নিম্ন উল্লেখিত সম্পত্তি যার মালিক **গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-তরলীকরণে ("জিএনসিএল")**, বিক্রয় করা হবে **'ই-নিলাম মাধ্যমে'** শর্ত এবং চুক্তি মেনে যা নিম্নে উল্লেখ্য। বিক্রয় হবে কোনরূপ ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়া।

১	নিলামের তারিখ এবং সময়	**সোমবার, ০৭ মার্চ, ২০২৩, ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা।** প্রতি নিলাম হবে অনির্দিষ্ট সময়সীমায় প্রতি ৫ মিনিটের, যেমন ই-নিলাম শেষের সময় বাড়ানো হবে ৫ মিনিট প্রতি ক্ষেত্রে যদি দর শেষ হয় নিলাম শেষ হওয়ার ৫ মিনিট পূর্বে।
২	সম্পত্তি / সামগ্রী বিক্রয় করা হবে	পাওয়ার প্ল্যান্ট সামগ্রী (সংগৃহীত) সেট গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড (তরলীকরণে) ধারওয়াদ, কর্নাটকা, এবং অতালিকাভুক্ত ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ, যার বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে প্রোসেস মেমোরাণ্ডাম ওয়েবসাইটে-www.gujratnrecoke.com।
৩	সংরক্ষিত মূল্য	**ব্লক এ ঃ** পাওয়ার প্ল্যান্ট সেট সামগ্রী-আইএনআর **আইএনআর ১৭,০৫,৭৩,৪৯৩ (টাকা ১৭.০৬ কোটি)** **ব্লক বি ঃ** অতালিকাভুক্ত ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ-আইএনআর **আইএনআর ৪,০৩,০১,৪০৬ (টাকা ৪.০৩ কোটি)** (উপরোক্ত সংরক্ষিত মূল্য কোনরূপ প্রযোজ্য কর ছাড়াই)
৪	নিলামে অংশগ্রহণ	সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের যুক্ত হতে হবে অনুসারী সমস্ত নিয়ম এবং শর্তাবলী বা প্রোসোসে মেমোরাণ্ডাম (যা প্রযোজ্য হবে) মেনে যা বিক্রয় নোটিসে উল্লেখিত। উভয় নথি পাওয়া যাবে-www.gujratnrecoke.com।
৫	ইএমডি জমা করার শেষ তারিখ	শনিবার ০৪ মার্চ, ২০২৩ সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকায়
৬	সম্পত্তি পরিদর্শন	পরিদর্শনের জন্য আবেদন জানান liquidator.gncl@decoderesolvency.com বিস্তারিত তথ্যের সাথে অনুরোধ জানান।

সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া যায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে শুধুমাত্র ইমেল মাধ্যমে, লিখিত আকারে-liquidator.gncl@decoderesolvency.com, অন্য কোন পদ্ধতিতে যোগাযোগ গ্রহণযোগ্য নহে।

সুমিত বিনানী
তরলীকারক
sumit_binani@hotmail.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশান নাম্বার ঃ আইবিবিআই / আইপিএ-০০১/ আইপি-এন০০০০৫/ ২০১৬-১৭/ ১০০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

BANKRA 3NO. GRAM PANCHAYAT
VILL.& PO.-BANKRA, P.S.-DOMJUR, DIST-HOWRAH
Memo No-12/Bankra-III G.P., Date-02/02/2023
Tender Ref. No. WB HZP/PRA/BAN-3 NIT-3/2022-2023

For and on behalf of the Bankra-III Gram Panchayet. Pradhan of Bankra-III G.P. invites percentage rate tender through E-tendering for works. Bid submission start date-**03/02/2023.** Bid submission end date- **11/02/2023 up to 15.00 PM.** Technical bid opening date- **13/02/2023 at 11:30 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Bankra III Gram Panchayet

Office of The Krishnapur Gram Panchayat
Vill-Krishnapur, PO-Krishnapur, Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Notice Inviting Tender No:- 04/KGP/2023, Dated: 06-02-2023

Sealed Tender is invited by Prodhan, Krishnapur G.P. under Kaliachak-III Dev. Block from bonafide outsider agencies for 11(Eleven)nos. works, Source of Fund: XIV FC. Date & time for issuing tender paper **15.02.2023 up to 3:00 pm.** Date of Opening of tender **16.02.2023 up to 3:30 pm.** Details please visit **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Krishnapur Gram Panchayat

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 112/EO/JLD-II, Dated: 07/02/2023
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender THROUGH CANCELLATION AGAINST RETENDER FOR 2 ND CALL for: **NIeT No.-10(e)/EO/JLD-II/2022-23 dt 20.01.2023**, for 3 nos. of scheme **(OLD Tender ID 2023_ZPHD_454874_1 TO 2023_ZPHD_454874_3 & NEW Tender ID: 2023_ZPHD_454874_7 TO 2023_ZPHD_454874_9)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **15.02.2023 up to 5-00 pm** respectively.

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

moshiara Gram Panchayat
Vill : & P.O.- Moshiara P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
NIT No-12/MoshGP/2022-23 (2nd Call)

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders of few Construction works in Moshiara GP area details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO – Moshiara, Dist. – Bankura.

Sd/-Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

কোলমা কর্মাশিয়াল কোম্পানি লিমিটেড
CIN : L51109WB1983PLC035719
রেজি. অফিস ঃ সিএ-২২৬, সিএ ব্লক, সেক্টর ১, কলকাতা-৭০০০৬৪
Email : colmacommercial@gmail.com, Website : www.colmacommercial.in

অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ
ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২
(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২২ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২১ (অনিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৯.৬২	২৫.৫৯	-
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, অতিরিক্ত এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	৫.৯৯	১৪.৯২	৩.৬৫
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে, (অতিরিক্ত এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	৫.৯৯	১৪.৯২	৩.৬৫
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (অতিরিক্ত এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	৫.৯৯	১৪.৯২	৩.৬৫
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৫.৯৯	১৪.৯২	৩.৬৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি)			
	ক) মূল	২.৪২	৬.০৩	১.৪৭
	খ) মিশ্র	২.৪২	৬.০৩	১.৪৭

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানি ওয়েবসাইটে www.colmacommercial.in।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
স্বা /-
রাজেশ প্রজাপতি
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN : 08251452
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৩

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড
রেজি অফিস ঃ পূর্বাশা হাউস, ২৫ পার্ক লেন, কলকাতা-৭০০০১৬, ভারত
ফোন নং. ২২২৯-২৮৮১, ২২৪৯-৫৫২৪
E-mail : corporate@purbasharesources.in,
Website : www.purbasharesources.in
CIN - L65993WB1980PLC032908

অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল বিবরণী তিন মাস এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২
(টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২ ৩ মাস শেষে অনিরীক্ষিত	বছর থেকে তারিখ ৩১.১২.২০২২ ৯ মাস শেষে অনিরীক্ষিত	চলতি ৩ মাস শেষে পূর্বেকার বছরে ৩১.১২.২০২১ অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	১৪,৪৯৬,০৮৯	৩১,৩৮১,৮৪৩	৭,০৬৪,৮৯৪
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, অতিরিক্ত এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	৫,৬৯৬,৯০৫	১৩,৩২৯,৭৩৫	১,৭০২,৯২৪
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে , অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	৫,৬৯৬,৯০৫	১৩,৩২৯,৭৩৫	১,৭০২,৯২৪
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর, অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	৪,৭৮৪,৯০৫	১১,১৫৩,৭৩৫	১,৩০২,৯২৪
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (লাভ / (ক্ষতি) সংযুক্ত মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	১৪,৫৫৪,৪১০	২৯,৪৯৭,৯৭৮	১,৩০২,৯২৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০,০১০,০০০	৩০,০১০,০০০	৩০,০১০,০০০
৭	সংরক্ষণ (উত্থাপিত সংরক্ষণ সহ যা দেখানো হয়েছে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে পূর্বেকার বছরে)	১৯২,২২৮,৩৫৪	১৯২,২২৮,৩৫৪	১৯৫,৮১৭,২১৮
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি এবং অচলতি আয় থেকে) (এফ.ভি. ১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	১.৫৯	৩.৭২	০.৪৩

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং তারপর অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের দ্বারা এবং রেকর্ড গ্রহণ হয়েছে বোর্ডের সভায় ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। বিধিসম্মত অডিটরগন সাময়িক পর্যালোচনা করেছেন উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২।
২. উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির তিন মাস ও নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে।
৩. বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.purbasharesources.in।
৪. পূর্বেকার মেয়াদের রাশি পুনসজ্জিত/ পুনসংগ্রহ/ পুনসংযোগ করা হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে, চলতি মেয়াদের রাশির সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য।

বোর্ডের আদেশানুসারে
বিকাশ আগরওয়াল বিঞ্জরাজকা
চেয়ারম্যান
DIN: 00012978
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৩

ইন্ডিয়ান বেস মেটালস কোম্পানি লিমিটেড
রেজি. অফিস ঃ ২৪০ বি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২০, ফোন ঃ (০৩৩) - ৭৯৬৬-০৪৫৮
ই-মেল ঃ bansalramesh@hotmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.indianbasemetals.com
CIN-L27209WB1971PLC028015

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল
ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২
(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	চলতি ৩ মাস শেষে পূর্ব বছরে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয়	৭.১৩	৬.৯৩	২১.৩৭
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে	৪.৬৯	৪.৩৯	১৩.২১
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারন আইটেম পর)	৪.৬৯	৪.৩৯	১৩.২১
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর, অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারন আইটেম পর)	৩.৪৭	৩.১৩	৯.৭৮
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	-	-	-
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.১৩	৩০০.১৩	৩০০.১৩
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্ব বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)	২৮৭.৯০	-	৫৭২.৩৩
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি এবং অচলতি আয় থেকে) (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	০.১২	০.১০	০.২৩

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ যা পর্যালোচনা করেছে অডিট কমিটি এবং তারপর অনুমোদন হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর এবং তাদের প্রতিনিধিদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।
২. উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাটের আর্থিক ফলাফলের ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.indianbasemetals.com)।
৩. পূর্বেকার মেয়াদের রাশি পুনসজ্জিত হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে, চলতি মেয়াদের সাথে নিশ্চিতকরণে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
স্বা /- রমেশ বনসল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিএফও
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৩

দুরন্ত ভ্রমণ

পুরুলিয়ার কাছেই রয়েছে আরও এক সুন্দরবন, বেড়িয়ে আসুন

সুন্দরবনে রয়ছে সুন্দরী গাছ। সেই সুন্দরী গাছের টানেই পর্যটকরা বেড়াতে যান দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ সুন্দরবন জঙ্গলে। আবার টাকির মিনি সুন্দরবনেও যান পর্যটকরা। কিন্তু জানেন কী এই দুই সুন্দরবন ছাড়াও রয়েছে আরও এক সুন্দরবন। সেটা কলকাতার কাছে , কিন্তু একেবারেই অন্যরুটে। পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়ায় রয়েছে অন্য এক সুন্দরবন? শুনেই অনেরকেই অবাক হচ্ছেন। রুক্ষ-শুস্ক মালভূমিতে সুন্দরবন কীভাবে আসবে। সুন্দরবন তো জলা জায়গায় হয়। মোহনায় বদ্বীপ এলাকায়। যেখানে লবনাক্ত জলের সঙ্গে মিঠে জলের সংমিশ্রন ঘটে। যেখানে উঁকি দেয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। যার জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ। কিন্তু মালভূমিতে এমন পরিবেশ কোথায়। সেই রহস্য নিয়েই অপেক্ষা করছে পুরুলিয়ার সুন্দরবন। সেই রহস্যের সমাধান করতে হলে আসতে হবে এই অন্যরুটের সুন্দরবনে। সুন্দরবন পুরুলিয়া জেলা জুড়ে বয়ে গিয়েছে দ্বারকেশ্বর নদ। সেই দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়েই তৈরি হয়েছে অন্য এক অতি

সুন্দর সুন্দরবন। পুরুলয়ার কাশপুরে রয়েছে এই সুন্দরবন। যাকে এলাকার লোকেরা বলে রঞ্জনডি যোগমায়া সরোবর। দ্বারকেশ্বর নদের ব্রিজ পেরিয়ে যেতে হয় সেখানে। কাশিপুর টাউন থেকে এর দূরত্ব ৫৭ কিলোমিটার। এখানে নৌকা করে যেত হবে সেই সুন্দরবন দেখতে। জলা জমিতে গজিয়ে ওঠা জঙ্গল। আর তার জন্যই একে বলা হয় সুন্দরবন। সুন্দরী গাছের দেখা না মিললেও জলে জঙ্গলে সুন্দরবনের থেকে কম কিছু নয়। সপ্তাহান্তের ঝটিকা সফরে বেড়িয়ে আসুন কীভাবে যাবেন পুরুলিয়া শহরের কাছেই রয়েছে রঞ্জনডি। নিকটবর্তী রেলস্টেশন আদ্রা। তার থেকে এই সুন্দরবনের দূরত্ব ১৫ থেকে ১৭ কিলোমিটার। আবার সড়ক পথেও যাওয়া যায়। পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে এই রঞ্জনডি যোগমায়া সরোবরের দূরত্ব ৪৩-৪৫ কিলোমিটার। গাড়ি নিয়ে অনায়াসে চলে আসা যায়। নৌকা বিহারের ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। যোগমায়া সরোবরের টলটলে জলে নৌকাবিহার মনে করিয়ে দেবে সুন্দরবনের কথা। থাকার জায়গা রয়েছে এখানে, এখানে ইচ্ছে করলে থাকতেও পারেন। থাকার জায়গাও রয়েছে এখানে। সরোবরের একেবারে পাশেই রয়েছে একানে থাকার জায়গা। পূর্ণিমার রাতে আরও মনোরম হয়। সরোবরে একাংশে রয়েছে সোনা ঝুড়ির জঙ্গল। নৌকা করে সেখানে চলে যাওয়া যায়। জলের অর্ধেক অংশে ডুবে রয়েছে সোনাঝুড়ি গাছ। আবার ডাঙায় রয়েছে সোনাঝুড়ির জঙ্গল। সেখানে পিকনিকও করা যেতে পারে।

জানেন কি কলকাতার কাছেই রয়েছে দুর্দান্ত এক ফসিল পার্ক?

একদিনের ছুটিতে বোলপুর-শান্তিনিকেতন যান অনেকেই। জানেন কি শান্তিনিকেতনেই রয়েছে একটি ফসিল পার্ক। অনেকেই তার হদিশ জানেন না। সকলেই সোনাঝুড়ির হাট আর বিশ্বভারতী দেখে ফিরে আসেন কেনাকাটা করে। এবার চলে যেতে পারেন ফসিল পার্কে। একেবারে অন্যরকম অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরবেন। ফসিল পার্ক বোলপুর শান্তিনিকেতনের অফবিট পর্যটন কেন্দ্র ফসিল পার্ক। প্রায় কেউই জানেন না সেই জায়গার কথা। খুব কম সংখ্যক পর্যটকই আসেন সেখানে। বোলপুর থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বেই তৈরি হয়েছে এই ফসিলপার্ক। ইলেমবাজারের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে। ইলামবাজারের জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে এই ফসিল পার্ক। যাকে বলা হয় উড ফসিল পার্ক। একেবারে অন্যরকম এখানকার পরিবেশ। ১০টাকার টিকিট কেটে ঢুকে পড়ুন এই ফসিল পার্কে। এই ফসিল পার্কে রয়েছে ভিভিন্ন রকমের উড ফসিল। জানা গিয়েছে বোলপুরের জলকষ্ট মেটাতে এখানে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুকুর কাটার কাজ শুরু হয়েছিল। সেই খনন কাজ চালাতে গিয়েই উদ্ধার একাধিক প্রাচীন উদ্ভিদের ফসিল। প্রত্যেকটি ফসিলের বয়স দেড় থেকে ২ কোটি বছর। শেষে বনদফতর উদ্যোগী হয় এই বিরল উদ্ভিদের ফসিল রক্ষায়। তৈরি করা হয় এই ফসিল পার্ক। ১০ হেক্টর জমির উপরে তৈরি হয়েছে এটি। রাজ্যের এটিই প্রথম ফসিল পার্ক। গবেষকরা জানিয়েছে কোটি কোটি বছর আগে এই গাছগুলি বীরভূমের রাজ মহল পাহাড় এবং ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে এই গাছগুলি বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে এসেছিল এই এলাকায়। এখানকার মিহি বালি আর মাটিতে আটকে যায় সেগুলি। চারপরে ক্রমশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ভূমিবিপর্যয়ের পর এগুলি ফসিল হয়ে যায়। সেগুলি প্রস্তের চাপে একেবারে ফসিলে পরিণত হয়। এই পার্কে রয়েছে অসংখ্য ভেষজ উদ্ভিদ। কীভাবে যাবেন বোলপুর শান্তিনিকেতন যাওয়ার রাস্তা সকলেরই জানা। ট্রেনে

অথবা গাড়িতে পৌঁছে যায়। গাড়িতে যেতে হবে অথবা টোটো ভাড়া করে নিতে হবে এই ফসিল পার্কে যেতে হলে। একেবারে ইলামবাজারের জঙ্গলের ভেতরে রয়েছে এই উড ফসিল গাছ। যাতে একটা সময়ে বলা হতো চৌপাহাড়ি জঙ্গল। বুধবার বন্ধ থাকে এই ফসিল পার্ক। সাঁওতালি গ্রামে বেড়ানোর সুযোগ ফসিল পার্কে বেড়ানোর পাশাপাশি সাঁওতালি গ্রাম দেখার সুযোগও থাকছে। এই উদ্ভিদ ফসিল পার্কটি তৈরি হয়েছে সেটির নাম আমখই গ্রাম। সেটি একেবারেই আদাবাসী সাঁওতালি গ্রাম। সেখানে একটি সাঁওতালি শিশুদের স্কুলও রয়েছে। যাঁরা আদিবাসীদের জীবনযাত্রা তাঁদের গ্রাম দেখতে চান তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে এই আমখই গ্রাম। একই সঙ্গে ফসিল পার্ক দেখা আর সাঁওতালি গ্রাম দেখার সুযোগ পেয়ে যাবেন পর্যটকরা। জঙ্গলের গহীনের রোমাঞ্চ ইলামবাজার জঙ্গল একটা সময়ে এমন ছিল যে সহজে কেউ সেখানে যেতে ভয় পেতেন। এমনকী দিনের আলোতেও ইলামবাজারের জঙ্গল পেরোতেন না সহজে। এমন ডাকাতের দাপট ছিল। সেই সময় এখন পাড় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জঙ্গলের রোমাঞ্চ রয়ে গিয়েছে। বড় শাল, সোনাঝুড়ি গাছের মাঝখান দিয়ে মেঠোপথ দিয়ে ফসিল পার্কের ভেতরে ঢুকেছে রাস্তা। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে বেশ জঙ্গলে বেড়ানোর রোমাঞ্চ অনুভূত হবে সকলের। সপুস্পক উদ্ভিতের ফসিল এই পার্কে যতগুলো ফসিল রয়েছে সবগুলি সপুস্পক উদ্ভিতের তৈরি। এখনও অনেক উদ্ভিদের ফসিল চাপা পড়ে রয়েছে মাটির নীচে। রাজ্য সরকারের বনদফতর সেগুলি সংরক্ষণ করছে। খুব কম সংখ্যক পর্যটকই জানেন এই ফসিল পার্কের কথা। এখনও সেই ফসিল পার্কটির খনন প্রক্রিয়া চলছে। সেগুলি সংরক্ষণ করে ফসিল গুলি পর্যটকদের জন্য সাজিয়ে রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে। অনেক ফসিল আবার চুরিও হয়ে গিয়েছে আগে। ভেষজ উদ্ভিদের সমাহার একদিকে যেমন উদ্ভিদ ফসিল যেমন রয়েছে এই পার্কে তেমনই বিরল সব ভেষজ উদ্ভিদও রয়েছে। ওলট কম্বল গাছ, অনন্তমূল গাছ, আমলকি, কালমেঘ এগুলিতো রয়েইছে। সেই সব ভেষজ উদ্ভিদ থেকে কী কী ওষুধ পাওয়া যায় কী কী গুণাগুণ রয়েছে তারও ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে উদ্ভিদ গুলির পাশে।

লুধিয়ানায় আদালত চত্বরের বাইরে চলল গুলি, গুলিবিদ্ধ এক

লুধিয়ানা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় আদালত চত্বরের বাইরে চলল গুলি। দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম হয়েছেন এক ব্যক্তি। তিন রাউন্ড গুলি চলেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে, হিমাংশু নামে ওই যুবকের হাতে একটি গুলি লেগেছে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় দু'জন সন্দেহভাজনকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে পুরনো শত্রুতার জেরে এই গুলি চলার ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছে পুলিশ। অতিরিক্ত ডিসিপি সমীর বর্মা বলেছেন, হিমাংশু এবং জসপ্রীত সিং নামে দু'জন একটি মামলার শুনানির জন্য আদালতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় অপর পক্ষের সঙ্গে তাঁদের ঝামেলা হয়। দুষ্কৃতীরা গুলি চালালে হিমাংশু গুলিবিদ্ধ হয়েছে। মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অগ্নিকাণ্ড

ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ঢাকার মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস বিধ্বংসী আগুন। মঙ্গবলার দুপুর দেড়টা নাগাদ আগুন লাগে। অল্প সময়ের মধ্যে আগুন বিরাট আকার ধারণ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের দুইটি ইঞ্জিন। তাদের পক্ষে আগুন নিয়ন্ত্রণে কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হওয়ায় পরে দমকলের আরও পাঁচটি ইঞ্জিন সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আগুন লাগার খবরে আদালতে রীতিমত আতঙ্ক তৈরি হয়। এদিন এজলাসের যে সব কক্ষে মামলার শুনানি ছিল, তা দ্রুত বন্ধ করে দেওয়া হয়। আগুন লাগার সুযোগে বিচারাধীন বন্দিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তার জন্য নেওয়া হয় প্রয়োজনী ব্যবস্থা। জানা গেছে, এদিন ১টা ২০ মিনিট নাগাদ ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ১০ তলা ভবনের নিচতলায় আগুন লাগে। আসামিদের বের করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর খবর নেই।

অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে সরকারকে তীব্র আক্রমণ রাহুলের, আদানি ইস্যুতেও কেন্দ্রকে নিশানা

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। একইসঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্কট নিয়েও সরব হয়েছেন রাহুল। মঙ্গলবার লোকসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, আমরা যুব সমাজকে তাঁদের চাকরির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অনেকে বলেছে তাঁরা বেকার অথবা কেউ বলেছেন সে উবের চালায়। কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী- বিমা যোজনার অধীনে টাকা না পাওযার কথা বলেছেন, তাঁদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আবার আদিবাসীরা আদিবাসী বিল সম্পর্কে কথা বলছেন। রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'ভারত জোড়ো যাত্রা' চলাকালীন আমরা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম এবং আমরা নিজেদের কথাও রেখেছি। ভারত জোড়ো যাত্রায় আমরা শিশু, নারী, বৃদ্ধদের সঙ্গে কথা বলেছি। এরপর অগ্নিবীর প্রকল্প সম্পর্কে

রাহুল গান্ধী বলেছেন, অগ্নিবীর প্রকল্প সম্পর্কে অনেকে বলেছেন, যুবকদের ৪ বছর পর চলে যেতে হবে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেছেন, অগ্নিবীর যোজনা আরএসএস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে এসেছে সেনাবাহিনী থেকে নয়। অগ্নিবীর প্রকল্প আসলে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের মস্তিস্ক প্রসূত বলে মন্তব্য করেছেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেছেন, সেনার অবসরপ্রাপ্ত অফিসাররা বললেন, সেনাবাহিনীর ওপর অগ্নিবীর প্রকল্প চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বলেছেন, অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং তারপরে সমাজে ফিরে যেতে বলা হচ্ছে, এটি হিংসার দিকে পরিচালিত করবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অভিভাষণ প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী বলেছেন, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতির মত শব্দ রাষ্ট্রপতির ভাষণে ছিল না। রাহুল গান্ধীর কথায়, তামিলনাড়ু, কেরল থেকে হিমাচল প্রদেশ সমস্ত জায়গায় আমরা একটাই নাম শুনছি 'আদানি'। সমগ্র দেশ জুড়ে, একটাই নাম শোনা যাচ্ছে শুধু 'আদানি', 'আদানি', 'আদানি।' প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে রাহুল গান্ধী বলেছেন, সম্পর্ক অনেক বছর আগে শুরু হয়েছিল যখন নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন... একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুগত ছিলেন এবং মিস্টার মোদীকে পুনরুত্থিত গুজরাটের ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন। ২০১৪ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী মোদী দিল্লি পৌঁছেছিলেন তখন আসল জাদু শুরু হয়েছিল। আদানির চুক্তি পাওয়া সম্পর্কে রাহুল বলেছেন, আদানি কখনও ড্রোন তৈরি করেনি, কিন্তু এইচএএল, ভারতের অন্যান্য কোম্পানি তা করেছে। তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মোদী ইসরায়েল যান এবং আদানি চুক্তি পেয়ে যায়।

করিমগঞ্জ শহরে প্রতি মঙ্গলবার দোকানপাট বন্ধ রাখার নির্দেশ জেলা প্রশাসনের

অসম, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ করিমগঞ্জ শহরে প্রতি মঙ্গলবার দোকানপাট বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছে, ১৯৭১ সালের অসম দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের ১১ (১) ধারা বলে করিমগঞ্জ শহরে প্রতি মঙ্গলবার দোকানপাট বন্ধ রাখতে হবে। তবে যে-সব দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আইনের এই ধারার বাইরে রাখা হযেছিল সেগুলি ছাড়া অন্যান্য সব দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গোটা দিন বন্ধ রাখতে প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের অসম দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের উল্লিখিত ৩ (১) ধারার অধীনে যে সব দোকানে ২১ জন বা তার বেশি কর্মচারী রযেছেন এবং শ্রম কল্যাণ বিভাগ থেকে রেহাইর প্রমাণপত্র রয়েছে, সে-সব দোকান ও প্রতিষ্ঠানকে এই বন্ধের আওতার বাইরে রাখার বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাপ্তাহিক বন্ধের আওতার বাইরে যে সব দোকান ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে সেগুলি ডায়েরি সামগ্রী বিক্রির দোকান, রুটি, পেস্ট্রি, সুইট মিট ও ফুলের পাশাপাশি মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ফলমূল এবং ফার্মাসি বা ওষুধ, সার্জিক্যাল সামগ্রী, ব্যান্ডেজ ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী বিক্রির দোকান। এছাড়া শেষকৃত্য ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যবহৃত সামগ্রী বিক্রির দোকান এবং তামাক, সিগারেট, চুরুট, পান, বিড়ি, পানীয় সামগ্রী বিক্রির খুচরো দোকান, বরফ, সংবাদপত্র, সেলুন ও কেশ সজ্জার দোকান খোলা রাখা যেতে পারে। এদিকে কোনও প্রতিষ্ঠান সঞ্চালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এই নির্দেশ থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া অথবা অন্য যে কোনও ব্যাংক, রেলওয়ে প্রশাসনের দফতর খোলা থাকবে। এছাড়া জল পরিবহণ পরিষেবা, মোটর পরিবহণ পরিষেবা অথবা কোনও সর্বজনীন বরাদ্দ প্রক্রিয়া, কোনও শিল্পোদ্যোগ বা বাণিজ্যিক অথবা আন্ডারটেকিং যা জনগণকে বিদ্যুৎ, আলো ও জল সরবরাহ করে, এই ধরনের জনগণের ব্যবহৃত অন্যান্য কোম্পানি বা শ্রেণি যা রাজ্য সরকার থেকে বিজ্ঞাপিত, এগুলিকে এই আইন থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

গুলমার্গ ও পহেলগাম এখনও কাঁপছে শীতে

শ্রীনগর, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ হাড় কনকনে ঠান্ডা সামান্য কমল শ্রীনগরে, শীত কমেছে কাজিগুন্দেও। তবে, জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গ ও পহেলগামে মঙ্গলবার জাঁকিয়ে শীত মালুম হয়েছে। মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে সবথেকে শীতলতম ছিল গুলমার্গ, সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কাজিগুন্দে ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে মাইনাস ৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টা মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। পরবর্তী দু'দিনের জন্য সমতলে বৃষ্টি ও পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কাশ্মীরের তুলনায় ঠান্ডা এখনও বেশি লাদাখে। লাদাখের লেহতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও কার্গিলে মাইনাস ১০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অভিযুক্ত মহিলার কুমারীত্ব পরীক্ষা অসাংবিধানিক ঃ দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ তদন্ত চলাকালীন, বিচার বিভাগীয় হেফাজত কিংবা পুলিশ হেফাজতে কোনও অভিযুক্তের ভার্জিনিটি টেস্ট বা কুমারীত্ব পরীক্ষা অসাংবিধানিক। মঙ্গলবার, ১৯৯২ সালের সিস্টার অভয়া হত্যা মামলার ক্ষেত্রে, সিস্টার সেফির ভার্জিনিটি টেস্টকে চ্যালেঞ্জ করে হওয়া মামলার রায় দেওয়ার সময়, গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করলেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্ণ কান্তা শর্মা। তিনি সাফ জানিয়েছেন, এই প্রক্রিয়া সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১-এর লঙ্ঘনকারী। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১-এ নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সিস্টার সেফির মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলেও জানান তিনি। সেই সঙ্গে, আদালত সিস্টার সেফিকে তার বিরুদ্ধে চলা ফৌজদারি মামলার কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ চাওয়ার অধিকারও দিয়েছে। ১৯৯২ সালের ২৭ মার্চ কেরলের কোট্টায়ামে সেন্ট পায়াস টেন্থ কনভেন্টের কুয়ো থেকে পাওয়া গিয়েছিল সিস্টার অভয়া নামে এক ২০ বছরের শিক্ষানবিশ সন্ন্যাসিনীকে। স্থানীয় পুলিশ এবং কেরল পুলিশের অপরাধ দমন শাখা প্রথমে ঘটনাটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করেছিল। তবে, এই ঘটনা নিয়ে তীব্র জনরোষের মুখে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল সিবিআই-কে। তদন্তের সময় ভার্জিনিটি টেস্ট করে দেখা গিয়েছিল একজন খ্রীষ্টিয় সন্ন্যাসিনী হওয়া সত্ত্বেও সিস্টার সেফি কুমারী নয়। আরও তদন্তে জানা গিয়েছিল, এই মামলার আরেক অভিযুক্ত ফাদার কোট্টুরের সঙ্গে, তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের কথা জানতে পেরে গিয়েছিলেন সিস্টার অভয়া। তাঁর মুখ বন্ধ করতেই তাঁকে হত্যা করেছিল সিস্টার সেফি এবং ফাদার কোট্টুর। ২০২০ সালে এক বিশেষ সিবিআই আদালত সিস্টার সেফিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মূলত, সিস্টার সেফির ভার্জিনিটি টেস্টের ভিত্তিতেই, ফাদার কোট্টুরের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক প্রমাণ হয়েছিল আদালতে। সেই রায়ের বিরুদ্ধে কেরল হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন সিস্টার সেফি। উচ্চ আদালত আপাতত তাঁর সাজা স্থগিত রেখেছে। বিষয়টি নিয়ে মামলা চলছে। এর পাশাপাশি ২০০৯ সালে, তদন্ত চলাকালীন তার ভার্জিনটি টেস্ট করাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল সিস্টার সেফি। এদিন সেই মামলারই রায় দিল দিল্লি হাইকোর্ট। যে ভার্জিনিটি টেস্টের ভিত্তিতে সিস্টার সেফিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল সিবিআই আদালত, সেই প্রক্রিয়াটিই অসাংবিধানিক বলে জানিয়ে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। কাজেই, এই দিনের রায় কেরল হাইকোর্টে চলা মূল মামলার প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ মল্লিকার্জুন খাড়গের, মিথ্যে বলায় পটু

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বললেন, বিজেপি মিথ্যে বলায় পটু। মিথ্যা কথা বলার জন্য ও মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আদানি ইস্যুতে বিগত কয়েকদিন ধরে উত্তাল সংসদ। বিরোধীদের হইহট্টগোলের কারণে মুলতুবি হয়ে যাচ্ছে সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন। এ জন্য বিরোধীদের দোষারোপ করছে বিজেপি। কিন্তু খাড়গের মতে, বিজেপি মিথ্যে কথা বলছে। মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, আমরা একটি ইস্যু উত্থাপন করার আগেই তাঁরা সদন মুলতবি করে দেয়। আমাদের নোটিশের কোনও উল্লেখ নেই, তাঁরা শুধু বলছেন সদনে শৃঙ্খলা নেই। আপনারা কী সদন চলতে দিচ্ছেন? তাঁরা মিথ্যে কথা বলছে। বিজেপি মিথ্যা কথা বলতে বলতে পারদর্শী। আদানি ইস্যুতে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, আমরা শুধু আলোচনা ও সঠিক তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।

মুকুরিয়া স্টেশনে মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ট্রেনের অস্থায়ী স্টপেজ

মালিগাঁও, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভক্তদের সুবিধার্থে, মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মুকুরিয়া স্টেশনে ১৭ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ দুই মিনিটের জন্য কয়েকটি ট্রেনের অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন নং ১৫৭১৯ (কাটিহার - শিলিগুড়ি জং.) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস মুকুরিয়া স্টেশনে ০৬.৫৪ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ০৬.৫৬ ঘন্টায় ছাড়বে। ফেরার পথে, ট্রেন নং ১৫৭২০ (শিলিগুড়ি জং. - কাটিহার) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস মুকুরিয়া স্টেশনে ১৭.০৭ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ১৭.০৯ ঘণ্টায় ছাড়বে। ট্রেন নং ১৫৪৬৩ (বালুরঘাট - শিলিগুড়ি জং.) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস মুকুরিয়া স্টেশনে ১৫.৩৫ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ১৫.৩৭ ঘণ্টায় ছাড়বে। ফেরার পথে, ট্রেন নং ১৫৪৬৪ (শিলিগুড়ি জং. - বালুরঘাট) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস মুকুরিয়া স্টেশনে ১১.০৪ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ১১.০৬ ঘন্টায় ছাড়বে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ এবং সময় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আইআরচিটিচি ওয়েবসাইট এবং এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতেও উপলব্ধ থাকবে। যাত্রীদের তাদের ভ্রমণ যাত্রা শুরু করার পূর্বে বিস্তারিত যাচাই করে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জুড়ে যাচ্ছে পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলের লাইন, মশাগ্রাম দিয়ে নতুন রাস্তা বাঁকুড়ার

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়ার মানুষের জন্য এবার এল বড় সুখবর। সরাসরি রেললাইনে যুক্ত হচ্ছে বাঁকুড়া থেকে হাওড়া । বাঁকুড়া থেকে ট্রেনে তারা সরাসরি এবার হাওড়া আসতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে। সেই ব্যবস্থাই কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হল এইবার। এতদিন বাঁকুড়া থেকে হাওড়া আসতে হলে খড়গপুর হয়ে আসতে হত। তার কারণ সাউথ ইস্টার্ন রেলের বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম পর্যন্ত লাইন থাকলেও হাওড়ার সঙ্গে সেই লাইনের কোন যোগ ছিল না। অন্যদিকে পূর্ব রেলের হাওড়া বর্ধমান লাইনে মশাগ্রাম স্টেশন রয়েছে। ফলে দুই রেল অর্থাৎ পূর্ব রেল এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলের এই মশাগ্রামে লাইন অথবা স্টেশন থাকলেও দুটির মধ্যে কোনও যোগ ছিল না এতদিন। এবার সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এই দুটি লাইনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। ফলে বাঁকুড়া থেকে যেকোনও ট্রেন মশাগ্রাম হয়ে হাওড়া থেকে চলে যেতে পারবে। এই পুরো কাজটি পূর্ব রেল করবে বলে জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে এই কাজের সময়সীমা স্থির করা হয়েছে ১০ মাস। প্রায় ৩৯ কোটি টাকা খরচা করে এই যোগাযোগ লাইন তৈরি করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

কমেছে হজ প্যাকেজের খরচ

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন হজ নীতির অধীনে হজ প্যাকেজের খরচ প্রায় ৫০,০০০ টাকা কমছে। এমনটাই জানিয়েছে সরকার। নতুন হজ নীতির অধীনে এই প্রথমবার হজ প্যাকেজের খরচ প্রায় ৫০,০০০ টাকা কমছে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক জানিয়েছে, নতুন যুগান্তকারী হজ নীতি হজযাত্রীদের আর্থিক স্বস্তি প্রদান করবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব রেলওয়ের বর্ধমান স্টেশনে ট্র্যাফিক-কাম-পাওয়ার ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপ বাতিল থাকবে ঃ ১২০১৯ হাওড়া-রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস ০৯.০২.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১২০২০ রাঁচি-হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস ০৯.০২.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১৩৫০৩ বর্ধমান-হাতিয়া মেমু এক্সপ্রেস ০৯.০২.২০২৩ বাতিল থাকবে। ১৩৫০৪ হাতিয়া - বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেস ১০.০২.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে।

মেট্রো সিআরএস অনুমোদন পায়

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নিউ গড়িয়া - হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অরেঞ্জ লাইনের প্রসারিত এবং ৫.৪-কিমি দৈর্ঘ্যের অংশে ৫টি স্টেশন খোলার জন্য কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি এর অনুমোদন আজ গৃহীত হয়েছে। এর আগে ২২ ডিসেম্বর, ৩০ ডিসেম্বর ২০২২-এ জোকা থেকে তারাতলা সেকশন পর্যন্ত ৬.৫-কিমি প্রসারিত করা হয়েছে। এর আগে জুলাই মাসে, '২২ শিয়ালদহ থেকে ফুলবাগান সংযোগও চালু করা হয়েছিল। এইভাবে ২০২২-২৩ সালে মোট ১৪.২৩ কিলোমিটার মেট্রো নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। এটি ১৯৭২ সালের মেট্রো নির্মাণ শুরু হওয়ার পর থেকে এক বছরে মেট্রো নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ। এটি এক বছরে ৩৬ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের বৃদ্ধি। নতুন গড়িয়া - হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রসারিত খোলার জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনারের অনুমোদন আজ গৃহীত হয়েছে। CRS-এর সমস্ত পর্যবেক্ষণকে সম্বোধন করে, মেট্রো রেলওয়ে এই লাইনের উদ্বোধনের জন্য রেল মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ করবে।

Name Change

I, SEKH SALLUDDIN alias SK SALAHUDDIN (Old Name) S/o SK KALO SONA residing at Delhi Road Chowmatha, PO & PS- Dankuni, Hooghly-712311 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) SK SALLUDDIN (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2023. SEKH SALLUDDIN, SK SALAHUDDIN and SK SALLUDDIN both are same and one identical person.

Name Change

I, Amala Roy D/O- Manikeswar Roy @ Manikeswar Ray resident of Anandapally (East), P.O.-Sripally, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713103, shall henceforth be known as 'AMALA GHOSH' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 07/02/2023.

Name Change

I, MD MUSTAFAUDDIN alias MD MASTABUDDIN alias MD MOSTAFAUDDIN MOHAMMAD (Old Name) S/o Late Eid Mohammad alias INDRAMOH MOHAMMAD residing at Santi Bhaban, 1 st Floor, FL-C, 11, HLDG KHUDIRAM SARANI, PS- DUMDUM, Dist- (North) 24 Parganas-700065 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) MD MUSTABIN (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2023. MD MUSTAFAUDDIN, MD MASTABUDDIN, MD MOSTAFAUDDIN MOHAMMAD and MD MUSTABIN both are same and one identical person.

Name Change

I, MANCHEYARA BIBI (Old Name) D/o AACHHANA SEKH residing at Vill & Po – PADMAMALA, PS- CHAPRA, DIST-NADIA PIN -741123 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) MANCHEYARA MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2023. MANCHEYARA BIBI and MANCHEYARA MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, SK AZAJUL HAQUE (Old Name) S/o SK ABDUL MOHID residing at NABABPUR, GABTALA, PS-CHANDIPUR, HOOGHLY- 712701 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) SK EJAJUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2023. SK AZAJUL HAQUE and SK EJAJUL both are same and one identical person.

Name Change

I, TANSEN BISWAS (Old Name) S/o SIRAJ MONDAL residing at Vill & Po – PADMAMALA, PS- CHAPRA, DIST-NADIA PIN -741123 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) TANSEN MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2023. TANSEN BISWAS and TANSEN MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I MISS RAJASREE DUTTA, DAUGHTER OF SRI SHYAM SUNDAR DUTTA RESIDENT OF 32/A SNUFF MILL STREET, KOLKATA - 700056, WEST BENGAL, INDIA DECLARE THAT 1) MY NAME HAS BEEN WRITTEN AS 'RAJASRI DATTA 'IN THE DOCUMENTS OF THE UNIVERSITY OF CALCUTTA. 2) THAT IN MY ALL OTHER DOCUMENTS MY NAME HAS BEEN WRITTEN AS RAJASREE DUTTA. 3) THAT RAJASRI DATTA AND RAJASREE DUTTA IS SAME AND IDENTICAL PERSON AND HENCEFORTH I WILL USE THE NAME RAJASREE DUTTA FOR ALL PURPOSES VIDE AFFIDAVIT DT. 18/01/2023 OF METROPOLITAN MAGISTRATE COURT, CALCUTTA.

Name Change

I, MD ICHHAHAK MOLLA (Old Name) S/o FULSA MOLLA residing at BHAYDA MASJIDPARA, PO CHOUHATA, PS HAROA, Basirhat, 743425 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) MD ICHAHAQUE MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2023. MD ICHHAHAK MOLLA and MD ICHAHAQUE MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I, KANA BARAI (Old Name) W/o AMAL BARAI residing at VILL-PALPARA,PO BADKULLA, PS TAHERPUR, NADIA-741121 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) KANIKA BARAI BISWAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2023. KANA BARAI and KANIKA BARAI BISWAS both are same and one identical person.

Name Change

I, MD SAHIDUR RAHMAN MOLLA (Old Name) S/o MD RAJU MOLLA residing at W-110, Hazi Ratan Lane, PO-Bartala, PS-Rajabagan, Kolkata- 700018 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) SAHIDUR RAHMAN MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2023. MD SAHIDUR RAHMAN MOLLA and SAHIDUR RAHMAN MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I, NAZIA (Old Name) W/o MD AZHAR WARSI residing at 40 RABINDRA SARANI, PO CHITTARANJAN AVENUE, KOLKATA- 700073 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) NAZIA ABID WARSI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2023. NAZIA and NAZIA ABID WARSI both are same and one identical person.

বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হলেন সুমন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার দুপুর একটা নাগাদ পদাতিক এক্সপ্রেস করে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে এসে পৌঁছালেন বিজেপি ছেড়ে সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। সুমন কাঞ্জিলালকে স্বাগত জানাতে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী -সমর্থক উপস্থিত ছিলেন স্টেশন চত্বরে। ট্রেন থেকে নেমে সুমন কাঞ্জিলালের প্রতিক্রিয়া, মানুষের জন্য কাজ করতে চাই তাই এই সিদ্ধান্ত। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে দল ছাড়ার কারণ হিসেবে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বিরোধী বিধায়ক হিসেবে দু'বছর কোন কাজই করতে পারিনি। গ্রামেগঞ্জে গেলে লোকের মুখে শুনতে হচ্ছে রাজ্যের শাসক দলকে শাস্তি দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আটকে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে এই ধরনের রাজনীতি আমি কোনোভাবেই মেনে মেনে নিতে পারিনি। পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্য প্রসঙ্গে সুমন কাঞ্জিলাল জানান, সত্যি এটাই কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে বিষয়ে আজ অবধি বিজেপির রাজ্য এবং কেন্দ্র নেতৃত্ব এক মঞ্চে এসে কোনদিনই তা সরাসরি ভাবে বলেননি। অথচ স্থানীয় কিছু সাংসদ এবং বিধায়ক মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে মন্তব্য করে হাওয়া গরম করার চেষ্টা করছে। আমি বলবো বিজেপির রাজ্য এবং কেন্দ্রের নেতৃত্ব একসাথে এসে বসে এর একটা সুস্পষ্ট জবাব দিক। তবে দলবদল নিয়ে প্রশ্ন করলে সাংবাদিকের প্রশ্ন সরাসরি এড়িয়ে যান সুমন কাঞ্জিলাল। এমনকি বিধানসভায় শাসক আসনে বসবেন না বিরোধী আসনে বসবেন তা নিয়েও কোন সুস্পষ্ট জবাব তিনি দেননি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখযোগ্য ছিল তার গলায় তৃণমূলের কোনও উত্তরীয় দেখা যায়নি। এমনকি তিনি স্টেশন থেকে জেলা কার্যালয় অব্দি এলেন, কোন ঝান্ডাও তিনি হাতে নেননি। তার কারণ জানতে চাইলেও তিনি এই প্রশ্ন এড়িয়ে যান। অন্যান্য সাংসদ এবং বিধায়কদের উচিত রাজ্যের মানুষের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে আরও শক্ত করে তোলা। অথচ তা না করে নিজেদের কাজের ব্যর্থতা থাকতে বিভাজনের রাজনীতি করছেন বিজেপির সাংসদ এবং বিধায়কেরা।

হারানো টাকা ফেরাল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যাগ থেকে পড়ে হারিয়ে যাওয়া ব্যবসার টাকা উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিল পুলিশ। ওই ওষুধের পাইকারি ব্যবসায়ীর বাড়ি মালদার বিএস রোডে। তার ওষুধের দোকান রয়েছে মালদা শহরের পিরোজপুরে। গত শনিবার তিনি টাকা জমা দিতে যাচ্ছিলেন ব্যাঙ্কে। সেই সময় মনস্কামনা রোডে ব্যাগ থেকে দুই লক্ষ টাকা পড়ে যায়। ব্যবসায়ী ইংরেজবাজার থানা এবং রথবাড়ি ফাঁড়িতে জানান বিষয়টি। রথবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ অফিসার সত্যব্রত ভট্টাচার্য সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে ওই দুই লক্ষ টাকা উদ্ধার করেন এবং সেই ওষুধ ব্যবসায়ীকে ইংরেজবাজার থানা মারফত খুঁজে বের করে রথবাড়ি ফাঁড়িতে ডেকে এনে তাঁর হাতে সেই দুই লক্ষ টাকা তুলে দেন। টাকা নিতে রথবাড়ি ফাঁড়িতে সস্ত্রীক ওই ওষুধ ব্যবসায়ী আসেন। টাকা পেয়ে তারা খুবই খুশি এবং ধন্যবাদ জানান সমস্ত পুলিশ প্রশাসনকে। ব্যবসায়ী জানান, এই দুই লক্ষ টাকা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে দু'দিন ধরে বাড়িতে সেভাবে কোন রান্না এবং খাওয়া-দাওয়া হয়নি টাকার চিন্তায়। টাকা পেয়ে তিনি প্রাণ ফিরে পেয়েছেন বলে উৎসাহের সাথে জানান ব্যবসায়ী।

জমি দখলের অভিযোগে তরজায় তৃণমূল

তনুজ জৈন, মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ জমি দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। সাধারণ গরীব মানুষের জমি অন্যায়ভাবে দখলের অভিযোগ প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারধরের অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার অভিযোগ। অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারী দুইপক্ষই তৃণমূলের সাথে যুক্ত। যদিও এই ঘটনাকে রাজনৈতিক সঙ্গে যুক্ত করতে নারাজ তৃণমূল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের আর্জি মন্ত্রী তাজমুলের ভাই তথা জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমানের। সমগ্র ঘটনা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ বিজেপির। ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত বাংরুয়া গ্রামের ঘটনা। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা রমজান আলি। দিন আনে দিন খাওয়া পরিবার। স্ত্রীকে নিয়েই তিনি দীর্ঘদিন ভিন রাজ্যে কাজ করেছেন। ইচ্ছে ছিল কাজ থেকে টাকা সঞ্চয় করে ভালো বাড়ি করবেন। গ্রামে তার পৈত্রিক জায়গায় পুরানো বসতভিটা ভেঙে বাড়ির কাজ শুরু করেছিলেন। বাড়ির কাজ শুরু করতেই জায়গার সীমানা নিয়ে তার বিবাদ শুরু হয় প্রতিবেশী আব্দুল মান্নান এবং তার পরিবারের সঙ্গে। অভিযোগ উপযুক্ত দলিল পত্র থাকা সত্ত্বেও আব্দুল মান্নান জোর করে জায়গা দখলের চেষ্টা করে। পুরানো জাল দলিল দেখিয়ে হুমকি দেয়। এমনকি ভূমি সংস্কার দপ্তরে গিয়ে কারচুপি করে বলেও অভিযোগ। রমজান আলী বাধা প্রদান করে নিজের জায়গা বাঁচানোর চেষ্টা করলে তাকে বারংবার আক্রমণ করা হয়। তাদের নামেই মামলা করার হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। পুলিশের নিষেধ সত্ত্বেও অভিযুক্তরা বলপূর্বক জমিতে প্রবেশের চেষ্টা করলে বিবাদ চরমে ওঠে। রমজান আলী এবং তার স্ত্রী শেফালী খাতুনকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে অভিযুক্তরা পুলিশকেও আক্রমণ করার চেষ্টা করে। পাথর ছুঁড়ে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টাও করা হয়। যদিও তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সমগ্র ঘটনায় আব্দুল মান্নান সহ ১২ জনের নামে অভিযোগ দায়ের হরিশ্চন্দ্রপুর থানায়। এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। জমি বিবাদের জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য মন্ত্রীর এলাকায়। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়ে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল কর্মীরাই তাদের নিজেদের জমি রক্ষা করতে পারছে না, খোঁচা বিজেপির। এই ঘটনায় রাজনীতি জড়িত না করার দাবি তৃণমূলের। আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের ভাই তথা জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান। তৃণমূল নেতাদের দাবি অভিযুক্তদের জন্য সমস্ত এলাকা সন্ত্রস্ত। অভিযোগকারী তৃণমূল কর্মী রমজান আলী বলেন, এই জমি আমার বাবার। দীর্ঘদিন ধরে আমরা এখানে বসবাস করছি। আমি এবং আমার স্ত্রী ভিন রাজ্যে কাজ করতাম অর্থের জন্য। এখন বাড়ি করা শুরু করতেই আমার জমি দখল করার চেষ্টা করছে। স্থানীয় বাসিন্দা জাভেদ আক্তার বলেন, এই জমিতে রমজানের অধিকার রয়েছে। কারণ এটা তার বাবার জমি। আব্দুল মান্নান পুরনো জাল দলিল দেখিয়ে জমি দখলের চেষ্টা করছে। আমরা চাই রমজান সুবিচার পাক। মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বিপদে-আপদে এলাকার সকলের পাশেই থাকেন। মন্ত্রী তাজমুলের ভাই তথা মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান বলেন, যিনি আক্রান্ত হয়েছেন এটা তার জমি। ওরা যথেষ্ট গরিব পরিবার, এটা ছাড়া আর কোন জমি নেই। নতুন বাড়ি করার জন্য পুরনো বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। এখন ওকে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হচ্ছে। অভিযুক্তদের দাপটে সমস্ত এলাকা সন্ত্রস্ত। পুলিশ-প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিক। উত্তর মালদা জেলা বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, তৃণমূলের আমলে তৃণমূলের কর্মীরাই নিজেদের জমি রক্ষা করতে পারছে না। এক গোষ্ঠী ওপর গোষ্ঠীকে আক্রমণ করছে। সারা রাজ্যজুড়ে এই অত্যাচার চলছে। মানুষ সব দেখছে, এদের তাড়াতাড়ি জবাব দেবে। প্রসঙ্গতঃ হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় জমি বিবাদ বা জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য কোন নতুন ঘটনা নয়। অতীতেও বহুবার দেখা গেছে জমি বিবাদের জেরে শিরোনামে উঠে এসেছে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকা। প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সাধারণ মানুষের জমি অন্যায়ভাবে দখল করার। প্রশাসন এক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নেয় সেই দিকেই তাকিয়ে সকলে।

মূর্তি উদ্ধারে বিফল হল প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মূর্তি নিয়ে যেতে এসে খালি হাতেই ফিরতে হলো জেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের। মূর্তি দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার দুপুরে মালদার মানিকচক থানার কালিন্দ্রী ঘোষপাড়া এলাকায় দুর্গা মূর্তি উদ্ধারে ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার দুপুরে মহকুমা শাসক, বিডিও সহ পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত হন মূর্তি উদ্ধারের ঘটনাস্থলে। এলাকাজুড়ে দুর্গা মূর্তিকে ঘিরে পূজা-অর্চনায় মেতে রয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা। সোমবার মানিকচক ব্লক অন্তর্গত কালিন্দ্রী ঘোষপাড়া এলাকায় দুর্গা মূর্তি উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বিশু ঘোষের জমিতে মূর্তি পাওয়া গেছে। ঘটনার খবর চারিদিকে চাউর হতেই লোকজনের ঢল নামে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে মানিকচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। মূর্তি উদ্ধারের পর থেকেই গ্রামের মানুষ পূজা-অর্চনায় মেতে ওঠেন। প্রাথমিকভাবে মূর্তিটি সোনার বলে অনুমান করছেন এলাকাবাসী। তবে প্রশাসনিক ভাবে বিভিন্ন তদন্ত রয়েছে মূর্তিকে কেন্দ্র করে। সেই লক্ষ্যে সদর মহকুমা শাসকের উপস্থিতি ও বিডিওর উপস্থিতিতে পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন মঙ্গলবার দুপুরে। গ্রামবাসীদের মূর্তি নিয়ে যাওয়ার কথা বলতেই কোনোভাবেই রাজি হননি। গ্রামবাসীদের দাবি মূর্তি নিয়ে যেতে হলে ফিরিয়ে দেওয়ার স্বীকারোক্তি দিতে হবে। তা না হলে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না বলে প্রশাসনিক কর্তাদের জানিয়ে দেন গ্রামবাসীরা। অবশেষে খালি হাতেই ফিরে যেতে হয় প্রশাসনিক আধিকারিকদের। এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন মানিকচক বিধানসভার বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। পাশাপাশি সেখানে গিয়েছিলেন মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জরিনা বিবি।

জেল থেকে বেরিয়ে ক্লাসে শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার দায়ে ধৃত বরদাকান্ত স্কুলের পঙ্কজ বর্মণ জামিনে মুক্তির পরেই শিক্ষকতা শুরু করেছেন। এ নিয়ে মঙ্গলবার প্রশ্ন উঠেছে। ১৭ লাখ টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। গ্রেফতারও হয়েছিলেন। এরপর জামিনে মুক্তি পেয়েই ফের স্কুলে যোগ দিলেন ওই শিক্ষক। পড়ুয়াদের ক্লাসও নিলেন। রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে একের পর এক যে অভিযোগ উঠে এসেছে, সেই পরিস্থিতিতে এমন ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন বলেই মনে করছে শিক্ষা মহলের একাংশ। ২০ জানুয়ারি গ্রেফতার হয়েছিলেন পঙ্কজ। পুলিশি হেফাজত ও জেল হেফাজত মিলিয়ে ১৫ দিন কাটানোর পর ৪ ফেব্রুয়ারি জামিন পান। তার পর ছিল রবিবার। এরপর সোজা স্কুলে হাজির। আরও তাজ্জব করে দেওয়ার বিষয় হল, পঙ্কজ বর্মণ যে গ্রেফতার হয়েছিলেন, এতদিন জেলে ছিলেন, তা সরকারিভাবে জানেই না স্কুল কর্তৃপক্ষ। আইনিভাবে ৪৮ ঘণ্টার বেশি জেল হেফাজতে কাটিয়ে ফেরার পর সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মীর সাসপেন্ড হওয়ার কথা। পরবর্তী সময়ে যথোপযুক্ত নিয়ম মেনে অনুমতি নিয়ে আবার তিনি কাজে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সেসবের বালাই নেই। জামিন পেয়েই একেবারে স্কুলে চলে এসেছেন শিক্ষক। কাজে যোগ দিয়ে পড়াচ্ছেন পড়ুয়াদের। মঙ্গলবার পঙ্কজবাবুকে প্রশ্ন করায় বলেন, আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। পুরোটাই বিচারাধীন বিষয়। এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্র। আমি যা যা জানানোর, তা জানিয়েছি। সূত্রের খবর, ওই শিক্ষক স্কুলকে জানিয়েছে, তিনি ব্যক্তিগত কাজে স্কুলে আসতে পারেননি। তাঁর সেই কথাকেই বিশ্বাস করে নিয়ে ছুটি মঞ্জুর করে দিয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলছেন, ৪৮ ঘণ্টার বেশি সরকারি কর্মী জেলে থাকলে, কী নিয়ম তা তিনিও জানেন। বললেন, সংবাদমাধ্যমের থেকে জেনেছি ওই শিক্ষক জেলে ছিলেন। কিন্তু, সরকারিভাবে স্কুলের কাছে কোনও রিপোর্ট আসেনি এই বিষয়ে। নির্দেশিকার মাধ্যমে আমরা কিছু জানিনি। স্কুল স্কুলের জায়গায় ঠিক আছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দাবি, পঙ্কজ বর্মণ এত দিন গ্রেফতার হয়ে জেলে ছিলেন কি না, তা সরকারি ভাবে জানা নেই। তাই ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন তিনি। তাঁকে বাধা দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত, ওই শিক্ষক যে গ্রেফতার হয়ে জেলে রয়েছেন, তা জেলা সরকারিভাবে স্কুলের জানার কথা। পুলিশের তরফে সংশ্লিষ্ট স্কুলকে বা জেলার শিক্ষা দফতরকে জানানো হয় বিষয়টি। তারপর তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি কোথাও সরকারি নিয়ম মানায় গাফিলতি রয়ে গিয়েছে? নাহলে কেন জানে না স্কুল কর্তৃপক্ষ? প্রশ্ন উঠেছে এ কারণেই।

দুর্ঘটনার কবলে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স

রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রাইভেট চারচাকা গাড়ির সামনে হঠাৎ একটি গরু চলে আসায় এমার্জেন্সি ব্রেক মেরে দাঁড়ায় প্রাইভেট গাড়ি, পিছনেই আসছিল একটি অ্যাম্বুলেন্স। অপরদিক থেকে ঢুকে যায় একটি মাল বোঝাই ট্রাক্টর। গতিবেগ না রুখতে পেরে প্রাইভেট গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাটি ঘটে কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে। দুটি গাড়িতে থাকা মানুষদের কোন ক্ষতি না হলেও অ্যাম্বুলেন্সটি আংশিকভাবে ক্ষতি হয়। প্রাইভেট গাড়ির চালকের অভিযোগ অ্যাম্বুলেন্সটি হুটার বাজিয়ে দ্রুত গতিতে আসছিল। কন্ট্রোল করতে না পেরে অ্যাম্বুলেন্সটি আমার গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে। তাই ওই অ্যাম্বুলেন্সটারা সামনের দিকে একটু দুমড়ে-মুচড়ে যায়। অপরদিকে অ্যাম্বুলেন্স চালকের অভিযোগ গাড়িটি যাচ্ছিল তার সামনে গরু চলে এসেছিল ঠিক কিন্তু গাড়িটি এমার্জেন্সি ব্রেক কষে না দাঁড়ালে কিছু হত না।

শেয়ালের কামড়ে আহত খুদে পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে শেয়ালের আক্রমণে গুরুতর আহত এক স্কুল পড়ুয়া। চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানার টিটাহি পাড়া এলাকায়। আহত স্কুলছাত্র চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। আহত শিশু জুনাউল হোসেন (৪)। প্রাথমিক স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় ফাঁকা জায়গায় ওই স্কুল ছাত্রকে আক্রমণ করে শিয়ালের দল। শিশুটির চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য।

মেধা আর অধ্যবসায়ে হার মানল দারিদ্রতা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে প্রখর ইচ্ছেশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমে ডবলুবিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিডিও হতে চলেছেন পরিযায়ী শ্রমিকের ছেলে কেশব দাস (২৮)। বাড়ি মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২নং ব্লকের দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরদমনগর গ্রামে। এই কথা এলাকায় জানাজানি হতেই আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা ফুলের তোড়া ও মিষ্টি নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে যান কেশবের বাড়িতে। ছেলের সাফল্যে বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের বুক গর্বে ভরে উঠেছে। কেশব দাস জানান, ২০২০ সালে দ্বিতীয়বার ডবলুবিসিএস পরীক্ষায় বসেন। চলতি মাসের ২ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ডবলুবিসিএস এক্সিকিউটিভ 'এ' বিভাগে পশ্চিমবঙ্গে ২৭ র‍্যাঙ্ক করেছেন। তিনি আরও জানান, ২০১১ সালে হরদমনগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৫৭ শতাংশ নাম্বার পেয়ে মাধ্যমিক, ২০১৩ সালে দৌলতপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৭৬ শতাংশ নাম্বার পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর মালদা কলেজে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। ২০১৬ সালে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে স্নাতক পাশ করেন। ২০১৮ সালে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭৭ শতাংশ নাম্বার পেয়ে এমএ পাশ করেন। মালদায় হোস্টেলে থেকে পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতেন। আর্থিক অভাবের কারণে সেই রকম কোচিং নিতে পারেননি। তবে নিজে টিউশন পড়িয়ে পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতেন। তার ছোট থেকে ইচ্ছে ছিল শিক্ষক হওয়ার। কঠোর পরিশ্রমে ডবলুবিসিএস-এর সাফল্য তাকে ধরা দিয়েছে। কেশব দাসের বাবা জ্ঞানবান দাস জানান, তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। কেশব ছোট ছেলে। সে ছোট থেকেই ছিল কঠোর পরিশ্রমী ও মেধাবী। তার সাফল্যে গর্বিত সমস্ত হরিশ্চন্দ্রপুরবাসী। তিনি আরও জানান, তিনি একজন পরিযায়ী শ্রমিক। লকডাউনের পর থেকে বাড়িতে বসে রয়েছেন। দিনমজুরি ও জমিতে কাজ করে কোনোরকমে সাংসারিক খরচের পাশাপাশি ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতেন। এই সামান্য আয়ে হিমশিম খেতে হয় তাকে। ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতে গিয়ে ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ নিতে হয়েছে তাকে। এমনকি তার স্ত্রীর কানের সোনার দুল পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি তিনি। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছেলের আবদার ছিল একটি নতুন সাইকেলের, তাও কিনে দিতে পারেননি। প্রতিদিন প্রায় ৬ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ছেলে দৌলতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যেত। মালদা হোস্টেলে থাকাকালীন ছেলে একটি ল্যাপটপের আবদার করলেও সেটাও দিতে পারেননি। সবার ঘরেই একরকমের সন্তান জন্ম হোক বলে তিনি আশীর্বাদ করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এমএমটি/০২/২৩/৬, তারিখ ঃ ০৬.০২.২০২৩। প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা; বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় নিরূপণ ঃ [illegible]

(STORES-96/2022-23)

@EasternRailway Eastern Railway Headquarter

দ্রুত এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে

পূর্ব বর্ধমানে পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দিয়ে নির্দেশ দিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আর মাস কয়েক পরে শুরু হবে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে গ্রামাঞ্চলে পূর্ত ও পিএইচই দফতরের কাজ যেন সঠিক সময়ে মধ্যে শেষ করা হয় সে বিষয়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে নির্দেশ দিতে মঙ্গলবার বর্ধমানে এলেই রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ন দপ্তরের মন্ত্রী। এদিন বর্ধমান উন্নয়ণ পর্ষদের সভাগৃহে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায় ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের সচিবরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এই দুই দফতরের কাজ নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে জেলা আধিকারিকদের সঠিক সময়ে সমস্ত কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশ দিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী পুলক রায়। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, দুই দফতরের কাজ আরও ভালোভাবে সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্যই এই পর্যালোচনা বৈঠক। সমস্ত স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। বৈঠকের প্রথম পর্যায়ে পূর্ত বিষয়ের কাজ নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে এই দফতরের অধীনে যেসমস্ত রাস্তা বা সেতুর কাজ চলছে। সেগুলি সঠিক সময়ে শেষ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, কাজের ক্ষেত্রে কি ধরনের অসুবিধা রয়েছে তা নিয়েও আধিকারিকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পূর্ত দফতরের সচিব অন্তরা আচার্য এই বৈঠকে ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠকে জেলার পিএইচই প্রকল্পে কাজের পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রী পুলক রায় জানান, জেলায় যেসমস্ত সেতু রয়েছে সেগুলির নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার কথা জানানো হয়েছে। এছাড়া যেখানে ছোট সেতু রয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করে। প্রয়োজন অনুযায়ী চওড়া সেতুর প্রস্তাব পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে। অন্যদিকে, জেলায় পিএইচই প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখা হয়। দুই জেলা মিলিয়ে গ্রামীন এলাকায় ৪০ শতাংশ বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প জল স্বপ্ন। এই প্রকল্পের অধীনে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ৬০ শতাংশ বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আগামী দিনে কিভাবে কাজ করা হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলক বাবু। উল্লেখ্য, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে দুই জেলার গ্রামাঞ্চলে পূর্ত এবং জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দফতরের বাকি কাজগুলি তরান্বিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। সংশ্লিষ্ট দুই দফতরের কাজগুলি যাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশের আগেই যতটা সম্ভব এবং দ্রুত শেষ করা যায় সেই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই নির্দেশকে কার্যকরী করতে দ্রুত কাজ শেষ করতে তৎপর ওই দুটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর।

e-Tender Notice

e-tenders are invited by Prodhan, Dignagar-1 Gram Panchayat under Ausgram-1 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide **Tender ID – 2023_ZPHD_468154.** Last date of closing of submission of technical & financial Bid on **14/02/2023 upto 18.00 IST.** For details visit the website: **http://wbtenders.gov.in**

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR,

NIT No. 500/PWD/ROAD/BMC, Date-07.02.2023 e-Tender has been invited for Repairing and maintenance of Bituminous road in Ward no. 30 under BMC For details, please follow **[Tender Id 2023_MAD_469189_1)** in **www.wbtenders.gov.in**, Office Notice Board. (i) **Last date of Bid submission- 23/02/2023 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC** invites e-Tender for the following works:

(1) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/22-23/29A
Name of Work: **M.S Jacketting of 1500mm dia. PSC Main of S. S. Primary Grid opposite Vesuvious Co. on Taratala Road.** Estimated Amount: **₹ 1,92,605.00**. Earnest Money: ₹ **3,852.00.** Period of Completion: **07 days.**

(2) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/22-23/352
Name of Work: **Installation of 150mm dia. Air Release Valve assembly with pipe line at the interconnection point of 1600MM dia M.S. GRP Raw Water pipe line on CGR Road with other allied works.** Estimated Amount: ₹ **1,78,749.00**. Earnest Money: ₹ **3,575.00.** Period of Completion: **05 days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online): **20.02.2023 at 2.00 p.m./22.02.2023 at 2.00 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: KMC/WS/GRWW/eT-04/2022-23
Name of Work: **Thorough repairing & overhauling of Non-Return Valve against heavy duty Pump No.-3 at LLPS under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,09,109.00**. Earnest Money: ₹ **4,200.00.** Period of Completion: **10 days.**

(4) NIT No.: KMC/WS/GRWW/eT-05/2022-23
Name of Work: **Supply & installation the new gear box in the extg. position of 900mm dia. BFV valve with hand wheel including lifting, lowering & dewatering arrangement with painting also at Nayabasti under GRWW network.** Estimated Amount: ₹ **1,90,938.00**. Earnest Money: ₹ **3,850.00.** Period of Completion: **05 days.**

(5) NIT No.: KMC/WS/GRWW/eT-1/2022-23
Name of Work: **Supply, fitting & fixing of gear box arrangement in the extg. 700mm dia. BFV valuve with hand wheel arrangement including painting also for WTP-IV (Bed No.: B-5, B-6, B-7 & B-8) of GRWW.** Estimated Amount: ₹ **4,96,255.00**. Earnest Money: ₹ **9,950.00.** Period of Completion: **10 days.**

(6) NIT No.: KMC/WS/GRWW/eT-03/2022-23
Name of Work: **Fabrication & installation of new feeder pillar box including laying of cable for distribution of L.T. power to the flowmeter & valve operator room with other ancillary works at WTP-II under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,24,239.00**. Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online): **25.03.2023 at 2.00 p.m./28.03.2023 at 2.00 p.m.** (For Sl. No. 3 to 6). The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Water Supply/Central), KMC** invites e-Tender for the following works (Submission of Bid through online):

(1) NIT No.: KMC/WS/C/BR-VI/SEC-H/07/22-23
Name of Work: **Development of filter water supply at Taltala Library Row and Doctor Lane by extension of 150mm dia. filter water main from 65B, S. N. Banerjee Road to 56B, S. N. Banerjee Road in Ward No.-53.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **4,99,971.78**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Time of Completion: **45 days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/C/BR-VI/SEC-H/15/22-23
Name of Work: **Development of filter water supply with a pickup connection from A.J.C. Bose Road to 24, Beniapukur Lane, Kolkata-14 in Ward No.-61.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **4,99,618.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Time of Completion: **30 days.**

(3) NIT No.: KMC/WS/C/BR-VI/SEC-H/09/22-23
Name of Work: **Development of filter water supply from 23 to 25 Marquis Street in Ward No.-52.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,49,961.29**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Time of Completion: **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-I/64/03/2022-23
Name of Work: **Improvement of F.W. supply by laying 100mm dia. service main from 37, Karaya Road to 6, West Row through Balu Hakkak Lane in Ward No.-64.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **4,39,914.77**. Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Time of Completion: **15 days.**

(5) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-I/64/04/2022-23
Name of Work: **Development of F.W. supply by laying new 100mm diameter D.I. pipe from 26E, Dilkhusa Street to 22/1/H/94, Bright Street, Kolkata.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **4,99,196.05**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Time of Completion: **15 days.**

(6) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-I/64/05/2022-23
Name of Work: **Improvement of F.W. supply by laying 100mm dia. service main from 16/B, Darga Road to 72, Tiljala Road in Ward No.-64.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **3,39,909.03**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Time of Completion: **12 days.**

(7) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-I/64/01/2022-23
Name of Work: **Development of F.W. supply by laying 100mm dia service main from 40A/B, Circus Avenue to 24, Circus Avenue in Ward No.-64.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **3,44,855.43**. Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Time of Completion: **12 days.**

(8) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-I/65/2022-23/01
Name of Work: **Development of water supply by laying 100mm dia main from 2, Palm Avenue to 25/1, Palm Avenue in Ward No.-65.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **3,59,419.18**. Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Time of Completion: **15 days.** Last Date and Time of Online Submission of Tender: **15.02.2023 at 12.30 p.m.** (For Sl. No. 1 to 8). Tender Open Date and Time: **17.02.2023 at 01.00 p.m.** (For Sl. No. 1 to 8). For full and further details, please visit the website **http://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason. (For Sl. No. 1 to 8).

The **Deputy Chief Engineer (C)/(Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/DYCE(PS)/B3/W29/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Beautification of Children Play Ground opposite Baitulmal Girls High School, Premises No.-48, Canal East Road in Ward No.-29.** Estimated cost: ₹ **4,99,967.88**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **60 days.**

(2) NIT No.: KMC/DYCE(PS)/B1/W8/04/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Beautification of Garden and other ancillary works in front of Balaram Mandir in Ward No.-08, under Br.-I.** Estimated cost: ₹ **3,73,312.68**. Earnest Money: ₹ **7,500.00**. Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No.: KMC/DYCE(PS)/B1/W8/03/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Beautification of Garden at Madan Mohan Tala Street in front of Jagat Mukherjee Park in Ward No.-08, under Br.-I.** Estimated cost: ₹ **3,97,846.40**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **16.02.2023 – 1.00 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **09.02.2023 (10.00 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

1063/22-23

আইসিসি-র সেরার দৌড়ে শুভমন-সিরাজ

দুবাই, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ শুভমন গিল এবং মহম্মদ সিরাজ। গত কয়েক মাস স্বপ্নের কাটছে এই দুই ভারতীয় ক্রিকেটারের। ভারতীয় দলের তরুণ ওপেনার শুভমন গিল একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন। সদ্য ওয়ান ডে ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন। তেমনই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন কেরিয়ারের ষষ্ঠ ম্যাচেই। ভারতীয় দলের পেসার মহম্মদ সিরাজ বিদেশের মাটিতে প্রচুর সাফল্য পেয়েছেন। ভারতীয় পিচেও তিনি কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেয়েছেন আইসিসি ক্রমতালিকাতেও। এ বার তরুণ ওপেনারের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাক লাগানোর মতোই। গত দু-মাস যেন ঘোরের মধ্যে কাটছে শুভমনের। সেটা মাঠে হোক কিংবা মাঠের বাইরে। গত বছরের শেষে বাংলাদেশ সফরে টেস্ট শতরান করেন। কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট শতরান ছিল শুভমনের। নতুন বছরের শুরু থেকেও সাদা বলে অনবদ্য ছন্দে শুভমন। শ্রীলঙ্কা এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছিলেন। ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে সব মিলিয়ে দুটি শতরান এবং একটি ডাবল সেঞ্চুরির ইনিংসও রয়েছে। তেমনই ভারতীয় বোলারদের মধ্যে ধারাবাহিক ভালো পারফর্ম করে গিয়েছেন পেসার মহম্মদ

আইসিসির সেরার দৌড়ে সিরাজ, শুভমন। আইসিসি-র জানুয়ারি মাসের সেরার দৌড়ে পুরুষদের ক্রিকেটে যে তিন জন মনোনীত হয়েছেন, এর মধ্যে দু-জনই ভারতের। বাকি একজন নিউজিল্যান্ডের বাঁ হাতি ব্যাটার ডেভন কনওয়ে। সাদা বলের ক্রিকেটে গত মাসে অনবদ্য পারফরম্যান্স করেছেন তিনজনই। তেমনই কিউয়ি ক্রিকেটার ডেভন কনওয়ে টেস্ট এবং ওয়ান ডে-তে শতরানও করেছেন। ভারতের সিরাজ। জানুয়ারিতে একের পর এক অনবদ্য পারফরম্যান্সে আইসিসি বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছেন সিরাজ। সামনেই বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। এই সিরিজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন শুভমন, সিরাজ। এই জুটির উপর ভারতের সাফল্যও অনেকটা নির্ভর করবে। তার আগে আইসিসির এই স্বীকৃতি আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে তাদের।

অজি ব্যাটারদের জন্য বিশেষ ফাঁদ!

প্রস্তুত ভারতীয় শিবির

নাগপুর, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ একটা সময় এশিয়া উপমহাদেশে টেস্ট মানেই র‍্যাঙ্ক টার্নার। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলি খাবি খেত। তেমনই এশিয়া উপমহাদেশের দলগুলির জন্য একই সমস্যা অপেক্ষা করত। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলি গ্রিনটপ, পেস-বাউন্সি পিচে স্বাগত জানাত। গত কয়েক বছরে পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে। ভারতের পেস বোলিং আক্রমণ এতটাই ভালো যে, অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের মতো দেশ এখন আর সেই ঝুঁকি নেয় না। তাঁদের পিচে ভারতীয় পেসাররাই হয়তো বাড়তি সুবিধা নেবে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টানা দুটি টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারত। ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারত গত টেস্ট সিরিজ জয়ের দোরগোড়ায় থাকলেও শেষ অবধি তা ড্র হয়। প্রতিটা দলই ঘরের মাঠের সুবিধা নেয়। এ বার অস্ট্রেলিয়ার জন্যয়ও তাই বিশেষ পিচ এবং ছক অপেক্ষা করছে। এর আগের বার যখন ইংল্যান্ড খেলতে এসেছিল, চেন্নাই টেস্টে ‘স্পোটিং’ উইকেট বানিয়ে সমস্যায় পড়েছিল ভারত। তৎকালীন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন। তিনি নিজে স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন। চেন্নাই টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন রুট। আমেদাবাদে দিন-রাতের টেস্টে র‍্যাঙ্ক টার্নার বানাতেই ইংল্যান্ডের জারিজুরি শেষ হয়ে যায়। মাত্র আড়াই দিনেই জিতেছিল ভারত। সুতরাং, অস্ট্রেলিয়াকে চেন্নাইয়ে মতো পিচ দিয়ে স্বাগত জানাতে নারাজ ভারতীয় শিবির। বরং, ঘরের মাঠের সুবিধা নিতে পুরোপুরি প্রস্তুত। নাগপুরের পিচ দেখে প্রাথমিক ভাবে সবুজ মনে হলেও, ম্যাচের দিন থেকে রং বদলাবে। অনেকেই বলতে পারেন, অস্ট্রেলিয়াও এ বার স্পিন আধিক্য বোলিং বিভাগ নিয়ে এসেছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার দিক থেকে তারা অনেক পিছিয়ে। ভারতীয় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকে সতর্ক করেছেন। অজি দলে নাথান লিয়ন, অ্যাস্টন অ্যাগার, মিচেল সোয়েপসন, টড মার্ফির পাশাপাশি মার্নাস লাবুশেন এবং ট্রাভিস হেডের মতো পার্টটাইম

স্পিনার রয়েছে। নাথান লিয়ন ছাড়া আর কাউকেই অভিজ্ঞতার দিক থেকে আতঙ্কের কারণ মনে করা যায় না। এই সিরিজের উপর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন নির্ভর করছে ভারতের। এই সিরিজ জিতলে টেস্ট ক্রমতালিকায় ফের শীর্ষস্থান দখল করবে ভারত। আর সেই লক্ষ্যেই র‍্যাঙ্ক টার্নার এবং চার স্পিনারের ভাবনা ভারতীয় শিবিরে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন রয়েছেন। ফিট হয়ে ফিরেছেন রবীন্দ্র জাডেজা। ফিটনেস টেস্টের জন্য রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে খেলেছেন এবং ইনিংসে সাত উইকেটও নিয়েছেন। অক্ষর প্যাটেল সংক্ষিপ্ত টেস্ট কেরিয়ারে যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। সবচেয়ে বড় দিক, এই তিনজনই অলরাউন্ডার। ব্যাট হাতে বড় ইনিংস খেলার ক্ষমতা রাখেন। চতুর্থ স্পিনার হিসেবে যোগ হতে পারে কুলদীপ যাদবকে। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটাররা কুলদীপকে নিয়ে বরাবরই আতঙ্কে থাকে। ২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার শেষ বার টেস্ট সিরিজ খেলেছিল ভারত। ধরমশালায় সিরিজের টেস্টে সাদা জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল কুলদীপের। চার উইকেট নিয়ে আতঙ্কের শুরুর। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে সিডনিতে অজি ব্যাটিংকে দুরমুশ করেছিলেন কুলদীপ। আর অশ্বিন, জাডেজা, অক্ষরদের দক্ষতা নিয়ে নতুন করে কিছু বলারও প্রয়োজন পড়ে না। এখন অপেক্ষা সিরিজ শুরুর। এদিকে অস্ট্রেলিয়া বধের জন্য ঘূর্ণি পিচ তৈরি করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সায় আছে রবি শাস্ত্রীর। অস্ট্রেলিয়া যেমন নিজেদের দেশে পেস বোলিং দিয়ে বিপক্ষের ঘাড়-মটকাতে চায়, তেমনই ভারত নিজেদের দেশে স্পিন ব্যবহার করবে সেটাই স্বাভাবিক মনে করেন রবি। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ফর্মই ঠিক করবে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার বহু প্রতীক্ষিত টেস্ট সিরিজের ভবিষ্যৎ। এমনই মনে করছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। তবে পরিকল্পনা নিয়ে ভারতীয় অফস্পিনারটির বেশি ভাবনাচিন্তা করার দরকার নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। শাস্ত্রীর কোচিংয়ে অস্ট্রেলিয়ায় দু'বার টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারত। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেছেন, ''অশ্বিন যেন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বেশি মাথা না ঘামায়। নিজের ছন্দে বল করলেই সাফল্য পাবে। ওর ফর্মই ঠিক করবে সিরিজের গতিপথ। যে কোনও কন্ডিশনেই ও বিশ্বমানের একজন বোলার। ভারতীয় কন্ডিশনে তো রীতিমতো বিধ্বংসী মূর্তি ধারণ করে। পিচ থেকে সহায়তা পেলে কিংবা বল ঘুরতে শুরু করলে সব ব্যাটসম্যানকেই ও সমস্যায় ফেলার ক্ষমতা ধরে। অশ্বিন হল একটা প্যাকেজের মতো।'' কার্যকরী বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাট হতে গুরুত্বপূর্ণ রানও করে দেবে। অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে তৃতীয় স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবকে পছন্দ শাস্ত্রীর। তাঁর মতে, জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল একই ধরনের স্পিনার। কুলদীপ অনেকটাই আলাদা। টস হেরে প্রথম দিন বল করতে হলে এমন কাউকে দরকার যে বিপক্ষকে চাপে ফেলবে। আর বল ঘোরানোর জন্য পিচের সহায়তার প্রয়োজন পড়ে না কুলদীপের। মিডল অর্ডারে সূর্যকুমার যাদবের মতো আক্রমণাত্মক ব্যাটারের প্রয়োজন রয়েছে বলেও অভিমত শাস্ত্রীর। তাঁর কথায়, সূর্য প্রো-অ্যাকটিভ। ও খুচরো রানেও নজর দেয়। ভারতীয় কন্ডিশনে সাফল্যের জন্য বিপক্ষ বোলারদের মাথায় চড়তে দিলে হবে না। দ্রুত ৩০-৪০ রানও অনেক সময় ফারাক গড়ে দেয়। ঘূর্ণি পিচে তেমন ব্যাট করার ক্ষমতা রয়েছে সূর্যর। ভারত নিজেদের শক্তি অনুযায়ী খেলতে পারলে অস্ট্রেলিয়াকে এবারও ধুয়ে দেওয়া সম্ভব মানছেন শাস্ত্রী।

মেয়েদের আইপিএলের ঢাকে কাঠি

শুরু ৪ মার্চ থেকে

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ছেলেদের আইপিএল নিয়ে ঠিক যেমনটা মাতামাতি হয়, এ বার থেকে মেয়েদের আইপিএল নিয়েও তেমনই চলছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। চলতি বছরের মার্চে মেয়েদের আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়বে। আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল জানিয়েছেন, মেয়েদের আইপিএল শুরু হবে ৪ মার্চ। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপ। এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি। মেয়েদের কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে মেয়েদের আইপিএল। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে অরুণ ধুমাল বলেছেন, উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ ৪-২৬ মার্চ অবধি মুম্বইতে হবে। জানা গিয়েছে, মেয়েদের আইপিএলের ভেনু হিসেবে মুম্বইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম ও ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম এই দুটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এখানেই হবে মেয়েদের পরের দিনই হবে মেয়েদের আইপিএলের নিলাম। মোট ৫টি শহর আসন্ন মেয়েদের আইপিএলে খেলবে। ১২৮৯ কোটি টাকা দিয়ে মেয়েদের আইপিএলে দল কিনেছে আদানি। ইন্ডিয়াউইন স্পোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড ৯১২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকায় মুম্বই দলটি কিনেছে। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ৯০১ কোটি টাকা দিয়ে একটি দল কিনেছে। মহিলা আইপিএলে ৮১০ কোটি টাকা দিয়ে দল কিনেছে জেএসডব্লিউ জিএমআর ক্রিকেটও। এ ছাড়া মেয়েদের আইপিএলের উদ্বোধনী সংস্করণের পঞ্চম দলটি কিনেছে কাপ্রি গ্লোবাল হোল্ডিংস ৭৫৭ কোটি টাকায় লখনউয়ের দল কিনেছে। সূত্রের খবর প্রায় ১৫০০-র কাছাকাছি মহিলা ক্রিকেটার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের জন্য নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন। চলতি সপ্তাহে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ্যে আসতে পারে। প্লেয়ারদের কেনার জন্য প্রত্যেক দলের কাছে ১২

আইপিএলের সবক'টি ম্যাচ। সম্ভবত মেয়েদের আইপিএলের উদ্বোধনী সংস্করণের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে পারে গুজরাট জায়ান্টস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালিকানাধীন দল। অরুণ ধুমাল জানিয়েছেন, ১৩ ফেব্রুয়ারি হবে মহিলাদের আইপিএলের উদ্বোধনী সংস্করণের নিলাম। আইসিসি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের কোটি করে টাকা রয়েছে। একটি দল কমপক্ষে ১৫জন ক্রিকেটারকে কিনতে পারবে। সর্বাধিক ১৮ জন ক্রিকেটার থাকতে পারবে প্রত্যেক দলে। যার মধ্যে ৫ জন বিদেশি থাকতে হবে এবং আইসিসির সহযোগী দেশগুলির ক্রিকেট টিম থেকে এক সদস্যকে দলে রাখতে হবে। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে মোট ২২টি ম্যাচ হবে।

ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না আসার হুমকি, পাকিস্তানকে জবাব দিলেন অশ্বিন

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ এশিয়া কাপের ভেনু নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েন চলছে। পাকিস্তানে হওয়ার কথা এ বারের এশিয়া কাপ। যা কোনওমতেই সম্ভব নয়। এশিয়া কাপের আয়োজক দেশ হিসেবে পাকিস্তানের নাম ঘোষণার পরই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তানে যাবে না ভারত। সদ্য বাহরিনে এশিয়া কাপ নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের কর্তা এবং বিভিন্ন বোর্ডের সদস্যরা। সেখানে নানা সিদ্ধান্ত হলেও, এশিয়া কাপের ভেনু চূড়ান্ত হয়নি। তবে ভারতীয় বোর্ডের সচিব জয় শাহ, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাতেও পরিস্কার করে দিয়েছেন, ভারত কোনও মতেই পাকিস্তানে খেলতে যাবে না। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন রামিজ রাজাও বলেছিলেন, ভারত যদি এশিয়া খেলতে পাকিস্তানে না যায়, তাহলে পাকিস্তানও একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসবে না। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাতে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি। পাকিস্তানের হুঁশিয়ারির জবাব দিলেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অশ্বিন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ''এশিয়া কাপ পাকিস্তানে হওয়ার কথা ছিল। ভারত আগেই জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানে এশিয়া কাপ হলে যাবে না ভারতীয় দল। সুতরাং, পাকিস্তানের যদি মনে হয় এশিয়া কাপে ভারতকে প্রয়োজন, তাহলে ভেনু পরিবর্তন করুক। আর ভারতে খেলতে না আসার এমন হুঁশিয়ারি ওরা আগেও দিয়েছে। যখন আমরা বলি, ওখানে খেলব না, পাল্টা বলে। এ বারও পাকিস্তান বলছে, ভারতে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না। যদিও আমি মনে করি, এটা পাকিস্তানের পক্ষে করা সম্ভব নয়।'' এশিয়া কাপ শেষ অবধি কোথায় হবে, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে মার্চে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের বৈঠকে। ভারতকে ছাড়া এশিয়া কাপ যে সম্ভব নয়,

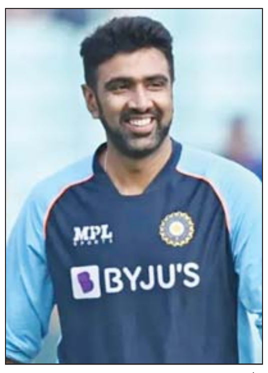

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড সেটা খুব ভালোই জানে। তার উপর সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ অন্য দেশও। কিছুদিন আগে পেশোয়ারে বোমা বিস্ফোরণ, একদিন আগেই কোয়েটায় পিএসএল-এর একটি প্রদর্শনী ম্যাচের সময়ও বিস্ফোরণ হয়। ক্রিকেটাররা প্রাণে বেঁচেছেন। এমন পরিস্থিতিতে ভারত কেন, কোনও দেশই পাকিস্তানে খেলতে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইবে না। পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বয়কটের যে হুঁশিয়ার, সেটিও কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। বিশ্বকাপ আইসিসি-র টুর্নামেন্ট। খেলতে না এলে বড়রকমের শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে পাকিস্তানকে। হতে পারে আর্থিক জরিমানাও। অশ্বিন আরও যোগ করেন, ''এশিয়া কাপ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। হয়তো শ্রীলঙ্কায় করা হতে পারে এশিয়া কাপ। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের জন্য এই টুর্নামেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এর আগে অনেক টুর্নামেন্টই দুবাইতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এশিয়া কাপ শ্রীলঙ্কায় হলেও খুশি হব।''

‘জাহান্নামে যাক ভারত’, বলার পর মিয়াঁদাদকে ধুয়ে সাফ করে দিলেন ভেঙ্কটেশ প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ক্রিকেট দুনিয়ায় এক সময় ভারত এবং পাকিস্তানের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হত। ক্রিকেটীয় প্রতিভার দিক থেকে পাকিস্তান হয়তো এখনও খুব পিছিয়ে নেই। কিন্তু ক্রিকেট ব্যবসার দিক থেকে ভারতের থেকে কয়েক দশক পিছিয়ে তারা। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আর্থিক টক্কর নেওয়ার জায়গায় নেই পিসিবি। জাভেদ মিয়াঁদাদ বিতর্কের আগুনে ঘি ঢেলেছেন। তিনি। পাকিস্তানের কেউ ভারতকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলবেন আর ভারতীয়রা চুপ থাকবেন, তা হতেই পারে না। এ ক্ষেত্রেও হয়নি। মিয়াঁদাদের কথার পাল্টা জবাব দিতে টুইটারকে বেছে নিয়েছেন ভেঙ্কটেশ প্রসাদ। ভারতের প্রাক্তন পেসার মিয়াঁদাদের কথাগুলো শেয়ার দিয়ে লিখেছেন, ‘কিন্তু ওরা তো জাহান্নামে যেতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।’ অর্থাৎ এর মাধ্যমে প্রসাদ পাকিস্তানকেই

পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ও কিংবদন্তি ক্রিকেটার পরশু ইউটিউবে বলেছেন, ''ভারত যদি পাকিস্তানে খেলতে না আসে, তাহলে তারা জাহান্নামে যাক। আমাদের পাকিস্তানের বেঁচে থাকার জন্য ভারতের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। ভারত ক্রিকেটের বড় বাজার হতে পারে, কিন্তু আমরা পাকিস্তানিরা সেসব নিয়ে ভাবতে রাজি নই। আইসিসির উচিত ভারতের সাসপেন্ড করা।'' মিয়াঁদাদ বলেছেন শুধু পয়সার জন্য ভারত যা ইচ্ছে তাই করবে সেটা হতে পারে না। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামলানোর উপদেশ দিয়েছেন জাহান্নামের সঙ্গে তুলনা করেছেন সেটা পরিস্কার। পাকিস্তানের বদলে সম্ভাব্য ভেন্যু হিসেবে এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও শ্রীলঙ্কার নাম। এ ছাড়া আরও একটি বিকল্প ভাবনাও উঠে এসেছে সেই সভায়। এশিয়া কাপ পাকিস্তানেই হতে পারে। তবে ভারতের ম্যাচগুলো হবে আরব আমিরশাহীতে। ভারত-পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটাও হবে সেখানে। তবে এবছরের শেষে নভেম্বরে যখন একদিনের বিশ্বকাপ হবে ভারতে তখন দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত বজায় রাখতে পারে কিনা পাকিস্তান সেটাই দেখার হবে।

হঠাৎ অবসর ঘোষণা অ্যারন ফিঞ্চের

মেলবোর্ন, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ সপ্তাহখানেকের বেশি সময় ধরে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির জন্য ভারতে এসে ঘাঁটি গেড়েছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল। সিরিজ শুরুর আগেই একে অপরের বিরুদ্ধে তাল ঠুকছে দুই টিম। দূর থেকে একে অপরের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে চ্যালেঞ্জ। তারই মাঝে প্যাট কামিন্স, স্টিভ স্মিথদের জন্য দেশ থেকে এল মন খারাপ করা খবর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন অস্ট্রেলিয়াকে টি-২০ বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। গতবছর সেপ্টেম্বর মাসে ওডিআই ফরম্যাট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ফিঞ্চ। এ বার দেশের জার্সি গায়ে চিরদিনের মতো ব্যাট-প্যাড তুলে রাখার সিদ্ধান্ত। ফিঞ্চের এই হঠাৎ অবসর ভারতের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের আগে অস্ট্রেলিয়ার টিমে উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব ফেলবে। মধ্য পঁয়ত্রিশের ফিঞ্চ ২০১১ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ক্রিকেট খেলছেন। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে হলুদ জার্সিতে খেলার পাশাপাশি দলকে ওডিআই ও টি-১০ ফরম্যাটে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন ফিঞ্চ। ২০২১ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। ২০২২ সালে ওডিআই ফরম্যাট থেকে অবসর নেওয়ার আগে ফিঞ্চ জানিয়েছিলেন, ২০২৩ বিশ্বকাপে নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না। টি-২০ ফরম্যাটেও নিজেকে আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ওয়েবসাইটে অবসরের ঘোষণা করতে গিয়ে বললেন, ''২০২৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে খেলতে পারব না। এটাই সঠিক সময় সরে দাঁড়ানোর এবং টিমকে আগামীর পরিকল্পনা করার সময় দেওয়ার।'' নিজের পরিবার ও অনুরাগীদের নিয়ে তিনি বললেন, ''আমি নিজের পরিবার এবং বিশেষ করে স্ত্রী এমি, সতীর্থরা, ক্রিকেট ভিক্টোরিয়া, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ দিতে চাই। যারা আমাকে ক্রিকেট খেলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আমার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার জুড়ে যে অনুরাগীরা আমাকে সমর্থন জুগিয়ে এসেছেন তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।'' টি-২০ ফরম্যাটের অন্যতম সেরা ব্যাটার ফিঞ্চ ২০১১ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক করেন। দুর্দান্ত কেরিয়ারে রয়েছে মোট ৮,৮০৪ রান। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১৭টি ওডিআই এবং দুটি টি-২০ সেঞ্চুরি রয়েছে। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৬৩ রানের ইনিংস খেলেন।

মধ্যপ্রদেশ চ্যালেঞ্জের আগে বঙ্গব্রিগেডকে ‘লক্ষ্মী’ মন্ত্র

ইন্দোর, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ কাপ আর ঠোঁটের মাঝে দূরত্ব ঘোচাতে চায় বাংলা। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এই ফারাক রয়ে গিয়েছে। তবে সেই দূরত্ব ঘোচাতে বাংলার সামনে আর দুটো ম্যাচ। বলা যেতে পারে, দুটো মেগা ম্যাচই তিন দশকের বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। মেসিরা পারলে, বঙ্গশিবির কেন পারবে না! সেমিফাইনালে ওঠার দিনেই বঙ্গব্রিগেডকে ভোকাল টনিকে উজ্জীবিত করেছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা। ৩৩ বছর পর কি বাংলা পারবে রঞ্জি জিততে? যদিও এই প্রশ্নের উত্তর মিলতে এখনও অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে জিততে হবে কঠিন লড়াই। বুধবার রঞ্জির সেমিফাইনালে মাঠে নামছেন মনোজরা। সামনে মধ্যপ্রদেশ। লড়াই বেশ কঠিন। গত বছর এই মধ্যপ্রদেশের কাছেই সেমিফাইনালে থামতে হয়েছিল বাংলাকে। আবারও আদিত্য শ্রীবাস্তবদের সামনে ঈশ্বরনরা। বাংলার কাছে এই ম্যাচ বদলার। বিপক্ষের ডেরায় আবেশ খানদের হারিয়ে জবাব দিতে চান মনোজ, আকাশদীপরা। মধ্যপ্রদেশ গতবারের রঞ্জি

চ্যাম্পিয়ন। এ বারেও বেশ ছন্দে আছেন হিমাংশু মন্ত্রীরা। কঠিন চ্যালেঞ্জ সামলানোর সবরকম রেসিপিই অবশ্য রয়েছে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দলের কাছে। ক্রিকেটারজীবনে বাইশ গজে আওয়াজ করে খেলতে বলতেন লক্ষ্মী। প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে লড়াই করার বার্তা দিতেন। কোচ লক্ষ্মী সেই মন্ত্রেই ছেলেদের তাতাচ্ছেন। দলে মনোজ, অনুষ্টুপদের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা আছেন। স্নায়ুর চাপ সামলানোর দায়িত্ব এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের কাঁধেই থাকছে। ওপেনিংয়ে অভিমন্যু ঈশ্বরনের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন করণ লাল। হোলকারের উইকেটে টার্ন রয়েছে। সেটা মাথায় রেখেই শাহবাজের সঙ্গে করণকে ভেবে রেখেছে বঙ্গশিবির। তৃতীয় স্পিনার হিসেবে থাকছেন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। তবে বাংলা সেমিফাইনালে উঠলেও, ওপেনিং জুটির ব্যর্থতা ভুগিয়েছে। আবেশ খান, অনুভব আগারওয়াল, কুমার কার্তিকেয়াদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগেই সেটাই ভাবাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। সুদীপ ঘরামি, অনুষ্টুপ মজুমদার, মনোজ তিওয়ারিদের কাঁধে থাকছে অতিরিক্ত দায়িত্ব। ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরনও সেমিফাইনালে বড় রানের লক্ষ্যে রয়েছেন। বাংলার পেস অ্যাটাক অন্যতম সেরা। আকাশদীপ, মুকেশ কুমার, ঈশান পোড়েলরা মধ্যপ্রদেশের ব্যাটিং লাইনআপে ভাঙন ধরাতে তৈরি। ভাবনা চিন্তা চলছে আকাশ ঘটককে নিয়ে। মিডিয়াম পেসার আকাশ অবশ্য শেষ ম্যাচে ভালো বোলিং করেন। তাঁর ব্যাটিংয়ের কথাও মাথায় রাখছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছেন, ''মধ্যপ্রদেশ নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি প্রথম দিন থেকে নিজের দল নিয়েই ভাবছি। ছেলেরা সবাই ভালো পারফর্ম করছে। ওদের কৃতিত্বে দল সেমিফাইনালে উঠেছে। মধ্যপ্রদেশ ম্যাচের জন্য সেরা একাদশই মাঠে নামাব।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501